অশান্ত কাল জিজ্ঞাসু যুবক

SLN Derozio

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

পুথিপত্র (প্রা.) লিমিটেড

৯ এ্যান্টনি বাগান লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক : এ. সাহা। পুঁথিপত্র (প্রা.) লিমিটেড
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ, মার্চ, ১৯৫৮

মুদ্রাকর : বি. রায়। রায় প্রিন্টার্স
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

প্রবীরাকে

ভূমিহীন ভূমিকা

নাম যাই হোক, দ্যরোজিয়োকে নিয়ে আমার তথ্য সংগ্রহের শুরু হয়েছে ত্রিশ বছর পূর্বে। অর্থাৎ দ্যরোজিয়োর জীবন-সীমা থেকে দীর্ঘতর। বন্ধুরা মাঝে মাঝে বলতেন, যখন বই বের হবে, তখন তা হবে নাতির জীবনী।

লেখা শেষ হয়ে পাঁচ বছর পড়েছিল। ঘটনা এমন অনেক ঘটে গেছে যা পাণ্ডুলিপিকে আরও পাণ্ডুর করেছে। সেই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করা কি সহজ কাজ! শুরুতেই যাঁরা আমার পূর্বসুরী তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। টমাস এডওয়ার্ডস হেনরির প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত লিখেছেন; নানা ভ্রান্তির সঙ্গে নানা নির্ভরযোগ্য তথ্যও তিনি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ম্যাজের পুস্তিকাটি সুগ্রথিত; তদধিক সুসম্পাদিত করে প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরী। গত ২৫ বৎসরে বিনয় ঘোষ, যোগেশচন্দ্র বাগল, অমর দত্ত, পল্লব সেনগুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও রমাপ্রসাদ দে দ্যরোজিয়ো-চর্চার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এ ছাড়া প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক, যথা সুশোভন সরকার, নির্মল কুমার বসু, গোপাল হালদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার কিছু নতুন তথ্য বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে দ্যরোজিয়োকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন উৎপল দত্ত ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ। তাঁদের উদ্যমও সাধুবাদের যোগ্য।

বই লিখব, যখন সঙ্কল্প নিয়েছিলাম, আর যখন বই বের হচ্ছে, তার মধ্যে এডওয়ার্ডস আর ম্যাজ ছাড়া সবারই পর্যালোচনা ছাপা হয়েছে। স্বভাবতই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে, তবে আর এই বই লেখা কেন? এর জবাব ভূমিকায় দিয়ে বই পড়বার শ্রম বাঁচিয়ে দিতে চাই না। পাঠকের সঙ্গে চলবে আমার নানা সংঘর্ষ। তার মধ্যে এটিও একটি থাকল। বহু গ্রন্থাগারের বহু কর্মীর সাহায্য ব্যতীত এই বই লেখা আদৌ সম্ভব হোত না। জাতীয় গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার, কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগার, হুগলী মহসীন কলেজ ও শ্রীরামপুর কেরী গ্রন্থাগারের কর্মীদের কথা মনে পড়ছে। সেই সঙ্গে রাজ্য মহাফেজখানা ও দিল্লীর কেন্দ্রীয় মহাফেজখানার আনুকূল্য স্মরণীয়।

বই লেখা থেকে বই ছাপানো যে বেশি কষ্টকর, এই মূল্যবান তত্ত্বটি পুথিপত্রের বন্ধুরা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। যথেষ্ট সতর্কতা তাঁরা নিয়েছেন, তবু কিছু ভুল থেকে গেল। যার মধ্যে দুটি উল্লেখ করছি—৩৪ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে 'My fallen country! One kind wish to thee' এই চরণটি হবে 'My fallen country! One kind wish for thee! কবিতাটির পাঠ নিয়ে

মতভেদ আছে। তাই ছবি দিয়ে দিলাম। ৮১ পৃষ্ঠায় 'My study' ছাপা হয়েছে 'My story'; তবে উদ্ধৃতির শিরোনামায় ভুল নেই। Kalieodos'ope পত্রিকাটি দ্যরোজিয়োর সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে, এই রকম একটি খবর সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, পরে সম্ভবত হিন্দু কলেজের চাকরীর জন্য তিনি এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে P. S. DeRozario মুদ্রাকর হিসাবে কসাইটোলা লেন থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। (Oriental Obituary, 1829, August)। দ্যরোজিয়োর মৃত্যুর পর 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' মুদ্রাযন্ত্র থেকেও কিছুকাল প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল মাসিক। (Bengal Directory, 1832), হেনরি আর. পি. এস. দ্যরোজারিয়ো এক ব্যক্তি নন।

হেনরির মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে মুকুর সর্বাধিকারী, রমাপ্রসাদ দে, পল্লব সেনগুপ্ত প্রভৃতি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য। তাঁরা একটি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের শেষ ধাপে পৌঁছেছি। ভিক্টর জ্যাকম'র জার্নাল বুঝতে সাহায্য করেছেন ফরাসী ভাষাবিদ্ হৃষিকেশ মুখার্জি। আমার সব কাজের নেপথ্যে যিনি সর্বদা থাকেন, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা অর্থহীন।

কাজ শেষ হবার পর মনে হচ্ছে, আরাম-কেদারা-আশ্রিত গবেষণার যুগ আজও শেষ হয় নি। একদিন এই লেখকও যদি সেই দলভুক্ত বলে বিবেচিত হন, তবে ক্ষুণ্ণ হব না।

বিনীত

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্যরোজিয়োর সময় : দূরে বা নিকটে

দ্যরোজিয়ো পরিবারকে কলকাতায় বেশ কয়েক পুরুষ বসবাস করতে দেখা যাচ্ছে ; অবশ্য হেনরির মৃত্যুর পর তাঁদের ইতিহাসে দ্রুত যবনিকা নেমে আসবে। ঠাকুরদাদা থেকে আমরা ওঁদের কলকাতা বসবাসের খবর পাই ; ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়েছে ; তার চার বৎসর পূর্বে হেনরির বাবা ফ্রান্সিসের জন্ম। আর ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে দ্যরোজিয়োর পরিবারের সর্বশেষ খবর আমরা পাচ্ছি। অর্থাৎ ৫০ বৎসরের কলকাতা-জীবন তাঁদের পরিবারের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। আর এই পঞ্চাশটি বৎসর শুধু কলকাতা কেন, বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের জনজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব।

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ভূমি-ব্যবস্থায় পাঁচসালা বন্দোবস্ত হোল, এই বন্দোবস্তে তেমন সুফল দেখা গেল না ; দশসালা বন্দোবস্ত করা হোল। সে ব্যবস্থাও সঙ্কটের মীমাংসা করল না। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোল ; জমির উপর জমিদারদের কায়েমী আধিপত্য স্বীকৃত হোল। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রস্থল হোল বঙ্গদেশ ; এই কেন্দ্রে একদল স্থায়ী সুবিধাভোগী তৈরি হোল। এর দ্বারা সামরিক ব্যয়ভার বহনের একটি স্থায়ী ব্যবস্থাও হোল। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে টিপু সুলতান নিহত হলেন ; সেখানে এক হিন্দু রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করা হোল। একই সঙ্গে মারাঠাশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ চলল। চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ ও নেপালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অবাধ বাণিজ্য অধিকার দাবী করে হামলা চালাতে লাগল। পাঞ্জাবের দিকেও অগ্রসর হবার চেষ্টা হোল। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে নতুন চুক্তিবলে কোম্পানীর অধিকার-সীমা শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত হোল।

এই ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে দ্যরোজিয়োর জন্ম ; আর এই বৎসরই রামমোহন দেশীয় মানুষের আত্মসম্মানবোধের প্রথম দলিলটি রচনা করলেন। ভাগলপুরের কালেকটার স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটনের অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর কাছে এক পত্র লিখলেন ; তাতে ব্রিটিশ আইনের উদারতার প্রশংসা করে বলা হোল, "The spirit of the British

laws would not tolerate an act of arbitrary aggression, even aganist the lowest class of individuals." এই বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই চিঠি লেখার ছয়দিন পরে হেনারির জন্ম।

রামমোহন যে বিশ্বাস ঘোষণা করলেন, তা তিনি অকস্মাৎ করেন নি।

কলকাতা শহরে এবং বঙ্গদেশে রাজনীতিক পরিবর্তনের হাত ধরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিল। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে হার্সেল যে একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন এ খবর কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে বার্চের লেখা ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির ইতিহাস এসে পৌঁছেছে। (Calcutta Gazette, Oct. 1784)। এই বৎসর আরও অনেক বই এসেছে—যথা, রেনল লিখিত আমেরিকার বিপ্লব, ভলটেয়ার রচিত দার্শনিক নিবন্ধাবলী ও তাঁর স্মৃতিকথা, হিউমের ইংলণ্ডের ইতিহাস। এসেছে জন লকের দার্শনিক নিবন্ধসমূহ।

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে গিবনের প্রখ্যাত রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস এসে পৌঁছেছে। বেকন আসছে।

খ্রীস্টীয় ধর্মজিজ্ঞাসার সাম্প্রতিকতম গ্রন্থও এই বৎসর কলকাতায় বিক্রী হচ্ছে—পেলির গ্রন্থ (Calcutta Gazette, July 6, August 30, 1787)।

শুধু বই নয়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও কলকাতার বাজারে পাওয়া যেতে শুরু করেছে। কখনও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনমুখী নৌবিভাগীয় সৈনিক কলকাতা ত্যাগের পূর্বে তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি বেচে দিয়ে যাচ্ছেন; কখনও কোন বিদেশী পণ্ডিত কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন—সঙ্গে এনেছেন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক বইপত্র। বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনাও শুরু হয় এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। নতুন বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা শুরু হয়। বক্তাদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ডক্টর ডিনউইডি (Dinwiddie)।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে হার্সেলের গবেষণানিবন্ধ "Observations on the two lately discovered Celestial Bodies" কলকাতায় এসেছে। (Bengal Directory, 1805)। ঐ বৎসরই কেপলারের (Kepler) জ্যোতির্বিজ্ঞান, গ্যালিলিও, টাইকোব্রিহা, কোপারনিকাসের গবেষণার খবর প্রচারিত হয়েছে।

নিউটনের বই দুর্লভ নয়; তাঁর সেই অমর উক্তি, "As we solve one mystery, others open up." বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

১৮০৯-১৮১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রধান প্রধান বই কলকাতার বাজারে দেখা দিচ্ছে বিপুল সংখ্যায়। জাহাজের আনাগোনার বহর যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে বইপত্রের আমদানি। ফরাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষের অবসানে নৌপথে চলাচল বিঘ্নশূন্য হয়েছে।

মন্তেস্কু, ভলটেয়ার, রুশো, দিদিরো প্রভৃতির লেখা উচ্চভাষী বইগুলির আমদানির ক্ষেত্রে আর কোন বিপত্তি ছিল না।

১৮১১ খ্রীস্টাব্দে বেকনের রচনাবলী দশখণ্ডে এলো। জন লক মন্তেস্কু দেখা দিয়েছে।

বেকন প্রথম প্রয়োগ-ভিত্তিক দর্শনের কথা বলেন; সংস্কারের উপর নয়, যুক্তির উপর তিনি নির্ভর করতে বললেন। তাঁর মতে 'idol' মানুষের অগ্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে পরিহার করতে হবে। লক জ্ঞানকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করলেন। তাঁর 'Essays Concerning Human Understanding' ফরাসী বিপ্লবে এবং আমেরিকার মুক্তি যুদ্ধে প্রভাব ফেলেছিল; কারও কারও মতে লকের প্রভাবই ঐ দুটি বিপ্লবে সর্বাধিক। শুধু বিষয়-জীবনে নয়, ধর্ম-জীবনেও লকের বক্তব্য গভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি বললেন, ঈশ্বর-চেতনাও মানুষের মনে সহজাত নয়। অভিজ্ঞতা ও আত্মচিন্তা থেকে যেমন অন্য বোধ জন্মে, ঈশ্বর-বোধও তেমনিভাবে জন্মে। লক খ্রীস্টধর্ম সংশোধন বা শোধনে হাত দিলেন; লিখলেন 'Reasonableness of Christianity'। তাঁরই পথ ধরে এগিয়ে জন টোল্যাণ্ড লিখলেন 'Christianity not Mysterious' (1696); বললেন, "I banish all hypotheses from my philosophy." (p. 15)। টিণ্ডাল লিখলেন, 'Christianity As old As Creation'। শুনতে খুব চটকদার, কিন্তু ইতিহাস এতে অস্বীকৃত। টিণ্ডাল তবে একটি মজার কথা বললেন, যা অধ্যাত্মবাদীদের রুষ্ট করবে। "It is an odd jumble to prove that the truth of a book by the truth of the doctrine it contains and at the same time to conclude those doctrines to be true because they are contained in that book." (p. 18)। এই দলের দার্শনিকদের মধ্যে টমাস চুব (Chubb) একটু ইতিহাস-আনুগত্য গ্রহণ করলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম হোল 'The True Gospel on Jesus Christ' (1738)। সেফ্‌টসবেরী যতটা বিশুদ্ধ দার্শনিক, তার থেকে বেশি সমাজবিজ্ঞানী। এ যুগের এই বিগ্রহবাদ (Deism) নতুন শিল্পসমৃদ্ধ সমাজের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাবার পথ খুঁজছিল। দুই ভাবেই খুঁজছিল—এক পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিয়ে, না হয় কিছু খয়রাতি, দান ধ্যানের উপদেশ বিতরণ করে। "Ignorantia non est argumentum" (Ignorance is no argument) প্রখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজা বলেছিলেন। রেনেসাঁসের সেই বজ্রদীপ্ত ঘোষণা "Sapere aude" (dare to know) এ সময়ে কলকাতায় প্রতিধ্বনি তুলবে।

ডেভিড হিউম এদেশে এসেছে। ধর্ম তখনই সত্য ধর্ম হবে, যখন তা যুক্তিকে স্বীকার করবে। "Reason must be our last judge and guide in

everything." ফ্রান্সের বিশ্বকোষপন্থীদের মত থেকেও হিউমের মত দূরে চলে গেছে। অভ্যুত্থানের মুহূর্তে যুক্তি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে—ভলটেয়ারের এই উক্তি প্রতিটি জাগরণের ক্ষেত্রেই সত্য। বিশ্বকোষপন্থীরা কেউ কেউ ঈশ্বর-বিরোধী, কিন্তু নাস্তিক্যবাদ আর দুর্জ্ঞেয়তাবাদের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন নি। হলবাক (Halbach) বলেছিলেন, "God is infinitely worse than the worst of humans." কিন্তু হিউম বললেন, যা যুক্তিতে মিলবে না, তাকে অগ্নিতে সমর্পণ কর। কলকাতায় লকের মতই হিউমের প্রভাব পড়েছিল ; তবে হিউমের প্রভাব পরবর্তী। প্রথমে লক এবং লক-অনুসারী টম পেইনের প্রভাব সব থেকে বেশি লক্ষ করা গেছে। টম পেইনের লেখা ১৮১০ থেকে এসেছে, এবং ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষ প্রভাবশালী থাকবে। টম পেইন তাঁর 'Common Sense' গ্রন্থে লিখেছেন "Nature is orderly in all her works, but this is a mode of Government that counteracts order" (p. 42)। 'Rights of Man' গ্রন্থে ইংল্যাণ্ডের সন্তান হয়েও তিনি লিখলেন, "The cause of America is the cause of all mankind." সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারী দিলেন, "Virtue is not hereditary." শোষণ ও শাসনের স্থায়ী খুঁটিগুলি নড়বড়ে হয়ে উঠল। এর আগে একই কাজ করেছিলেন বেকন, যখন তিনি লিখলেন, "Knowledge is power," অস্বীকার করলেন মধ্যযুগীয় প্রতিবেদন—"Knowledge is virtue"। জ্ঞান শক্তি যোগাবে, যে-শক্তি জগৎ ও জীবনকে বদলাবে, আমূল বদলাবে। টম পেইন দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে হাঁক দিলেন, "It is an age of revolution." আজ এই বিপ্লবের আবির্ভাব এতই স্বতঃসিদ্ধ যে তার জন্য কোন প্রমাণপত্রের প্রয়োজন নেই—"The Sun needs no inscription." (Rights of Man, p. 115, Common-sense & Other Political Writings. Nelson F. Adkins, Liberal Art Press. New York—1953)।

দার্শনিকদের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলেন বৈজ্ঞানিকেরা। ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির সভাপতি স্যার হামফ্রি ডাবি লিখলেন, "And philosophers like early cultivators in a great new continent, and by every acquisition they make, discover new and extensive uncultivated spots beyond" (Progress and Prospect of Science—Six Lectures delivered before the Royal Society at the Anniversary Meetings—Sir Humphrey Davy, President of the Royal Society, 1827)।

এখনও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের জন্য পৃথক পৃথক মঞ্চ নিরূপিত হয় নি।

নতুন বিজ্ঞান ও দর্শন যে সব কথা বলছে, তার সঙ্গে ব্রিটিশ সমাজ-জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য এক প্রয়োজনমুখী দর্শন সৃষ্টি হোল—Utilitarianism। বেন্থাম ও তাঁর শিষ্য জেমস মিল, ও তস্য পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল এই দর্শনের প্রবক্তা, ব্যাখ্যাকারী এবং বাস্তবে প্রয়োগ-প্রয়াসী। উনিশ শতকের প্রথম স্তরে ভারতের তিনটি অঞ্চলে তিনজন 'হিতবাদী' লাট সাহেব দেখা দেন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের বেন্থাম ও মিল একটুও সমালোচনা করেন নি, বরং মনে করেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা এতে সার্থক হচ্ছে। সভ্যতার প্রসার ঘটছে। তাঁরা ভারতের চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থার সাফাই গেয়েছেন; নতুন করনীতি ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষে কতটা যায়, তার জন্য নিরন্তর ভেবেছেন। বেন্থাম ও মিলের দর্শন একান্তই প্রসারমুখী ব্রিটিশের সাম্রাজ্য প্রসারণ ও স্থায়িত্বের দার্শনিক মঞ্চ। সমাজ ইতিহাসের অতীত যুগের প্রখ্যাত লেখক লেসলি স্টিফেন একে বলেছেন, 'Economic individualism'; ব্যক্তি-স্বার্থ নাকি এখন সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে মিশে গেছে। এলি হালেবী (Elie Halevy) একে বলেছেন—'artificial identification of interests'. তবে বেন্থাম বিচার-ব্যবস্থায় ও আইনশাস্ত্রে কোনরূপ আধ্যাত্মিকতার প্রশ্রয় দিতেন না। পূর্বেই ইংল্যাণ্ডে লকের আবির্ভাব এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড ধাক্কায় ধর্ম তার সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সীমানা লঙ্ঘন করতে চাইল। কালভিন ও লুথার যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তার ক্রমপরিণতি ঘটল শিল্পবিপ্লব-উত্তর ইংল্যাণ্ডে।

কলকারখানার দ্রুত সম্প্রসারণে শহরে জনসংখ্যা বেড়ে গেল; নতুন শহর গজিয়ে উঠল। পেশাভিত্তিক পল্লীজীবনের পরিবর্তে দেখা দিল এক সার্বজনীন (cosmopolitan) সমাজ। ধর্মঘট ও অন্যান্য এই জাতীয় শ্রম-বিক্ষোভ এক সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এই নতুন অবস্থাকে মোকাবিলা করার জন্য ধর্মকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজান হোল।

বেতন বৃদ্ধির দাবী অপছন্দ, কিন্তু খয়রাতির জন্য বড় বড় দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল।

ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যের যাঁরা উৎসাহী সমর্থক তাঁরাই আবার খ্রীস্টীয় মিশনারীদেরও সমর্থক; ধর্ম প্রচারে অবাধ স্বাধীনতার জন্য দাবী তুলতে লাগলেন। কলকাতায় উইলবারফোর্সের বেশ নামডাক ছিল; পাদরী মহাশয়ের বাড়ি ক্লাপহামে; তাঁর শিষ্যবর্গকে তাই ক্লাপহাম (Clapham Sect. সম্প্রদায়) বলা হোত। মেকলে, কলকাতার ক্যাপটেন রিচার্ডসন এই মতের অনুবর্তী ছিলেন।

ভারতবাসীর ধর্মকে নানা ভাষায় নিন্দাবাদ করে উইলবারফোর্স বলেছেন ভারতবাসী 'গসপেল' ও অবাধ বাণিজ্য দুই-ই সমান ব্যগ্রতার সঙ্গে গ্রহণ করবে। রিচার্ড কবডেন (Cobden) অবাধ বাণিজ্য আর ধর্মীয় প্রচারকে একসূত্রে বেঁধে দিলেন, "Not a bale of merchandise leaves our shores, but it

bears the seeds of intelligence and fruitful thought to the members of some less enlightened community." (Political Register)

কলকাতায় এই দুই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মহৎ বাণী পত্র-পত্রিকায় উদ্ধৃত হোত। তাঁদের রচিত পুস্তিকাসমূহ দোকানে দোকানে বিক্রী হোত। আমাদের 'আলোকপ্রাপ্ত' ভারতবাসীর মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজ বাণিজ্যনীতিকে প্রভুদের চোখেই দেখতেন। অর্থাৎ ভাবতেন অবাধ বাণিজ্যনীতি আর মানবহিতৈষণা সমার্থক।

কলকাতায় হিউম-জাতীয় দার্শনিকদের জনপ্রিয়তা ঠেকাবার জন্য বিটীর (Beattie) বই বেশ আমদানি হোত। নাস্তিক্যবাদী বই পড়ার বিরুদ্ধে তিনি বললেন, এতে সত্য উপলব্ধি করা যায় না, এ সব বই মনকে কেবল শক্ত ও অসাড় করে তোলে। যুক্তি নয়, তর্ক নয়, খোলা মনে সত্যকে বুঝতে হবে। এ'দের বলা হোত, সাধারণ বিচারবুদ্ধির প্রচারক (commonsense school) (Essay on Truth, p. 308)। সন্দেহবাদ সম্বন্ধে বিটী সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, বললেন, সন্দেহবাদ বিজ্ঞানচর্চার পক্ষেও ক্ষতিকর, নীতিশাস্ত্র চর্চা বা ধর্মশাস্ত্র চর্চার প্রতিকূল। বিটী অবশ্য ইংরেজ সৈনিক মহলের বাইরে বেশি প্রচার লাভ করেন নি।

সব থেকে বেশি প্রচার ছিল উইলিয়াম পেলির (Paley) গ্রন্থসমূহের। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দেই তাঁর গ্রন্থ কলকাতায় এসে পৌঁছেছে; কিন্তু উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেও তাঁর সমাদর হ্রাস পায় নি।

পেলি ছিলেন কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর সদস্য; তাঁর তিনখানি গ্রন্থ Moral and Political Philosophy (1785), Evidence of Christianity (1794) এবং Natural Theology or Evidence of Existence and Attributes of Deity কলকাতায় কিনতে পাওয়া যেত। পেলি ত্রিতত্ত্ববাদের বিরোধী ছিলেন, ছিলেন বরং একেশ্বরবাদী। রামমোহন তখন কলকাতার ধর্মবিতর্কের কেন্দ্রস্থলে; স্বভাবতই পেলির এই মতবাদ তখনকার ধর্মজিজ্ঞাসুদের কৌতূহল টানবে। পেলি কিন্তু অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতেন, বাইবেলের সমালোচনা আদৌ বরদাস্ত করতেন না। শাস্ত্র, না ইতিহাস—এই নিয়ে তর্ক উঠলে তিনি বলতেন, শাস্ত্রই বিশ্বাসযোগ্য, ইতিহাস নয়; তাঁর আদর্শ জুলিয়াস সিজার নন, যিশুখ্রীস্ট। তাঁর 'Natural Theology' গ্রন্থে লিখেছেন, "Follow the Deists, and you are lauded in an optimism contradicted by every fact before your eyes." জানি না, এই চক্ষু স্বাভাবিক চক্ষু, না দিব্যচক্ষু।

জন ওয়েসলি নামে আর এক ধর্মপ্রচারক বুদ্ধির মুক্তির বিরোধী ছিলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবকে বলতেন শয়তানের কর্ম (work of Satan)। তিনি ডাইনির

(witch) অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন। ব্যাধি, দারিদ্র্য বা খাদ্যাভাবের সুরাহা হবে কি উপায়ে? তাঁর মতে ধর্মবুদ্ধির উন্মেষে! জন ওয়েসলি বড়লোকদের মধ্যে কাজ করতেন না, কাজ করতেন ব্রিটেনের দুর্গত নারী ও শিশুমজুরদের মধ্যে। "To speak the rough truth, I do not desire any intercourse with any persons of quality in England." জন ওয়েসলি মানুষের আত্মা নিয়ে বড্ড ভাবিত ছিলেন, দেহ নিয়ে নয়।

কবডেন ব্রিটেনের সমকালীন শিল্পসঙ্কট সমাধানের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন শ্রমিক ছাঁটাইএর; পেলি পরামর্শ দিলেন, মজুরীবৃদ্ধি নয়, বাসস্থানের উন্নতি সাধন নয়, ধর্ম-বোধের প্রতিষ্ঠা। (Persons & Periods—G. D. H. Cole. Penguin Books, p. 50)।

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে এই ভদ্রলোক ইপওয়ার্থে জন্মেছিলেন। তিনি এ্যাংলিকান (Anglican) চার্চ থেকে পৃথক হয়ে যান; প্রতিষ্ঠা করলেন Methodist এবং Welsian Church। অক্সফোর্ডে তাঁর ধর্মজীবন শুরু হয়।

১৮২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে ওয়েসলি ব্যাখ্যাত 'মেথডিজম্' (Methodism) কলকাতায় প্রসার লাভ করে। ধর্মতলায় Methodist Church ও Weslian Church দুটি একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হোল।

জন ওয়েসলি জনশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন বাইবেলের জ্ঞানই একজন শিশুর শিক্ষিত হবার পক্ষে যথেষ্ট। বরং তিনি আরও বলতেন, শিশুদের ছোটবেলা থেকেই শ্রম করতে হবে। আলস্য হোল পাপ। এক কথায় তিনি নিজে মজুর নিয়োগের উৎসাহী সমর্থক। প্রাথমিক শিক্ষার তিনি ছিলেন ঘোরতর শত্রু। ১৮২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে ধর্মতলায় Methodist Church প্রতিষ্ঠিত হোল। আমরা দেখব, এর পর থেকে ড্রামণ্ড প্রতিষ্ঠিত ধর্মতলা একাডেমীর বিরুদ্ধে ধর্মযাজকদের প্রবল বিরুদ্ধ প্রচার। পেলির কথা আর একটু বলি। সাহেব-সুবোদের পাড়া ছেড়ে দেশীয়দের মধ্যে পেলির জনপ্রিয়তা কম ছিল না। ত্রিশের দশকে পেলির প্রভাব সম্বন্ধে জানছি জনৈক হেনরি ইয়ং-এর চিঠি থেকে। ভদ্রলোক মহারাষ্ট্রে (তখন Western Province) সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। তিনি রেভারেণ্ড জন উইলসনকে এক চিঠিতে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখছেন, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ডাফের বক্তৃতা কী মনোযোগ দিয়ে শুনছিল! তারা শুধু অত্যন্ত সূক্ষ্ম জটিল ধর্মতত্ত্ব আলোচনা শুনছিল না, ঐ বক্তৃতার দুর্বলতর অংশ কোথায়, তাও তারা ধরতে পারছিল।

ভদ্রলোক হিন্দু কলেজ পরিদর্শনে এলেন; এসে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, পেলি পুণ্যের যে সংজ্ঞা (Definition) দিয়েছেন, তা কি নির্ভুল? চিরস্থায়ী সুখ সাধনের বিজ্ঞতম পথ কি মানবজাতির হিতসাধন?

কোন রকম পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া তারা যেমন চটপট এই প্রশ্নের জবাব দিল তা

খুবই বিস্ময়কর। একটি ছাত্র তো পোলির দর্শনে ভুল ধরে দিল। সে বলল, আত্মা যখন নশ্বর, ভবিষ্যতের ওপর ভরসা স্থাপন বাতুলতা মাত্র। ছাত্রটির এই তাৎক্ষণিক (Impromptu) জবাব খুবই অবাক হবার মতন ঘটনা। (Life of Alexander Duff—George Smith, p. 157-158).

পোলি ফরাসী বিপ্লবের সর্বতোভাবে বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি একটা সহজ কারুণ্যবাদ (Pietism) প্রচার করেছিলেন।

ব্রিটেনেও তখন গরীবদের মজুরি না বাড়িয়ে ওষুধপত্র, জামাকাপড়, কখনও কখনও কিছু খাদ্য তাদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা হয়। এর জন্য নানা সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। কিন্তু এগুলি যে শুদ্ধ চরিত্রের লোকের দ্বারা পরিচালিত হোত তা নয়। ধর্মযাজক সবাই চরিত্রবান্ ছিলেন না। লর্ড ব্রুম (Brougham) ইংলণ্ডে গির্জা-চালিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার ওপর তদন্ত করতে গিয়ে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ করলেন। যে অর্থ শুধু দরিদ্র শিশুসন্তানদের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল, তা ব্যয়িত হয়েছে ঠিক বিপরীত কারণে। পাদ্রীরা তাঁদের ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করার উদ্দেশ্যে ঐ অর্থভাণ্ডার লুঠ করেছেন, তাঁরা নিজেদের বেতনহার বৃদ্ধি করে নিয়েছেন ; দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হয়েছে। স্কুলগৃহ তৈরি, কিন্তু শিক্ষক অনুপস্থিত ; অনুপস্থিত থেকেই তিনি বেতন গ্রহণ করেছেন। স্কুলগৃহ ভেঙে পড়ছে, তার মেরামতের জন্য বরাদ্দ টাকা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হচ্ছে। (Poverty and the Industrial Revolution—Brian Inglis. Hidden & Stoughton, London, 1971, p. 155)। কলকাতার ড্রামণ্ড লর্ড ব্রুমের যুক্তিনিষ্ঠ বক্তৃতা যৌবনে শুনেছেন।

কলকাতায় এই সময় বাকিংহামকে (ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক) বহিষ্কার করা নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়। বাকিংহামের অপরাধ তিনি পাদ্রী রেভারেণ্ড জেম্‌স ব্রাইস (James Bryce)-এর বিরুদ্ধে লিখেছিলেনঃ একজন পাদরী কি করে বাণিজ্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, বা সরকারী চাকরি গ্রহণ করতে পারেন ? জেমস্ ব্রাইস তখন চটে গিয়ে বাকিংহামের বিরুদ্ধে মান-হানির মামলা দায়ের করলেন।

শুধু ব্রাইস নন্ শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটাতেন। তাঁরা নীলকুঠির নিদ্রিত অংশীদার (sleeping partner) ছিলেন। (Asiatic Journal, July, 1830) টাকা ধার দিতেন। পাদরীদের এই কাজ নতুন নয়, 'Knights Templars' ইতিহাস-বিখ্যাত। পোলির কারুণ্যবাদ বাস্তবে এসে করুণা ও বাণিজ্যের মধ্যে গাঁটছড়া বেঁধে দিল। ভাব-জীবন আর বিষয়-জীবনের মধ্যে কেমন একটা বোঝাপড়া ছিল। কলকাতার স্কুল-জীবন বা বহির্জীবনে পরিবর্তন এসেছে। কলকাতায় তখন প্রচুর বিলাসদ্রব্য পাওয়া যায়—ঘোড়ার

গাড়ি বিবিধ প্রকার, ঘোড়া, কুকুর, ফল, তামাক, পানীয়, প্রসাধন দ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র, আয়না, বাসনকোসন, পোশাক-আশাক, বাক্সপেঁটরা, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত।

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিস্কুট, কেক, পাউরুটি, পনীর, মাখন আসত। চকোলেট পর্যন্ত। বিদেশী ফল পাওয়া যেত নানা জাতের—স্ট্রবেরী, আপেল। লণ্ডন, স্পেন, প্যারিস, জামাইকা থেকে মদ আসত। ক্যালকাটা গেজেট, জন বুল, বেঙ্গল হরকরায় এ বিষয়ে নিয়মিত বিজ্ঞাপন বের হোত। অনেক বড়ো বড়ো দোকান গজিয়ে উঠল। কোলিয়ার্স এ্যাণ্ড স্ট্যাফোর্ড, চাউন্নার এ্যাণ্ড এলেন, জে· ট্রেন-হোল্‌ড, হফম্যান এ্যাণ্ড আদার্স, স্মিথ, নেফিউ এ্যাণ্ড আদার্স, টুলো এ্যাণ্ড কোম্পানী এদের মধ্যে সব থেকে পরিচিত।

কুকুর নিয়ে দৌড়ান তখন সাহেব-সুবোদের বিলাস ছিল; এর ওপর শাস্ত্র-গ্রন্থও লেখা হয়েছে, সে বইও কলকাতায় এসেছে—Treatise on Greyhounds and other Sporting Dogs (John Bull, Oct 24, 1823)।

হিন্দু কলেজের ছেলেদের বিস্কুট ভক্ষণ নিয়ে কত হৈ-চৈ হয়েছিল। অথচ ধনী-গৃহে দুর্গাপূজা ও বিবাহাদি উৎসবে দেশীয় ও বিদেশী পানাহারের ঢালাও বন্দোবস্ত থাকত। সে-সব আহার্য ও পানীয় শুধু যেন শ্বেতকায় ব্যক্তিরাই আস্বাদন করতেন!

বিলাসদ্রব্যের দোকানের মত বই-এর দোকানও অনেকগুলি দেখা দেয়—পামার এ্যাণ্ড কোম্পানীর বই-এর দোকান, জে· জে· ফ্লিউরি এ্যাণ্ড কোম্পানী, শার্লট লাইব্রেরী (Charllote Library), টি· অসটেল এণ্ড কোম্পানী, ব্রিটিশ লাইব্রেরী। এগুলি ছাড়া দেশীয়দের গ্রন্থবিপণিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—মধুসূদন মুখার্জির ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী, মধুসূদন দে-র ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন লাইব্রেরী, গোরাচাঁদ দে-র বই-এর দোকান, দয়ালচাঁদ দে-র বই-এর দোকান। এঁরা বিদেশ থেকে অজস্র বই আনতেন; শুধু ইংরেজী বই নয়, ফরাসী, জার্মান, পর্তুগীজ ও স্পেনীয় ভাষার বই আনত। নতুন বই এলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোত। বহুরকম বই আসত—আসত নানারকম বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে।

বই এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে অবাধে চলাফেরা করতে পারত না; কলকাতার দোকানদারদের বোম্বাই ও মাদ্রাজে বই পাঠাতে হলে আলাদা কর (duty) দিতে হোত। অথচ এর থেকে যে-পরিমাণ রাজস্ব আসত, তা খুবই সামান্য। কিছু পরে (১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে) জনৈক পত্রলেখক এর প্রতিকার চাইলেন, "This import has a tendency to hinder that literary communication which should prevail between the three Presidencies." (India Gazette, 6 February, 1832)। পত্রলেখক A.B.C. এই ছদ্মনামে পত্র লিখেছিলেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হাতে পড়েছিল টম পেইনের 'এইজ অব রিজন'।

কলকাতার গির্জার নায়করা বললেন এ হোল বোম্বেটে (pirate) সংস্করণ। আমেরিকায় ছাপা ইংরেজী বই এ দেশে সস্তাদরে বিক্রী হচ্ছে। কোন কোন পত্রিকা গির্জার নীতিবাদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন, গ্রন্থস্বত্ব (copyright) আইন সংশোধন করা উচিত।

আমেরিকা থেকে সস্তাদরে 'Age of Reason' এলে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা লাইন দিয়ে জাহাজঘাট থেকেই সে বই কিনেছিলেন।

ইণ্ডিয়া গেজেটে কয়েকজন গ্রন্থবিক্রেতা বিজ্ঞাপন দিলেন এই মর্মে, তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরের কেরী এণ্ড লী (Carey and Lea) কোম্পানীর সঙ্গে এর জন্য এক চুক্তি সম্পাদন করেছেন। (Calcutta Directory, 1833)

কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যাঁরা বেরিয়ে আসছেন, তাঁরা নতুন যুগের মানুষ। তাঁরা বই ভালবাসেন জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, জীবনকে বদলাবার জন্য। তাঁরা বদলাতে পেরেছেন কি পারেন নি, এ প্রশ্ন অবান্তর; কিন্তু ইচ্ছাটা তুচ্ছ নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পর্তুগাল থেকে ভারতভূমি

যেদিনটিতে ভাস্কো দা গামা ভারতের মাটিতে পা দিলেন, সেই দিনটি থেকে পর্তুগালের স্বর্ণযুগের সূচনা, এই হোল পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত। শুধু ঐতিহাসিকরা নন, কবি-শিল্পীরাও এই মনোভাব পোষণ করতেন। পর্তুগীজ মহাকবি কামোএস (Camoes) পরদেশ-লুণ্ঠনকারী, লোভী ও নৃশংস সৈনিককে নায়ক করে এক মহাকাব্য লিখে ফেললেন। একজন ভার্জিল বা হোমারের মত কবির পক্ষেই নাকি সম্ভব ছিল এই মহামানবের কীর্তিকথা সার্থকভাবে লেখা। আর ন্যায়নিষ্ঠ ঈনিস বা বীরশ্রেষ্ঠ এ্যাকিলিসের জীবনকথার মতই নাকি এঁর কাহিনীও গৌরবমণ্ডিত।

Por isso, e não por falta de natura,
Não ha tambem Virgilios, Homeros ;
Nem havera, se este costume dura,
Pios Eneas, nem Achilles feros :
Mas o peor de tudo he, que a ventura
Tão asperos oz fez, ca tão austeros,
Tão rudos, e de engenho tão remisso
Que a muitos lhe dā ponco, on nada disso.

(Os Lusiadas—Luiz De Camoes. Canto V, XCVIII, Lisbon, 1834)

অপরাধী শুধু পর্তুগাল নয়, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড সমভাবে অপরাধী। তাদের শ্রীবৃদ্ধির পিছনে লুণ্ঠিত বহু দেশের অশ্রু ও কান্না লুকিয়ে আছে। পর্তুগীজ মহাকবির অভিজ্ঞতা আর ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা সমমাত্রিক না হলেও কামোএস (Camoes)-এর এই মহাবাক্যটি স্মরণযোগ্য।

E Se mais mudo houvera, La chagera.

(And had there been more of the world, they would have reached it. Book VIII.)

এই তো রেনেসাঁসের একান্ত মন্ত্র!

১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পরিবর্তনের বহু তরঙ্গ বয়ে যাবে। সমুদ্র উপকূলের বহু ঘাঁটি একে একে পর্তুগালের হাতছাড়া হবে; সেখানে এসে স্থান করে নেবে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। কয়েকটি ছোট এলাকায় তাদের আধিপত্য টিকে থাকবে। রাজনৈতিক আধিপত্য বিনষ্ট হলেও

এক প্রকার সাংস্কৃতিক কৌলীন্য বহুকাল টিকে থাকবে। বিশেষ করে তাদের ভাষা। অবশ্য অবিকৃতভাবে নয়। দেশীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে একটি সংকর ভাষার উদ্ভব হবে। এই ভাষা বহুকাল ইউরোপীয়দের পারস্পরিক আলাপচারিতার মাধ্যম থাকবে। (History of the Portuguese in Bengal—J. J. A Campos. 1919, p. 187)। এই মিশ্রভাষায় বণিক ও সৈনিকরা কথাবার্তা বলত। (Hobson and Jobson—Col. Henry Yule & A. C. Burnell. New Edition edited by William Crooke. 1968)। সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এই বিকৃত পর্তুগীজ ভাষার উদ্ভব হয়। কারণ বেঁনিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে উপকূল অঞ্চলে বহু পর্তুগীজ নরনারীকে দেখেছেন, কিন্তু তিনি কোন মিশ্রভাষায় কথা বলেন নি। লক্ইয়র (Lockyer) লিখিত 'An Account of the Trade in India' (1711) গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই মিশ্রভাষার কথা শুনছি। তিনি বলছেন, "It was the lingua franca throughout the East, not only among the Portuguese, and their descendants, but among different indigenous races, and, what is more, among the Europeans of other nationalities, who followed the first conqueror. It was spoken all along the coast of India, Malayasia. Pegu, Siam, Tonquin, Cochin-China, Basra, Mecca, and in fine, wherever the Portuguese domination had extended." (p. 286) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই যখন এই ভাষা প্রায় সর্বজনব্যবহৃত ভাষা (lingua franca) হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তার সূচনা অন্তত ৫০ বৎসর পূর্বেই হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন তাঁর 'A New Account of the East Indies' (1727) গ্রন্থের ভূমিকায় এই পর্তুগীজ ভাষার বহু প্রচলনের কথা বলেছেন।

ভাষার ক্ষেত্রে শুধু নয়, সংমিশ্রণ রক্তের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। দেশীয় স্ত্রীলোকদের গর্ভজাত পর্তুগীজদের সন্তান পর্তুগীজ নামেই অভিহিত হোত। এমন কি, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজদের এই জাতীয় সন্তানকে পর্তুগীজ বলা হোত। জে. সি. মার্শম্যান (Marshman) তাঁর 'History of the Serampore Mission' গ্রন্থে লিখছেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলত, মাতৃভাষায় কথা বলত না। অষ্টাদশ শতকের সূচনায় কোম্পানীর সনদে একটি শর্ত ছিল যে, প্রতিটি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একজন করে ধর্মযাজক রাখতে হবে। সেই ধর্মযাজককে ভারতবর্ষে পৌঁছুবার এক বৎসরের মধ্যে পর্তুগীজ ভাষা শিখে নিতে হবে। অন্যের প্রসঙ্গ বাদ দিলাম, স্বয়ং লর্ড ক্লাইব পর্তুগীজ ভাষায় চমৎকার কথা বলতে পারতেন। (Vol. I, p. 21-22)। দোভাষী বলতে সেদিন পর্তুগীজ দোভাষীকেই বুঝাত। এই মিশ্র পর্তুগীজ ভাষাতে প্রার্থনানুষ্ঠান সম্পন্ন হোত।

১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা টিকে ছিল। (Twelve Indian Statesmen—George Smith. London 1897)। পর্তুগীজরা ছিল রোম্যান ক্যাথলিক; সপ্তদশ শতক পর্যন্ত তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে জেসুইট পাঠক্রম অনুসরণ করা হোত। (C. R. Boxer—p. 230)।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে এসে পর্তুগীজরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট মত গ্রহণ করতে থাকে।

একটি কারণ হোল, পর্তুগীজদের কন্যাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'রাইটার'দের বিবাহ করতে হোত; আর তা ছাড়া ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ছিল প্রোটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী। এদের সকলের চাপে পর্তুগীজদের ধর্মমত বদলাতে থাকে। ধর্মমত সহ নামও বদলে যায়; শুধু অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারল কয়েকটি পদবী যেমন দ্য কাস্টো, দ্য রোজারিও, দ্য ব্যারিটো। পদবীও বদলে যাবে যেমন দ্য রোজারিও বদলে হবে দ্য রোজিও। হেনরি লুই ভিভিয়ান দ্য রোজিওর খ্রীস্টধর্ম দীক্ষার সময় পদবী দেখছি দ্য রোজারিও। পরে আর কোনদিন দ্য রোজারিও' আমরা দেখতে পাবো না।

পর্তুগীজদের কখনও লুসো-ইণ্ডিয়ান, কখনও ইউরেশিয়ান, কখন মেস্টিকো (Mestico) বলা হোত। "Since the more native blood they have, the more they resembled the Indians, and the less they are esteemed as Portuguese." (C. R. Boxer—p. 252). কাম্পোজ তাঁর গ্রন্থে কবি দ্য রোজিওকে 'লুসো-ইণ্ডিয়ান' বলেছেন; আবার অনেকে (যথা ম্যাজ) তাঁকে 'ইউরেসিয়ান' কবি বলে সম্বোধন করেছেন। পর্তুগালের প্রাচীন নাম লুসিটানিয়া, তাই 'লুসো-ইণ্ডিয়ান' বলা হোল। ইউরেসিয়ান হোল ইউরোপ-এশিয়ার মিশ্রণ। দ্য রোজিও কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়কে পৃথক নামে অভিহিত করতে চাইতেন। যথাস্থানে তার উল্লেখ করা যাবে। পর্তুগীজদের নৃশংসতার কথা সবাই জানে; কিন্তু তারা যে কত দ্রুত দেশীয়দের সঙ্গে মিশেছিল, সে খবরও জানা দরকার। দেশীয়দের আমোদ-প্রমোদে এরা উৎসাহভরে যোগ দিত। চড়ক পুজো, দোল প্রভৃতিতে তারা অংশ নিত। একবার চড়ক পুজোর সময় জনৈক পর্তুগীজ চড়ক গাছে কেমন চমৎকার দোল খাচ্ছিল, শ্রীমতী ইউস্টেস কেরী তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন; লিখেছেন, "I shall never forget the performance of a Portuguese." (Eustace Carey : A Missionary in India—A Memoir of Mr. Eustace Carey. 1857, p. 229, London).

কিন্তু ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে পর্তুগীজ বা পর্তুগীজ বংশজাত বা দেশীয় রমণীর গর্ভজাত ইংরেজ সন্তান অস্পৃশ্য হয়ে গেল জীবিকার ক্ষেত্রে। এই বৎসর মার্চ মাসে এক আদেশ বলে এদের বিলেত গিয়ে লেখাপড়া শেখার সুবিধা কেড়ে

নেওয়া হোল। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে আর এক আদেশ বলে স্থল ও নৌবাহিনীতে তাদের যোগদান নিষিদ্ধ হোল। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে আইনটি একটু সংশোধিত হোল। ফৌজে সৈন্য হতে পারবে না, তবে বংশীবাদক, ড্রাম-বাদক হতে বাধা নেই (fifer, drummer, ও bandsman)। মুন্সেফ, সদর-আমীনের মত কোন সম্মানজনক পদ তারা পাবে না।

বিপদের সময় সবাই সদাশয় হয়। ইংরেজরাও হল। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে মারাঠা, মহীশূরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাদের কোম্পানীর সিপাইদলে ঢুকবার অনুমতি দেওয়া হল। যারা মারাঠা ও মহীশূর বাহিনীতে চাকরী করত, তাদের ডেকে পাঠান হল। সঙ্গে একটি হুমকিও থাকল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না ফিরলে বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত করা হবে। শান্তির সময়ে যারা বিশ্বাসের যোগ্য নয়, বিপদকালে তাদের বিশ্বাসঘাতক হবার ভয়! (Hostages in India—p. 84)।

যুদ্ধের অবসানে পুনর্মূষিক! ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে তাদের বরখাস্ত করা হোল সৈন্যদল থেকে।

বর্ণসংকরদের জীবিকার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হোল ; তবে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালে পর্তুগীজ ও দিনেমাররা চুটিয়ে ব্যবসা করে ; অনেকেই ধনী হয়ে যায়। এই রকম একটা সময়ে সমকালীন পরিবেশের সদ্ব্যবহার করে দ্যরোজিয়ো উপাধিধারী মাইকেল নিজের পরিবারের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করলেন।

তবু বৃত্তিহীন বেকারদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছিল ; কফিখানায়, জুয়ার আড্ডায়, ভাটিখানায় (Tavern) এরা নিষ্কর্মার মত ভিড় জমাত। অসামাজিক কাজে আয়ু ক্ষয় করত। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স বলেছেন, "I have been addressed by venerable fathers with tears in their eyes, complaining that their sons had been ruined in these houses." (Calcutta Gazette—December 11, 1788)।

মাইকেলের সংসার এমন ছিল না। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মৌলালীতে তাঁর বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে ; একটি বাড়ির ঠিকানা বলার সময় নির্দেশ দেওয়া হোল, এই গৃহ দ্যরোজিয়ো গৃহের সম্মুখে। (Good Old Days of John Company.—W. H. Carey. 1882. p. 144). এই বাড়ির উল্লেখ মেজর স্কালহমের লেখা 'Map of Calcutta and Its Environs' (1825) গ্রন্থে দেখছি। দ্যরোজিয়ো পরিবারের মত সবাই ছিল না। আর্থিক দুর্গতিতে এই সব মিশ্র জাতির সন্তানরা বিশেষভাবে ভুগছিল। দরিদ্র বলে তাদের জন্য বহু নিন্দা কুৎসা জমা ছিল। একজন সংবাদপত্রে লিখলেন, "they are constitutionally amorous and sedate and somewhat addicted to indolence..." (Sketches in India—W. Higgins. Scotsman in the East, 2 July, 1825)।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জীবন লিখতে বসে এ যুগের লেখকরাও এই ভুল করেন। সমাজবিজ্ঞানীর অনুসন্ধান আর একটু গভীরে গেলে সত্য ধরা পড়ত।

কর্নওয়ালিস-পূর্ব কলকাতার ইংরেজ জীবন নিয়ে ইংরেজ লেখকরাই তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। "English in India lagged far behind their brethren in England as regards morality". এই লেখকের মতে "Christianity was looked down upon by the natives of the Hindusthan only as another name for irreligion and immorality." (Calcutta Review, Vol. I, 1843, p. 292)। ঐতিহাসিকরা এদের সাদা নবাব বলে বিদ্রূপ করেছেন।

ইংরেজরা খাস ইংলণ্ডেই কি খুব উন্নত চরিত্রের ছিল? অন্যদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলাম। রাজবংশের বিবরণ পড়া যাক। রাজা জর্জ ছিলেন অন্ধ, কালা ও বুদ্ধিহীন—এক কথায় একটি পরিপূর্ণ অপদার্থ। তাঁর গুণধর পুত্র ডিউক অব ক্লেয়ারেন্সের এক রক্ষিতা ছিল। এই রক্ষিতা তাঁর বাণিজ্যদ্বারা যে অর্থ রোজগার করতেন, ঐ ডিউক তার ভাগ পেতেন। রাজার আদরের পুত্র ডিউক অব ইয়র্ক পিছিয়ে ছিলেন না; তাঁর রক্ষিতাও একই উপায়ে বহু অর্থ রোজগার করে তাঁর হাতে তুলে দিতেন। এই ডিউক অব ইয়র্ক ছিলেন ইংলণ্ডেশ্বরের প্রধান সেনাপতি। এ সব কাহিনী শুনিয়েছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এলী হালেবী (Elie Halevy) তাঁর ইংরেজ জনসাধারণের ইতিহাস গ্রন্থে। (History of English People—Penguin Edition, 1937) দেশে যাঁরা এতটা সৎ, ভারতবর্ষে তাঁরা আর কতখানি উন্নত থাকতে পারেন!

"The peasants fled to the jungle—not from British troops, but from the face of a British merchant; and traversing the country in state, whole villages were deserted when a European was coming along the road. (British Rule in India—Harriet Martineau. London 1857, p. 108)।

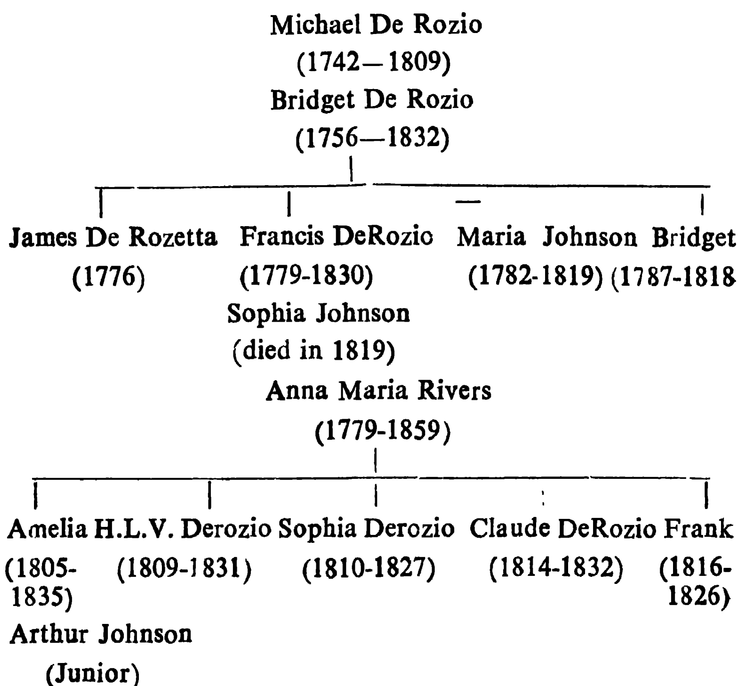
লর্ড মেকলে প্রায় একই কথা বলেছেন, "The palanquin of the English traveller was often carried through silent villages and towns." (Historical Essays. Lord Clive—T. B. Macaulay.)

ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "The first English conqueror had been more rapacious and merciless even than the Marhattas." (Warren Hastings—T. B. Macaulay. p. 453) হায় মারাঠা! পর্তুগীজরা আর্থিক কারণে শুধু নয়, রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এখন তাদের পক্ষে প্রধান দায়িত্ব দাঁড়াল বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। কলকাতায় দ্যরোজিয়ো পরিবার কোথা

থেকে এসেছিলেন? ব্যাণ্ডেল, না গোয়া, না ট্রাঙকুবার—তা আজ বলার উপায় নেই।

ঠাকুরদাদা মাইকেল পরিশ্রমলব্ধ অর্থে স্থিতিশীল একটি পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বিষয়ে লিখিতভাবে দুটি খবর পাওয়া গেছে। প্রথমবার তাঁর উল্লেখ পাই—১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের Bengal Directory-তে। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে "A Portuguese Merchant and Agent". দ্বিতীয়বার তাঁর সংবাদ পাই ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে; সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে "A Native Protestant". "A Portuguese Merchant" থেকে "A Native Protestant" নিঃসন্দেহে অনেকটা অগ্রগতি।

জে. জে. এ. কাম্পোজ পর্তুগীজ-ইতিহাসের একজন পরিশ্রমী গবেষক; তিনি ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে দ্যরোজিয়ো পরিবারের একটি বংশ-লতিকা তৈরি করেছিলেন; আমরা এটি এখানে যথাযথ তুলে দিলাম—



এই বংশ-লতিকা খুব সম্ভব গ্রাহ্য হবার মত নয়। এমেলিয়া হেনরির বড়ো ছিলেন না, ছোটো ছিলেন। সোফিয়া ছোটবোন সম্ভবত নয়। আবার ফ্রাঙ্ক আর ক্লদের জন্ম তারিখ নিয়েও গণ্ডগোল আছে। ফ্রাঙ্ক সম্ভবত হেনরি থেকে বয়সে বড়ো; আর ক্লদ যে ছোটো ছিলেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মাইকেলের সন্তানেরা সবাই শিক্ষিত ছিলেন ; বড়ো ছেলে জেমস 'বোর্ড অব রেভিনিউ'তে কাজ করতেন। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে যে নতুন আইন জারী হয়, তার ফলে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে তিনি কর্মচ্যুত হন। তাঁর পরবর্তী ইতিহাস আমাদের অজ্ঞানা। দ্বিতীয় পুত্র হলেন ফ্রান্সিস ; তাঁর ভাগ্য ভালো যে তিনি সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করার সুযোগ পান নি। তাই তিনি বেসরকারী সওদাগরী অফিসে চাকরী নেন। জেমস স্কট এণ্ড কোম্পানীতে চাকরী। এবং বেশ প্রতিপত্তির সঙ্গেই চাকরী করতেন। পরিবারের মধ্যে তিনিই ছিলেন দীর্ঘতম আয়ুর অধিকারী।

ফ্রান্সিস ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে বিয়ে করেন। পাত্রী হলেন সোফিয়া জনসন। আর্থার জনসন নামে এক নীলকরের তিনি ছিলেন সহোদরা ; এই আর্থার জনসনের সঙ্গে আমাদের গল্পের নায়ক হেনরির জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় জড়িয়ে আছে। এই কারণে তাঁর সম্বন্ধে খানিকটা কৌতূহল পোষণ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

তিনি হাম্পশায়ারে রিংউডে (Ringwood) জন্মেছিলেন ; জন্ম ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে নৌ-বিভাগের চাকরী সূত্রে এদেশে আসেন। সঙ্গে ছিলেন বোন সোফিয়া। হেনরির মা হলেন এই ভদ্রমহিলা। সোফিয়ার গর্ভেই ফ্রান্সিসের সব কয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। 'সেণ্টিনারী রিভিউ'-এ যে-বংশলতিকা ছাপা হয়েছে, আমরা তার সঙ্গে একমত নই। এডওয়ার্ডস্ প্রদত্ত বংশলতিকা বরং নির্ভরযোগ্য। জীবনীকার এডওয়ার্ডস বলেছেন, বড়ো ছেলের নাম ফ্রাঙ্ক ; কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ক্লদ। আর এমেলিয়া হোল হেনরির ছোট। এই দুই বয়ঃকনিষ্ঠ ভাইবোন হেনরির বিশেষ প্রিয় ছিল।

পিতা ফ্রান্সিসের পত্নী বিয়োগ ঘটে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ; তার পূর্বে হেনরি ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছেন। সম্ভবত বৃদ্ধা মাতার অনুরোধে এবং এতগুলি শিশুসন্তান লালনপালন করার দায় বহন করার জন্য ফ্রান্সিস আবার বিয়ে করেন। এবারও পাত্রী ইংরেজকন্যা, নাম এ্যানা মারিয়া রিভার্স। এঁর কোন পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় না ; তবে ইনি সম্ভবত স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে। যেহেতু কলকাতায় তখন স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য এবং এডিনবরাকে তখন বলা হোত, "The flesh market for Indian marriage mart." (Historical and Topographical Sketch of Calcutta—James Rainey. Calcutta 1875. P. 84)। তবে আমরা যে তাঁকে স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে বলেছি শুধু একটি কারণে নয়। হেনরির পরিবারে স্কটল্যাণ্ডের প্রভাব নানা দিক থেকে পড়েছিল ; তার মধ্যে একটি সম্ভবত এ্যানা মারিয়া রিভার্সের উপস্থিতি।

এ্যানা মারিয়া খুবই স্নেহময়ী ; তাঁর নিজের কোন সন্তান হয় নি। কিন্তু ফ্রান্সিসের প্রথম পত্নীর সন্তানগুলিকে তিনি মাতৃস্নেহে মানুষ করে তোলেন।

আর্থার জনসনেরও স্ত্রীবিয়োগ ঘটল ; যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন, ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। সম্ভবত তারিখটি নির্ভুল নয়। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে ৮ই জুলাই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। (East Indian Register and Directory, 1819)। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিয়ে করলেন। এবার পাত্রী ফ্রান্সিসের বোন ব্রিজেট। ফলে ভাগলপুরের আর্থার জনসন হেনরির একই সঙ্গে মামা এবং পিসেমশাই। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে আর্থারের মৃত্যু হয় ; ভাগলপুরের কবরখানায় তাঁর কবর আছে। ফ্রান্সিসের দ্বিতীয় সন্তান হেনরি ; প্রথম সন্তান হোল ফ্রাঙ্ক। কনিষ্ঠ সন্তান হোল ক্লড বা ক্লডিয়াস। প্রথমে ক্লডের কাহিনী বলে নিই। জনৈক গবেষক লিখেছেন, "ভাই হেনরির মৃত্যুর পর সে লেখাপড়া শিখতে বিদেশযাত্রী হয়েছিল।" (ডিরোজিওর শেষ ইচ্ছাপত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩২৩, পৃ-৮২)। সম্ভবত এই খবরটিও যথার্থ নয়। ক্লড হেনরির জীবৎকালেই স্কটল্যাণ্ডে যায়। তাঁর বাবা ফ্রান্সিস তাঁকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। শিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার তখন খুব চলন ছিল না। তাই বোধ হয় সমালোচনা কিছু শুনতে হয়েছিল।

হিন্দু কলেজে যোগ দেবার দুই-চার মাস পরে হেনরি ছোট ভাইকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা লেখেন ; কবিতার সঙ্গে ছিল একটি নিবন্ধ। এই নিবন্ধটি যেন একটি কৈফিয়ৎ, 'apology'.

হিন্দু কলেজ তার পুরনো খোলস ঝেড়ে ফেলছে, কিন্তু পরিবর্তন তখনও চোখে পড়ার মত হয় নি। হেনরি তাই লিখলেন, "Who has been in the habit of looking about the schools in Calcutta, and enquiring what improvement is made by youth in this country both in a moral and intellectual view—who, I ask, is there, that will deny that Education in India is in a very backward state ?" (Calcutta Monthly Journal, Torn out Leaves of a Scrap Book, 1826, August).

অকৃতজ্ঞ তিনি নন ; তাঁর মনে আছে ড্রামণ্ডের তুল্য শিক্ষকও এদেশে শিক্ষাদান করেছেন। তবু বললেন, "But their single exertions for want of support have either dwindled away into nothing or produced but slight effects." এই সময়ে ড্রামণ্ড স্বাস্থ্যের কারণে ছুটি নিয়ে ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্কুলের অবস্থা তখন নড়বড়ে। তাই হেনরি লিখছেন, "No parent (how patriotic soever he might be) would educate his children in India merely to try the experiment in improving the tone of education here thereby." উন্নততর শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে বিদেশে পাঠান অযৌক্তিক নয়।

তারপর তিনি যা লিখলেন, সে-যুগে একমাত্র তিনিই তা লিখতে পারেন—সতের বৎসরের ফিরিঙ্গী কিশোর নিজের স্বারূপ্য যথার্থ চিনেছেন।

"I was born in India and have been bred here; I am proud to acknowledge my country, and to do my best in her service, but even love of country shall not hinder me from expressing what I believe to be right."

'Poems'-এ আছে 'Harp of India'; 'The Faqueer of Jungheira'-তে আছে 'To India, My Nativeland'. —এগুলির কোনটিই কবির আকস্মিক ভাবালুতা বা অতিশয়োক্তি নয়।

চিঠিতে আরও কিছু খবর আছে, সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্কটল্যাণ্ড তখন কারিগরী শিক্ষা, তৎসহ নব্যশিক্ষার কেন্দ্রস্থল। ছোট ভাইটিকে পাঠান হয়েছিল প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত হবার জন্য – যে-শিক্ষা তখন এখানে বসে অর্জন করা সম্ভব ছিল না। Mechanics Institute আরও পরে দেখা দেবে। এই নিবন্ধের উপসংহার টেনেছেন একটি কবিতা দিয়ে, কবিতাটির নাম 'To My Brother in Scotland.' বিচ্ছেদকাতর স্নেহময় বড়ো ভাই-এর মনটি এখানে ধরা পড়েছে। যাঁরা হেনরির পারিবারিক জীবন নিয়ে কুৎসা রটিয়েছেন, তাঁরা এটি পড়ে দেখতে পারেন।

দূর সমুদ্রের পরপারে, এক দূরতর দেশে তুমি আছো। তোমার জন্য দেবদূত আমার বুক থেকে শত সহস্র শুভ কামনা বহন করে নিয়ে যাক।

তোমার দুটি চোখের দৃষ্টি আনন্দস্নিগ্ধ; তোমার হাসিটি উজ্জ্বল, তোমার প্রতিটি বাক্য আনন্দে টলটল করে। ওহো, তোমার ছোট বুক সর্বদা হালকা, পলকের জন্যও কোন বিষাদ সেখানে বাসা বাঁধতে পারে না।

তোমার জীবন যেন অরুণ কিরণ মালার মত খুসিতে-হাসিতে ঝলসিত হয়। তবে তাই হোক, তাই হোক, হে আমার একান্ত প্রিয় ও আপন ছোট্ট ভাইটি।

সব কিছু শুভ হবে, মঙ্গলময় হবে। সব দুর্ভাবনা দূরে থাকুক, শুধু টিকে থাকুক শুভ কামনা। সুনীল অনন্ত জলধি পার হয়ে আমার শুভইচ্ছা শতসহস্র ধারায় তোমার পানে ধাবিত হোক।

এই কবিতার কোন ছত্রে ঈশ্বরের নামগন্ধ নেই। এই প্রিয় ভাইটির সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয় নি। হেনরির মৃত্যুর পর সে দেশে ফিরে আসে; কিছু পূর্বে বাবা ফ্রান্সিসও মারা গেছেন। সম্ভবত বিদেশে তাঁর শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা আর সম্ভব ছিল না। তবে ক্লদ দীর্ঘজীবী হয় নি।

ফ্রান্সিসের বড়ো ছেলে ফ্রাঙ্ক ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে আত্মঘাতী হন। এডওয়ার্ডস বলেছেন, তিনি সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। তখনকার কলকাতায় দেশীয় সুরশিল্পীর

কোন ভবিষ্যৎ ছিল না। শীতের সময় মৌসুমী পাখির মতো ইতালী, জার্মানী ও ব্রিটেন থেকে বহু সুরশিল্পী কলকাতায় এসে আসর বসাতেন; মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করে বাড়ি ফিরতেন। হতাশা-পীড়িত হয়েই ফ্রান্ক আত্মঘাতী হন। ফ্রাঙ্কের আত্মঘাতী হবার প্রত্যক্ষ কোন চিহ্ন আজ নেই। একটি অপ্রত্যক্ষ চিহ্ন আছে। এই বৎসর এপ্রিল মাসে হেনরি 'Dust' নামে একটি কবিতা লেখেন। কেউ কেউ বলেছেন, কবিতাটি সৌখীন দুঃখবাদে পূর্ণ, বাইরনী প্রভাবজাত। কিন্তু একটু বাজিয়ে দেখলে টের পাওয়া যায়, কী ব্যক্তিগত ব্যথা এই কবিতার প্রতি ছত্রে স্থান পেয়েছে, মৃত ভাই-এর হাতের বেহালাখানা যেন এখানে কঁকিয়ে উঠেছে।

Julian and I walked forth, and soon we came
Unto the tomb of a son of high fame;
The marble told his deeds, his years and name,
Struck with his greatness, and the sounding praise.
That was bestowed upon him, so began,
Almost to envy him the race he ran.
Man is a noble work, the wiseman says,
And so said I; but Julian stopped and took
Some dust up in her hand, bade me look
Upon it well, and then she cried, see, this is man!

(April, 1827)

বিনা কারণে কভু কি বুক ফেটে চৌচির হতে চায়! ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সিসের মৃত্যু হয়। তখনও তাঁর মা বেঁচে।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে হেনরির শিক্ষাপর্ব শেষ হয়ে গেছে। চাকরী-জীবনও প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

হেনরি হলেন ফ্রান্সিসের দ্বিতীয় সন্তান; তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে গোলযোগের আর অন্ত নেই, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত বিভ্রান্তির মাত্রা বাড়িয়েছেন।

প্রথম ভুল করেছেন হেনরীর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস। এডওয়ার্ডস হেনরির গুণগ্রাহী, তথ্য সংগ্রহে পরিশ্রমকাতর নন। পরবর্তী গবেষকদের তিনি নমস্য। তিনি যখন ঐ বই লিখতে উদ্যোগী হন, তখন 'দ্যারোজিয়ান' নামে খ্যাত একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি জীবিত ছিলেন; জীবিত ছিলেন কৃষ্ণমোহন ও রামতনু। এঁদের কাছ থেকে তিনি বহু তথ্য জেনেছেন। বিশেষ করে হেনরির ব্যক্তিগত জীবনের নানা গল্প। অথচ হেনরির জন্মতারিখটি তিনিই ভুল দিয়েছেন; তাঁর ভুল বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসেও প্রভুত্ব করেছে। এডওয়ার্ডস-এর গ্রন্থ ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে

প্রকাশিত হয়, আর ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতা দিয়েছেন ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে। রমেশবাবু একটি ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে আর একটি ভুল তথ্যের জন্ম দিলেন; দ্যরোজিয়োর জন্মতারিখ বললেন ১৮ই এপ্রিল ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ। হেনরির মৃত্যুর তিন বৎসর পর থেকেই জন্ম-মৃত্যু তারিখ নিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশনা শুরু হয়। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে 'Calcutta Quarterly Magazine and Review'-এ বলা হোল, জন্ম তারিখ ১৮ই এপ্রিল, ১৮০৯; কিন্তু মৃত্যু তারিখ ২৩-এ ডিসেম্বর, ১৮৩১ বলা হোল। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে 'Oriental Magazine'-এর জন্ম তারিখ ১০ এপ্রিল, মৃত্যু ২৩ ডিসেম্বর। 'Bengal Obituary' (Holmes & Co., 39 Cossitollah, Calcutta, 1848)-তে এই দুটি ভুলই সাদরে গৃহীত হয়েছে। 'Bengal Obituary' থেকেই এডওয়ার্ডস সম্ভবত জন্ম-মৃত্যু তারিখ নিয়েছিলেন।

ই. ডাবল্যু. ম্যাজ (E. W. Madge) দ্যরোজিয়ো-গবেষণার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি; কিন্তু তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত নানা পুস্তিকায় নানারকম তথ্য আছে। 'East Indian Worthies' (1892) গ্রন্থের যুগ্ম লেখক তিনি; এখানে জন্মতারিখ ১০ এপ্রিল, মৃত্যু তারিখ ২৬ ডিসেম্বর। Park Stret Cemetrics—Handbook of Principal Monuments (1911) গ্রন্থের তিনি সহলেখক; মৃত্যু তারিখ এ বইতে বলা হোল, ২৩-এ ডিসেম্বর ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ। তাঁর দ্যরোজিয়ো সম্পর্কীয় বক্তৃতা, (1904) যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়—"Derozio, the Eurasian Poet and Reformer"-নামে, সেখানে তিনি সব ভুল সংশোধন করে নিয়েছেন।

দ্যরোজিয়োর প্রথম কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেন এ. আরাতুন (Arratoon)। তিনি দুটি তারিখ ভুল দিয়েছেন। তাঁর সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে। দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশ করেন বি. বি. শাহ (1907), তাঁর অবস্থাও একই রকম। তৃতীয় সংকলন প্রকাশ করেন এফ. বি. ব্রাডলি বার্ট (1923)। তিনি জন্ম তারিখ দিলেন—১৮ এপ্রিল, ১৮০৯; মৃত্যু তারিখ দিলেন ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩১।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ-এ' দ্যরোজিয়োর মৃত্যু তারিখ দিলেন ২৪ ডিসেম্বর। (পৃ-১০৬)। Calcutta Faces and Places in Pre-Camera days—Part I (1910) গ্রন্থে উইলমট কর্ণফিল্ড ভুল তারিখ দেন। সি. ই. বাকল্যাণ্ড—তাঁর 'Dictionary of Indian Biography'-তে (1906) একই ভুল করলেন। টি. পি. ম্যানুয়েল তাঁর 'The Poetry of Indian Poets'-এও একই ভুল। এ-যুগে কৃষ্ণমোহন-জীবনীকার থেকে শুরু করে যোগেশচন্দ্র বাগল, সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ—কেউ এই জাতীয় ভুলের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। নবীনতর

গবেষক শ্রীনিমাইসাধন বসু বা শংকর ঘোষ পুরনো ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে ইতস্তত করেন নি।

হেনরির জন্ম তারিখ সঠিক জানা যাচ্ছে Calcutta Gazette-এর এই বিজ্ঞপ্তিটিতে:

1809, 26 April—On the 18th instant Mrs. Francis Derozio, a son.

সম্প্রতি পীযূষকান্তি রায় সেণ্ট জন চার্চের নথিপত্র ঘেটে ঐ তারিখটির সমর্থনসূচক একটি তথ্য দিয়েছেন।

Christenings at Calcutta Fort William in Bengal A.D. 1809

Date of Baptism	Name and Age of the Baptised	Name and Stationing of Parents	By whom where Baptised
1809 August 12th	Henry Louis Vivian born 18th April, 1809	Francis Derozario and Sophia, his wife.	The Rev. James Ward D.D. Junior Chaplain at the Presidency of Fort William

(কলকাতা পুরশ্রী, ৫ম বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১১ ডিসেম্বর, ১৯১৩)

মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধেও Calcutta Gazette-এর বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করা যাক—

Deaths-At Calcutta on the 26th December, Henry Louis Vivian Derozio-Esq.

অজস্র সমসাময়িক পত্রপত্রিকার কাছ থেকে এর সমর্থনে সংবাদ উদ্ধৃত করা যায়। যে পত্রিকা তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল না, কেবল তার সংবাদটি উদাহৃত করছি—

Mr. H. L. V. Derozio, the enterprising and able editor of the East Indian, died of cholera. Very generally and deeply lamented" (John Bull, 26 December, 1831), জন বুল-এ ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের Summary Transactions-এও খবরটি আছে "December 26, Mr. H. L. V. Derozio, the enterprising and the energetic editor of the East Indian, died of Cholera, very generally and deeply lamented." এ-ছাড়া ড্রামণ্ড বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি বারবার কৃতিত্ব দেখান; সে সব বিবরণ কাগজে প্রকাশিত হবার সময় ছাত্রের বয়স উল্লিখিত হোত। সেই তথ্য তাঁর জন্মবর্ষ নির্ণয়েও সাহায্য করতে পারে।

হেনরিকে খ্রীস্টধর্মে শুদ্ধ করা হোল ১২ আগস্ট অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স চার মাস ২৪ দিন। দীক্ষাদাতা রেভারেণ্ড জেমস ওয়ার্ড।

হেনরি কলকাতার অভিজাত পাড়ায় বাস করতেন না ; তবে পনের বিশ মিনিটের মধ্যে চৌরঙ্গী পাড়ায় পৌঁছে যাওয়া যেত। তখন ধর্মতলা-ঘেঁষা এণ্টালী অঞ্চল অত্যন্ত নোংরা ছিল ; রাস্তাঘাট কাঁচা, খোলা নর্দমা। ক্রীকনালা তাঁর গৃহের সম্মুখ দিয়েই অভিজাত পল্লীর ময়লা বহন করে চলত।

লটারী কমিটি কয়েকটি বড়ো রাস্তা তৈরি করে ; তাতে ইউরোপীয় পল্লীর উন্নতি হোল। এবং পার্থক্যটা প্রবল হল। একটি পত্রিকায় পাচ্ছি—

"In the former one, there are fine large roads intersecting one another, and constantly filled with chariots, horses, elephants, palanquins of various notions, differing almost in every respect." (Asiatic Journal, 1822, Oct. 3. p. 393)।

আবার একজন সাংবাদিক লিখছেন—"The town-lungs ulcerated to the core, in the deep and dirty drains along the Cossitollah, the Bowbazar and the Durrumtollah—three of the greatest thoroughfares in the Town." (Calcutta Monthly Journal, 1825, July)।

১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা উন্নয়নের জন্য লটারী কমিটির উদ্যোগে প্রথম লটারী শুরু হয় (Calcutta Gazette, 9 February, 1809)। হেনরির জন্মের তিন মাস পূর্বে। উন্নয়নের কাজকর্ম তিনি শৈশব থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। নগর-পরিচালনার দায়িত্ব ছিল কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের উপর। বাড়ি, ব্যবসা, সম্পত্তির আয় বা মূল্য অনুসারে ট্যাক্স ধার্য করার নীতি ছিল না। কাজেই নগর উন্নয়নের দায় সাধারণ মানুষের কাঁধের ওপর পড়ল ; আর তার আশীর্বাদ অভিজাত ধনীদের ভাগে জমা হল। হেনরির পল্লী ছিল মিশ্র পল্লী ; বর্ণসংকরদের পাশাপাশি দেশীয় লোকরাও বসবাস করত। তাই বাল্য বয়স থেকে এদের সঙ্গে বামুনপুকুর বস্তীর পুকুরে (এখন যার নাম হাজি মহম্মদ মহসীন স্কোয়ার) সাঁতার কাটতেন। কাছেই ময়দান। সেখানে ক্রিকেট খেলতে যেতেন। ক্রিকেট খেলা কলকাতায় ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রচলিত হয় (Calcutta Directory, 1804)। অভিজাত পল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে হেনরি এক স্বতন্ত্র মানসিকতার অধিকারী হতে পারলেন। খুব অল্প বয়সেই তাঁকে স্কুলে ভর্তি করা হয়। মা ও বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলা একাডেমীতে ভর্তি করে দিয়ে এলেন।

কলকাতায় ইংরেজী ভাষা শেখার কদর বেশ কিছুদিন ধরে দেখা দিয়েছে। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ থেকে সদর দেওয়ানী আদালত কলকাতায় তুলে

আনার পর থেকে ইংরেজী শেখার আগ্রহ বেড়ে যায়। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দেই বিজ্ঞাপন দেখছি, একটি প্রাইভেট বোর্ডিং স্কুলের ; এই বিদ্যায়তনের সঙ্গে ফরাসী, ইংরেজ শিক্ষক যুক্ত আছেন। (Calcutta Gazette, 1784, 24 June) এ বিদ্যালয় কতদিন স্থায়ী হয়েছিল তা জানি না।

ইংরেজী শিক্ষার আদিযুগে ব্যক্তিগত শিক্ষার (individual instruction) প্রাধান্য ; প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার (institutional instruction) চাহিদা পরে দেখা দেবে।

শহরে বৈষয়িক জীবনের মত সাংস্কৃতিক জীবনেও সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া প্রবল। কলকাতার প্রতিটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে একজন করে বাঁধা শিক্ষক ছিলেন, মার্টিনবোউল শীলদের গৃহশিক্ষক ছিলেন ; উদিতচরণ সেন মল্লিকদের গৃহ শিক্ষক। এ যুগে শিক্ষক হিসাবে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর ডেভিড হেয়ার জীবনী গ্রন্থে অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রায় সকলেই পরিবার বিশেষের শিক্ষক। (Life of David Hare—P. C. Mitra. p-4). সামন্ততন্ত্রে বংশকৌলীন্য রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষক নিয়োগ করা হোত। সাধারণত কিছু ইংরেজী প্রতিশব্দ মুখস্থ করানোই ছিল এসব শিক্ষকের প্রধান কাজ। এ-যুগে 'drafting' (মৌলিক মুসাবিদা) অপেক্ষা 'copying' (নকল করা) প্রাধান্য পেত। Thomas Dychcs-এর লেখা Spelling Book, School Master (word-book) ছিল এই কাজের সহায়ক। ব্যাকরণ বা অভিধান ব্যবহার পরবর্তী ঘটনা।

প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষাদান ব্যবস্থার আদি উদাহরণ হোল ফ্যারেলের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের নাম Calcutta Academy ; ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়। শুধু ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করানো এদের উদ্দেশ্য ছিল না। তখনকার প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে নানা বিষয়ে পাঠ দান হোত ; হিসাবশাস্ত্র (Theory of Book-Keeping), নৌ-বিদ্যা (Theory of Navigation) পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল। তখন কেরানী ও নাবিকের চাহিদা সমান সমান ছিল।

ঊনিশ শতকের সূচনা থেকেই ছোটখাটো চাকরীর সুযোগ বাড়ছিল, বিভিন্ন সওদাগরী দপ্তরে (House), নীলকুঠিতে ইংরেজী-জানা কেরানী বা হিসাব রক্ষকের চাহিদা বাড়ছিল। বহুলোক এক সঙ্গে বসে কাজ করে। এর ফলে জাত-পাতের বিচার প্রধান হোত না। এতে সামন্ততন্ত্রীয় মূল্যবোধ আঘাত পেত। জীবিকার ক্ষেত্রে যৌথ বা সম্মিলিত জীবন (Corporate life) দেখা দিল। প্রয়োজন বড় সাম্য প্রচারক। বংশকৌলীন্য ভেঙ্গে সব জাতের ছেলেমেয়ে একত্রে বিদ্যাচর্চা শুরু করল। এইভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত হোল। উপনিবেশী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হোল। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে Wallace's Academy প্রতিষ্ঠিত হল। এখানে ইউরোপীয়, ইস্ট ইণ্ডিয়ানদের পাশে ভারতীয় ছাত্রদের বিদ্যার্জনের সুযোগ দেওয়া হল। ওয়ালেস

ছিলেন সরকারী চাকুরে; তিনি সেই সরকারী চাকুরী ছেড়ে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করলেন। টেলিগ্রাফ ছাপাখানা থেকে 'The Calcutta Magazine and Oriental Miscellany' নামে যে পত্রিকা বের হোত, তিনি ছিলেন তার প্রেরণা। নিজেও ঐ পত্রিকায় প্রাচ্য দেশের নানা বিষয় নিয়ে বহু নিবন্ধ লিখেছেন। (Bengal Hurkaru, September 11, 1828)।

একই সময়ে গড়ে উঠল হাটম্যানের (Huttemann) বিদ্যালয়—বৈঠকখানা পল্লীতে। তিনি প্রাচীন ভাষা ল্যাটিন শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব দিতেন, ব্যবহারিক শিক্ষার উপর ততটা নয়। জি. এস. হাটম্যান নিজে ছিলেন একজন সৌখীন ব্যক্তি।

এই সময়ে স্কটল্যাণ্ড থেকে এসে পৌঁছুলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি, নাম ডেভিড ড্রামণ্ড। প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার জগতে তিনি এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। বহরমপুর ঘুরে কলকাতায় এসে অচিরকালের মধ্যেই নিজেকে তিনি নতুন যুগের শিক্ষকশ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

তাঁর বিদ্যালয়ে নানা সমাজের শিক্ষার্থীর সমাবেশ ঘটেছিল। আর পর্তুগীজ বংশ-উদ্ভূত হেনরী এখানে প্রায় নয় বৎসর বিদ্যাভ্যাস করে নিজেকে অকৃত্রিম ভারতীয় বলে চিনতে পারবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুরু ডেভিড ড্রামণ্ড : ছাত্র হেনরি

হিন্দু কলেজ তখনও নতুন রূপ পায় নি। সেই সময়ে কলকাতার শিক্ষা-জগতে ড্রামণ্ড ছিলেন নেতা। তাঁর শিক্ষার সার সত্যটুকু বয়ে নিয়ে গেছেন আমাদের এই কাহিনীর নায়ক। ড্রামণ্ড প্রত্যক্ষত হেনরি দ্যরোজিয়োর শিক্ষক, পরোক্ষত নব্য বাংলার শিক্ষাসত্র।

ড্রামণ্ডের বাড়ি স্কটল্যাণ্ডের ফাইপশায়ারে, লিডেন নদীর তীরে। বাবা ছিলেন পাদরী. তবে প্রচলিত গির্জাতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ছিল। ছেলে বাবার কাছ থেকে প্রশ্ন করার সাহস পেয়েছিলেন।

ড্রামণ্ডরা ছিলেন চার ভাই, তিন বোন।

ড্রামণ্ডের জন্ম ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে। হেনরির জীবনী লেখক বলেছেন ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু সমাধিলিপির বক্তব্যের সঙ্গে এ তারিখ মেলে না।

তিনি কেন স্বদেশ ছাড়লেন? শুধু ভাগ্য অন্বেষণে? তখন অনেকেই ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য সম্পদের কথা শুনে জাহাজে চেপে বসতেন। এডওয়ার্ডস বলেন, বাবার সঙ্গে মতান্তরের ফলে গৃহত্যাগ। কিন্তু তার বাবা তো নিজেই প্রচলিত গির্জাতন্ত্র মানতেন না। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ২২-এ জানুয়ারী তিনি স্কট-ল্যাণ্ড থেকে লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন; উঠেছিলেন ভগ্নীপতি মিঃ কারমাইকেলের গৃহে। লণ্ডন-ত্যাগের মুখে কোন এক ভাই-এর সঙ্গে তাঁর খুব চটাচটি হয়। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে জুন সংখ্যা ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিনে (Oriental Magazine, 1843, June) 'Memoirs of David Drammond' নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঐ স্মৃতিকথার লেখক ড্রামণ্ডের ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে কয়েকটি চিঠি উদ্ধার করেন; তার থেকে একটি ছত্র তুলে দিচ্ছি "True, we did not part like brothers who were very likely to meet again no more." কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

মি. স্মল (Small) নামক এক ভদ্রলোকের সহযোগিতায় তিনি 'নরদামবার-ল্যাণ্ড' জাহাজে চড়ে ২রা জুন পোর্টসমাউথ বন্দর ত্যাগ করলেন। পাঁচ মাস পরে কলকাতায় পৌঁছুলেন। জাহাজের অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত। খালাসী আর যাত্রীদের অসভ্য নোংরা আচরণে তিনি বিরক্ত হন। পথে বই পড়ে সময় কাটাতেন। ভূমধ্যসাগরের একটি বন্দরে তাঁর এক বন্ধু থাকতেন, এসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন। তিনি আসছেন জেনে চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রন করলেন, বললেন সময়াভাবের জন্য নিজে যেতে পারলাম না। অভিমানী ড্রামণ্ড বন্ধুর নিমন্ত্রন রক্ষা করলেন না।

কলকাতায় এসে পূর্ব পরিচিত মিঃ ক্রিস্টির (Christie) গৃহে আশ্রয় নিলেন। ক্রিস্টি ছিলেন ওয়ালেসের স্কুলের একজন শিক্ষক। কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়ে তিনি বহরমপুরে চলে যান। বহরমপুরে তাঁর এক বন্ধুর সমাধি আছে। সৈন্যবিভাগের একজন পদস্থ চাকুরে ছিলেন এই ভদ্রলোক। এই সমাধিস্তম্ভের ওপর তিনি একটি কবিতা লিখলেন ; এটি তাঁর ভারত-দর্শনের মুখবন্ধ।

এদেশ বিলেত নয়, এখানে শোনা যাবে না 'ব্লাকবার্ডের' নরম সুর, শোনা যাবে না ঝরণার কলকল নিনাদ, বা মেষপালকের শৃঙ্গের ধ্বনি, কিম্বা কিষান ছেলের করুণাভরা গান। নদীর তীর কোন কুমারী কন্যার পদশব্দে চকিতচঞ্চল হবে না। তবু এখানে যা আছে তাই কি তুচ্ছ ?

Yet the low Landscape, field and forest, glows
In countless shades of rich, eternal green :
Poruona's wealth from loftiest bough o'er shows
And flora's gems profusely deck each scene.

বহরমপুরের গা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা ; লিডেন নদীর মোহে তুচ্ছ করেন নি গঙ্গাকে। গঙ্গাকে তিনি ভালবাসলেন।

Sages afar ? Who hollow Gunga's stream,
And hymn the praise of Brahma's mystic lore
Ah ! yeild to sober truth tne pleasing dream,
And trace with me the pale, polluted shore.

পুরাণ প্রসঙ্গেও শ্রদ্ধার সুর। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্গতি তাঁকে বিচলিত করেছে।

Grim superstition marches unopposed,
Fierce howling phrensy in the dismal van ;
Each gate of sweet society is closed,
And man immutably, estranged from man.

দূরত্ব দিয়ে নয়, নৈকট্য দিয়ে সমঝোতা ঘটে। সেই কাছে-আসার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটল।

How long, o'er these bright regions of the sun
Shall reign the dreary midnight of the mind ?
How long her course shall pale delusion run,
And time-chained ignorance imbrute mankind ?

মানুষকে মানুষ দূরে ঠেলে দিয়েছে। কবে সেই শুভদিন আসবে, যেদিন তার

সকল দুর্গতির অবসান হবে! যুক্তি ও সত্যের শুদ্ধ কণ্ঠস্বর কবে শুনতে পাবো? এই সুন্দর দেশ কেন চির অবনত থাকবে?

Or must this lovely land for ever bend
Neath every curse—from everywhere debarr'd?

হেনরি লুই ভিভিয়ান দ্যরোজিয়োর কাব্যের প্রত্যক্ষ আদর্শ টমাস মুর; অপ্রত্যক্ষ প্রভাব কার? আর সব বিদেশীর মত তিনিও জানতেন ভারতবাসী গঙ্গায় জীবন্ত সন্তান ছুঁড়ে ফেলে, জীবন্ত স্ত্রীকে মৃত স্বামীর শবদেহের সঙ্গে পুড়িয়ে মারে। তাঁর ভারতে বসে লেখা প্রথম কবিতায় এসব প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু ঘৃণাসহ নয়, ক্ষোভের সঙ্গে, বেদনাবোধের সঙ্গে। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস এই দুর্দিনের অবসান আসন্ন।

Man shall behold a brother's face in man;
And social order social love inspire
Immortal truth the torch of freedom fan;
And patriot's valour guard the eternal fire.

বার্নস-ভক্ত এই নবীন কবির কবিতায় গুরুর উপস্থিতি সুস্পষ্ট। বিশ্বমানবতার মন্ত্র ভ্রামও উচ্চারণ করলেন,—ভারতের মাটিতে মানব-বন্দনার সে-ই হল শুভ মাঙ্গলিক।

বড়ো ভাবনা কোন এক বিশেষকালে যেমন জন্মে, তেমনি বিশেষ একটি স্থানেই জন্মে। এর পিছনে বৈষয়িক জীবনের সহযোগিতা থাকে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে স্কটল্যাণ্ড ছিল এমন একটি দেশ।

বিগত যুগের একজন সেরা ঐতিহাসিকের বক্তব্য এখানে তুলে দিচ্ছি—"দ্রুত শিল্পোন্নয়নে অনেকগুলি সংস্কৃতিকেন্দ্র স্কটল্যাণ্ডে গড়ে উঠল; নরউইচ, বার্মিংহাম, ব্রিস্টল, ম্যাঞ্চেস্টার, বিশেষ করে এডিনবরা। আবির্ভূত হলেন হিউম, ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট, এ্যাডাম স্মিথ। কিন্তু কলকারখানার সংখ্যাধিক্যে স্কটল্যাণ্ডের নিজস্ব প্রতিভা ক্ষুণ্ণ হল না—লোকগীতি, লোকগাথা, আঞ্চলিক উপকথা খুবই সমাদর পেল। আর তার মধ্য থেকে জ্বলে উঠলেন, ফুটে উঠলেন বার্নস। কেলটিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অটুট রেখে বার্নস দেখা দিলেন। যে মুহূর্তে ইংলণ্ডে গীতিকবিতার ঐশ্বর্যময় যুগ স্তিমিত হয়ে আসছিল, সেই সময় স্কটল্যাণ্ডে তার পুনর্জীবন ঘটল।" কথাগুলি বলেছেন লেশলি স্টিফেন।*

স্কটল্যাণ্ড বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রস্থল—এখানে বসে ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট ফরাসী বিপ্লবের জয় কামনা করলেন, এডিনবরায় টম পেইনকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। তাঁর বই-এর বিক্রী স্কটল্যাণ্ড ছাড়িয়ে খাস লণ্ডনেও কম ছিল না। তাঁর গ্রন্থের বহু পঙ্‌ক্তি লোকের মুখে-মুখে ফিরত—"The present age will hereafter merit to the Age of Reason;

* The History of English Thought in the Eighteenth Century.

and the present generation will appear to the future as the Adam of the New World. (Rights of Man—Paine. Book II. p. 167.) একইভাবে বিপ্লবের আদর্শের প্রতি, মানবমুক্তির আদর্শের প্রতি অকম্পিত আস্থা নিয়ে হাজির হলেন কবি টমাস ক্যাম্পবেল ; তাঁর 'Pleasures of Hope' প্রকাশিত হলে একটি মহলে আতঙ্ক সৃষ্টি হল।

স্কটল্যাণ্ডে কেন এই পরিবর্তন দেখা দিল ?

সপ্তদশ শতক পর্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর। কিন্তু অকস্মাৎ অঢেল কয়লা হাতে এসে পড়ায় দ্রুত এগিয়ে চলল তার সমৃদ্ধি। তার সঙ্গে বাড়তি শক্তি জোগাল কলভিনবাদ (Calvinism), যা খ্রীস্টীয় ধর্মজিজ্ঞাসায় যুক্তিবাদ এনে দিল। তদুপরি হল্যাণ্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় (Leyden University) থেকে শিক্ষান্তে ছাত্রেরা যখন স্বদেশে ফিরে আসত, তখন নতুন হাওয়া বইত। মহান বিজ্ঞানী বোয়রহাভে (Boerhaave) ছিলেন ফন হিলমণ্ট (Van Helmont) ফেলো। ইউরোপের অর্ধেক রসায়নবিজ্ঞানীর তিনি ছিলেন গুরু। স্কটল্যাণ্ডে তাঁর প্রভাব বেশি পড়েছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষা কীভাবে হবে, এ ব্যাপারে তাঁর আদর্শই মেনে চলা হত। ইংলণ্ডের অন্যত্র তেমন তাঁর প্রভাব পড়ে নি। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের পঠনপাঠন পুরানো পথে নিশ্চিন্ত মনে চলছিল। ম্যাঞ্চেস্টার, লীডস, বার্মিংহাম, গ্লাসগো বিজ্ঞানচর্চায় নতুন আদর্শে এগিয়ে চলছে। এখানেই নতুন চিন্তানায়ক, কবি ও শিল্পীর জন্ম হোল। (Science in History—J. D. Bernal, Chapter 7).

স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ বেশ কিছুদিন আগেই স্থাপিত হয়েছিল, হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিটের আমলে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দপ্তরে তখন আধিপত্য করতেন হেনরি ডানডাস। তিনি ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। ভারতবর্ষে প্রশাসনের জন্য যে সব আমলা, 'রাইটার' পাঠান হোত, তার মধ্যে একটা বড় অংশ থাকত স্কটল্যাণ্ডের। একবার আটজন রাইটারের মধ্যে তিনজন ছিল স্কটল্যাণ্ডের ছেলে। ডানডাসের পর তাঁর ছেলে লিডেনহল স্ট্রীটে প্রভুত্ব করতেন। তাঁর সময়ও ভারতে স্কটল্যাণ্ডের ছেলেরা বেশি চাকরীর সুযোগ পেয়েছে। তবে তাঁরা কোন ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করেন নি ; বই আনতেন, বই পড়তেন, নিজের ছোট্ট ভূভাগের জন্য গর্ববোধ করতেন ; ঐ টুকুই মাত্র। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ৩০ মার্চ জনবুল (John Bull) পত্রিকায় একটি নিবন্ধ উৎকলিত হয়। লেখক রহস্যভরে লিখেছিলেন ; তবু এই লেখাটি কলকাতায় যে কেন পুনর্মুদ্রিত হল, তা অনুমান করতে হবে। "If you speak to a Scotchman, he overwhelms you with the names of Hume, Smith, and Robertson. Push him still further, and you get Beattie, and Reid and Stewart, and then Campbell, and he

gradually becomes more and more puzzled, unless he escapes by knocking you down with Burns." (London Magazine and Review থেকে উদ্ধৃত। John Bull, 30 March, 1823)।

স্কটল্যাণ্ডের লোক মাত্রেই সংস্কারপন্থী নন, উদার মানবতাবাদী নন। আমরা অন্তত একজন আমলার কথা বলছি, তিনি অবিমিশ্র আমলা নন। ডক্টর জন লিডেন (Leyden) ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের মানুষ; এডিনবরাতে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা; পড়েছিলেন রসায়নশাস্ত্র ও ভিষকশাস্ত্র। কলকাতায় তিনি চিকিৎসক রূপে বেশ কিছুকাল বাস করেছিলেন। দেশীয় ভাষাও শিখেছিলেন। এ দেশের প্রকৃতি তাঁর মনে রোমাণ্টিক আবেগ জাগায়। বেশ কয়েকটি কবিতা লিখলেন, এ দেশের "Grotesque and Savage scenery and sudden peeps of romantic ridges" দেখে। প্রকৃতি ভালো লাগলো, মানুষ নয়। তাঁর মতে 'bulk of the people mean and cringing'। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে 'Poetical Remains' প্রকাশিত হয়। তখন ড্রামণ্ড কলকাতায় এসে গেছেন। কবি হিসাবে, দার্শনিক-শিক্ষক হিসাবে ড্রামণ্ডই স্কটল্যাণ্ডের যথার্থ প্রতিনিধি। তিনি শুধু বই পড়তেন না, বইকে পৌঁছে দিতেন ছাত্রদের কাছে যে ছাত্রসমাজ কেবল ইউরোপীয়দের নিয়ে গঠিত নয়।

নতুন ভাবনা, যা স্কটল্যাণ্ডের সম্পদ্, ড্রামণ্ড কলকাতায় শুধু পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ রাখলেন না, তাকে শিক্ষার বিষয় করে তুললেন। বিশেষ করে হিউম। "David Hume instead of being burnt alive held a high position in the intellectual Society of Edinburgh"—(G. M. Trevelyan) তখন পরিবেশ অনেক পরিবর্তিত। তাই পুড়িয়ে মারা হয় নি। ড্রামণ্ডের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন তাঁরই শিষ্য। ড্রামণ্ড ব্যাখ্যাত তত্ত্বসমূহকে তিনি বিতর্কের বিষয় করবেন, জীবন-যাপনের মন্ত্র করবেন। বহরমপুর থেকে কলকাতায় চলে এলেন; ধর্মতলা একাডেমীর এক সহ-শিক্ষকের পদের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে ১৪ জানুয়ারী ঐ চাকরীর জন্য পরীক্ষা দিতে হোল; এবং সে পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। কথা হোল, স্কুল থেকে তিনি বৎসরে ১৫০ পাউণ্ড বেতন পাবেন, তৎসহ আহার ও বাসস্থান। পড়াতে হবে ভূগোল, হিসাবশাস্ত্র এবং ইংরেজী ব্যাকরণ। বন্ধুকে লেখা এক চিঠি থেকে জানছি: যখন শুনলাম এখানকার একটি বড়ো স্কুলে একজন সহযোগীর দরকার, তখন দরখাস্ত করে বসলাম। ১৪ই জানুয়ারী পরীক্ষা দিয়ে চাকরীটা পেয়েও গেলাম। একটা মোটামুটি নিশ্চিত জীবনের ভরসা পেলাম। প্রচুর অবকাশ, সাহিত্যের নানা শাখায় নিজেকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রভূত সুযোগ। আমার যাত্রা শুভ বলতেই হবে।

এর মধ্যেই আমি বেশ কয়েকজন মাননীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এখন প্রমাণ করতে হবে যে, প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁর স্বদেশের বাইরেও সম্মানিত হতে

পারেন, সমাদৃত হতে পারেন। আর এক চিঠিতে কলকাতার স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের এক চিত্র দিয়েছেন।

আমি কিভাবে জীবন যাপন করি, তা তোমাকে জানাই। ভোর হতে-না-হতেই একটি ভৃত্য অতীব বিনীতভাবে ঘরে এসে ঢোকে, সে আমার গৃহাদি মার্জনা করে। আর একজন প্রায় ক্রীতদাসের ভঙ্গীতে এসে আমার হাতে জল ঢেলে দেয়, আমি হাত মুখ ধুই। সে আমায় জামা কাপড় পরিয়ে দেয়, জুতোর ফিতে পর্যন্ত বেঁধে দেয়। আমার খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু চাইবামাত্র ছুটে আসে। প্রাতঃরাশ শেষ করে স্কুলে যাই। দুপুর দুটো পর্যন্ত স্কুল চলে; এই সময়টা একটানা খাটুনি। বিকেল পাঁচটায় সান্ধ্য ভোজন শেষ করি, তারপর বাইরে যদি যাই, তবে পালকিতে যাই। চারজন কি ছয়জন বেহারা আমার পালকি বইবে। একজন ইউরোপীয় কলকাতায় পায়ে হেঁটে পথ চলছে, তবে আর কথা নেই! ভীষণ অপরাধ! কোটটা ছাড়া আমার সব পোশাক মিহি মসলিনে তৈরি। ধোপায় কেচে দিলে দুধের মত সাদা ধবধবে। এই পোশাক আমি রোজ বদলাই। কেউ কেউ দিনে দু'-চারবার বদলায়। স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন আর বড়ো ভাবনা তখন খুব পরস্পর বিরোধী ছিল না।

ধর্মতলা একাডেমীর অধ্যক্ষ মিঃ ওয়ালেস অকস্মাৎ মিঃ মরিস নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে থিয়েটারের ব্যবসায়ে মেতে উঠলেন। এমন কি নিজের মেয়েকে পর্যন্ত মঞ্চে নামালেন। মিঃ মেজারস তাঁর বন্ধুকে সতর্ক করলেন, কিন্তু ওয়ালেস কোন কথায় কান দিলেন না। একদিন দুজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হোল। ড্রামণ্ড এই কলহের সময়ে নীরব দর্শক থাকলেন। অবশেষে মিঃ ওয়ালেস দশ হাজার টাকার বিনিময়ে স্কুলে তাঁর অংশ বেচে দিতে চাইলেন, এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন দু' বৎসরের জন্য নতুন কোন স্কুল খুলবেন না। মিঃ মেজারস এবার ড্রামণ্ডকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে অংশীদার হ'তে আহ্বান জানালেন। এই ভাঙ্গা-ভাঙ্গির সময়ে ক্রিস্টি মেজারসের সঙ্গে থাকলেন। ফেয়ারলি এণ্ড কোম্পানীতে (Fairlie & Co) মিঃ ক্লার্ক নামে এক ভদ্রলোক কাজ করতেন; ড্রামণ্ডের সঙ্গে এঁ'র পরিচয় ছিল। ড্রামণ্ড ক্লার্কের সহায়তায় ঐ সওদাগরী অফিস থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পেলেন। এইভাবে ধর্মতলা একাডেমীর অন্যতম অংশীদার তিনি হলেন (Oriental Magazine, 1843, June)। লিটরারী গ্লীনারে লিখেছিল মেলভিল স্মিথ কোম্পানী (Melvile Smith & Co) তাঁকে ঋণ দিয়েছিল।

ড্রামণ্ডের জীবনে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হোল। শুধু শিক্ষক নন, শিক্ষা-পরিচালক। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচনা ও তার রূপদানে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা থাকল।

কেউ কেউ দাবী করেছেন সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাকরণ পড়ানো, এবং 'গ্লোব' সহ ভূগোল পড়ানোর রীতি তিনি প্রবর্তন করেন।

বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁর কলকাতার আদি ইতিহাস-গ্রন্থে লিখেছেন, "He was the first person who introduced the study of Grammar, and the uses of globes in the Durrumtollah Academy."

১৮১০ খ্রীস্টাব্দে Murray রচিত ইংরেজী রীডার ও গ্রামার কলকাতায় পৌঁছে গেছে। গ্লোবও বিক্রী হচ্ছে।

তবে একান্ত প্রকরণ পরিচয়-সাধনে ড্রামণ্ড নিবৃত্ত হতেন না। তাঁর পদ্ধতি ছিল মনোবিজ্ঞান সম্মত। তিনি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ল্যাঙ্কাস্টার (Lancaster) পদ্ধতি মানতেন না; একে তিনি বর্বর পদ্ধতি বলে ভাবতেন। তিনি সর্দার পোড়ো পদ্ধতিও (monitor system) পছন্দ করতেন না; ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে হ্যামিলটনের পদ্ধতি তাঁর কাছে সমাদর পেয়েছে। উপরন্তু তিনি পরিচিত ছিলেন সমকালীন জার্মান মনোবিজ্ঞানী হার্বাটের সঙ্গে (Johann Frederich Herbart—1776-1841)। তাঁর ব্যাখ্যাত 'ফ্যাকাল্টি' তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন; মানুষের মনের পট, যার নাম হার্বার্ট দিয়েছিলেন—"apparceptive mass" একদিনে গড়ে উঠে না। এটিকে ড্রামণ্ড মূল্যবান সূত্র বলে মনে করতেন। নানা বৎসরের বিবিধ অভিজ্ঞতা একে গড়ে তোলে। ভাষাজ্ঞান জীবনের অন্যাবিধ জ্ঞান অর্জনের সহযাত্রী। ফ্রেনোলজির (Phrenology) বিরুদ্ধে বিতর্ককালে ড্রামণ্ড এই Faculty Psychology সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এবং এর বিভিন্ন সূত্র তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন। এই সময়ে Whatley-ভাষিত (Richard Whatley—1787-1863) 'Association'-তত্ত্ব গড়ে উঠছে। জ্ঞানের আহরণ হয় খণ্ড খণ্ড ভাবে, কিন্তু সেই খণ্ডগুলি বিভিন্ন প্রকার নৈকট্যের (contiguity) আকর্ষণে পরস্পর মিলিত হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে খুব ভাবনা-চিন্তা চলছে। ড্রামণ্ড তার অনেকটা অংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ফ্রেনোলজির উপরে লেখা গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে।

ড্রামণ্ড যখন স্কুলে যোগ দিলেন, প্রায় সেই সময় হেনরি দ্যারোজিয়ো ধর্মতলা একাডেমিতে ভর্তি হন। অর্থাৎ শিক্ষক ড্রামণ্ডের যোগ্যতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই ফ্রান্সিস তাঁর ছেলেকে এই স্কুলে ভর্তি করে দেন। ওয়ালেসের পরিচালনায় এই বিদ্যালয় তখনই মোটামুটি খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কয়েক মাস পরে হেনরির মা অসুস্থ হন এবং কৃষ্ণনগরের কোন আত্মীয় গৃহে মারা যান। হেনরির ছাত্র-জীবনের প্রথম দুই বৎসরের কোন খবর আমরা পাই না। পাবার কথাও নয়। কারণ ড্রামণ্ড অধিনায়কত্ব নেবার

এবং পরীক্ষা-পদ্ধতি বদলে দেবার পর থেকে এই বিদ্যালয় খবর হতে থাকে। ড্রামণ্ড বার্ষিক পরীক্ষাকে একটি উৎসবে রূপান্তরিত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় এর ফলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অন্তত একটি বিদ্যালয়ের অবস্থা যে খুব কাহিল হয়ে পড়ে, এ খবর আমরা পাচ্ছি। "The first examination of this kind gave death blow to Farrel's Seminary" (Oriental Magazine, June 1843)। তখন থেকে পরীক্ষার খবর সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পেতে থাকে। তিনি বহিঃ পরীক্ষক (External Examiner) নিয়োগ করে আর এক নতুন প্রথা চালু করলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসতে শুরু করলেন। পরীক্ষার আকর্ষণ এতে বেড়ে গেল। সবার দৃষ্টি অবশ্য তাঁর উপরই নিবদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন মঞ্চের নায়ক। "The beauty and wealth of the city were assembled there, and the curious gaze of the humble clerks and the eager faces of the teachers and the schoolboys of other institutions—all were there. He was the life and soul of the assembly. All eyes were bent upon him, and with a smile graciously he repaid their kindness" (Oriental Magazine, June, 1843)

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ে অধিনায়কত্ব নেবার পর তিনি স্কুলের পাঠক্রম (syllabus) বদলে দিলেন। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্টে দেখছি, ইংরেজী ভাষা ছাড়া এখানে ফারসী, ল্যাটিন ও ফরাসী শেখাবার ব্যবস্থা রয়েছে। ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানের সঙ্গে জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, হিসাবশাস্ত্র, ভূগোল, অঙ্কনবিদ্যা (Drawing) শিক্ষণীয় বিষয়রূপে দেখছি। (John Bull, January 10, 26, 1824)

দ্যরোজিও-র স্কুল-রেকর্ড শুরু হচ্ছে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে। ২৫-এ ক্যালকাটা গেজেটে এই ছোট্ট খবরটি রয়েছে—"Henry Derozio—First in Recitation, Reading, Geography ; and general extraordinary acquirements at 8 years of age. A gold medal."

খবরটি থেকে তাঁর জন্ম বর্ষ জানা গেল ; আর জানছি, ৮ বৎসর বয়সেই তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে একই প্রকার কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে একটি বাড়তি কৃতিত্বের উল্লেখ আছে। হেনরি আবৃত্তিতে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এর জন্য 'Walker's Elocution পুরস্কার পেলেন।

১৮১৯-২০ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার কোন খবর পাইনি ; ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের খবরে দেশীয় ছাত্রদের প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব পেল। পরীক্ষা অন্তে শোভাবাজারের গোপী মোহন দেবের জামাতা হরিদাস বসুর কৃতজ্ঞতাসূচক বক্তৃতা প্রচারিত হোল। (Calcutta Monthly Journal, December 24, 1821)।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ২০ ডিসেম্বর বার্ষিক পরীক্ষার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; এই উৎসবে দ্যরোজিয়ো বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। যোগেশচন্দ্র বাগল এই পরীক্ষাটিকে ড্রামণ্ড বিদ্যালয়ে হেনরির শেষ পরীক্ষা বলে মন্তব্য করেছেন। (ডিরোজিয়ো—যোগেশচন্দ্র বাগল। জিজ্ঞাসা। পৃঃ ২৫) খবরটি ঠিক নয়। এর পরও এক বৎসর তিনি এই স্কুলে পড়েন।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দের পরীক্ষায় ছাত্ররা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে; এই অনুষ্ঠানে ডাঃ জন গ্রাণ্ট উপস্থিত ছিলেন। সেক্সপীয়ারের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকে সাইলকের ভূমিকার অংশ বিশেষ হেনরি অভিনয় করেন; তাঁর সহপাঠী এডউইন টার্নবুল পোর্শিয়ার কিছু অংশ আবৃত্তি করেন। কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত 'Happiness' 'ওড'টি আবৃত্তি করেন। সাংবাদিক বলেছেন, তাঁর আবৃত্তি 'was deservedly applauded by the ladies and gentlemen.' (Bengal Hurkaru, Dec. 22, p. 22) কৃষ্ণচন্দ্র রসময় দত্তের ছেলে। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসঙ্গ পরে বলা যাবে। দ্যরোজিয়ো এই অনুষ্ঠানে আরও কিছু অভিনয় করেন; তিনি কোলম্যানের কিছু হাস্যরসাত্মক কবিতা খুব অঙ্গভঙ্গি সহকারে আবৃত্তি করে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিলেন। ডাঃ গ্রাণ্ট এই পরীক্ষা-উৎসবের বিবরণে ছাত্রদের সফলতা দেখে বললেন, 'reflect the credit upon the scholars and the teacher', কিন্তু তাঁর প্রশংসার শ্রেষ্ঠভাগ অন্যত্র পড়েছে; তিনি লিখেছেন, "It was an interesting sight to behold the Native children sitting side by side with the sons of the Europeans. This is as it should be. The natives begin only to estimate the value of education. Those who are educated together much contact kindly feelings towards each other." "(India Gazette, 23 September").

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে হেনরি এই বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেন। পরীক্ষা উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ৩ ডিসেম্বর। এই পরীক্ষা উৎসবের পরিচালক ছিলেন রেভারেণ্ড ডাঃ ব্রাইস ও রেভারেণ্ড ব্রাউন।

রিপোর্ট থেকে জানছি, বিদ্যালয়ে লাটিন ও ফরাসী শেখাবার ব্যবস্থা ছিল হেনরির জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস লিখেছেন "Derozio was little of a classical scholar." (P. 6-7)। ধ্রুপদী সাহিত্যপাঠের সূচনা এখান থেকেই হয়েছে। খুব স্বল্পজ্ঞানী ছিলেন না। দ্যরোজিয়োকে মোপার্তুই (Maupertuis) অনুবাদ করতে দেখে বাগল মহাশয় প্রশ্ন করেছেন, ফরাসী ভাষা শেখবার ব্যবস্থা কি ড্রামণ্ড বিদ্যালয়ে ছিল? (পৃ-২৮) ছিল। জনবুলের রিপোর্ট থেকে তা জানতে পারি। আওয়েন আরাটুন তাঁর দ্যরোজিয়োর কাব্য সংকলনে বলেছেন যে হেনরি ভালো রকম ফরাসী জানতেন। (Collected Poems of Derozio—Owen Arratoon P. 185) জন বুল-এ ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে

(জানুয়ারী ১৬, জানুয়ারী ২৬) দুইটি রিপোর্ট বের হয়। পরীক্ষণীয় বিষয়, পরীক্ষকদের নাম, পুরস্কৃত দেশীয় ছাত্রদের নাম ওতে বলা হয়েছে।

হেনরি দ্যরোজিয়ো ও শম্ভুচন্দ্র দাস রৌপ্য পদক আর কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, রামধন ঘোষ, গুরুদাস মুখার্জি, দয়াল চাঁদ দে, গোপাল কৃষ্ণ দেব পুরস্কৃত হন।

২৬-এ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্টে ড্রামণ্ডের নাট্য প্রযোজনার প্রশংসা করা হোল। জানা গেল, হেনরির নেতৃত্বে হেনরি রচিত নান্দীমুখ (Prologue) ছাত্ররা সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেছে। নান্দীমুখটি সুলিখিত বলে মন্তব্য করা হোল।

এই দিন ডগলাস (Douglas) নামে একটি ট্রাজেডি অভিনীত হয়। ডাঃ গ্র্যান্ট এক স্মৃতিচারণা করেছেন হেনরির মৃত্যুর পর। আমরা রিপোর্টটি এখানে তুলে দিলাম।

"In 1824 Mr. Drummond got up a play for the amusement of his pupils and their friends, the characters being supported by the boys themselves. The theatre constructed for the occasion was very neat, and the audience was numerous and respectable. The play was 'Douglas'. Previous to the rising of the curtain, Derozio came forward and in a very becoming manner recited the following Prologue written by himself. His very correct accent was extraordinary, more especially when it is recollected that a peculiar one distinguishes his countrymen in general. In him there was not a trace of this peculiarity."

Prologue

As new fledg'd birds, while yet unus'd to soar,
Tremble the airy regions to explore,
Mistrust their pow'r, yet doubting, dare to fly,
And brave the dazzling brilliance of the sky.
So, the poor train who now are to appear,
Shrink ere they try—perplex'd 'tween hope and fear—
And tho' your smiles bespeak indulgence certain,
Still, still they the rising of the curtain.
No mighty Kemble here stalks o'er the stage—
No Siddons all your feelings to engage,
But a small band of young aspiring boys, -
In faintest miniature the hour employs

Shall then, as first, we spread our ardent sails,
Like the Nautcus to catch the gales ;
By stormy frowns our feeble bank be lost,
No—we will trust tho' rudes be our display,
You 'll not forget, it is the first essay
Of school boy effort, in the rolls of time ;
Yet never witnessed in this Orient clime—
We ask but this—and surely it will be granted,
Praise, if 't is due—Indulgence when 't is wanted.

(Bengal Hurkaru, Nov. 12, 1833 ; Calcutta Lit. Gazatte, 1833)

প্রবন্ধটি ক্যালকাটা লিটারারী গেজেটে প্রকাশিত হয় ; পরে বেঙ্গল হরকরায় (১২ নভেম্বর, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে) পুনর্মুদ্রিত হয়।

কবিতাটি রচনার পিছনে অধ্যক্ষ ড্রামণ্ডের কিছু সহযোগিতা থাকতে পারে, কিছু সংশোধন বা সংযোজন।

এর পর হেনরি প্রত্যক্ষ জীবনে প্রবেশ করবেন। তাঁর মূলধন ড্রামণ্ডের স্কুলের নয় বৎসরের শিক্ষা, আর ব্যক্তিগত অধ্যয়ন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, "His chief delight, his sole pursuit outside of cricketing and the amateur theatricals, and other sports natural to boys of his years, was the literature and the thought of England, as found those embodied in the poets, novelists, dramatists, and philosophers of that country." (p. 7)

শুধু ইংলণ্ডের নয়, ধীরে ধীরে অন্য দেশের ভাবসম্পদ তিনি আত্মস্থ করবেন।

বিদ্যালয় থেকে হেনরি তাঁর জীবনের অনুসরণযোগ্য কয়েকটি মন্ত্র পেয়েছিলেন—

১. তিনি জানতে পারলেন এই দেশই তাঁর মাতৃভূমি ;
২. এই দেশের সকল স্থায়ী অধিবাসী তাঁর স্বজাতি ;
৩. যৌথজীবন বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে মহৎ ;
৪. সংস্কার-আনুগত্য নয়, যুক্তিবাদিতা বড়ো ;
৫. প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও তত্ত্বচিন্তা (philosophy) অপেক্ষা আধুনিক সাহিত্য ও দর্শন অধিকতর আদরণীয়, স্পৃহনীয়।

যে নীতিগুলি হেনরি এখান থেকে সংগ্রহ করবেন, বাকি জীবন ধরে তা অনুসরণ করবেন, এবং সমৃদ্ধ করবেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্রেরা তা অনুধাবন করবে প্রবল আগ্রহভরে। আর গুরু ড্রামণ্ড ঐসব নীতি বয়োবৃদ্ধি বা ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না, বরং ডিরোজিয়ো-শিষ্যদের পাশে তিনি অসঙ্কোচে এসে দাঁড়াবেন। বিনা আমন্ত্রণে।

আমরা তাঁর পরবর্তী জীবনের কাহিনী এখানে বলব। হেনরির জীবনকে বুঝতে তা অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু ড্রামণ্ডকেও আমাদের জানতে হবে; তিনি এদেশে জন্মাননি, কিন্তু এদেশেই দেহত্যাগ করেছেন। স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি ফিরে যান নি; শুধু স্কচ ভাষায় লেখা তাঁর কবিতাগুলি তিনি এক বন্ধুর মারফৎ পাঠিয়েছিলেন। সেই কবিতাগুলি জাহাজডুবির ফলে নষ্ট হয়ে গেছে; ড্রামণ্ডকে আমরা তাই বলব জীবনে স্কচ, মৃত্যুতে তিনি ভারতীয়। ড্রামণ্ডের বিদ্যালয়ে কারা সহযোগী ছিলেন, অনুসন্ধান করলে তাঁদের নাম পাওয়া যায়। মি. মেজার্স বিদায় নিলে দুজন তাঁর সহযোগী হন, ডেভিড লিসটন ও জন উইলসন। (John Bull, Aug. 1, 1825)

অফিসের কাজকর্ম চালাতেন জেমস মিডলটন ও এম. জি. আর্চার। এর মধ্যে মিডলটন ছিলেন প্রধান। (Calcutta Directory, 1826)

ড্রামণ্ডের বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল কত? একটি সংখ্যা পাচ্ছি। ১৮২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ের সব থেকে সমৃদ্ধির কাল; তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১০ জন। (Bengal Hurkaru, Decembar 22, 1824)। এর পর মিশনারীদের বিরুদ্ধ সমালোচনায় ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে।

'Calcutta Literary Gleaner'-এর স্মৃতিকথায় তাঁর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান কথা আছে। "We may, however, assert without much fear of contradiction, that instruction under him was imparted with a strict view to utility. Classical erudition, however, much in repute occupied in Drummond's Academy a secondary place. The science of commerce in all its branches was much encouraged, and a great latitude was given to the exercise of reason, discussion and investigation —conjugation, derivation, and declension were so much at a discount that we question much if a single scholar at the Durrumtallah Academy ever attempted a Latin verse, or could tell whether an anapaest was placed in the proper place or not." (1843).

গ্লীনারের এই মূল্যায়নে কিছু ভুল বোঝার দরোজা খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, তখন লেখাপড়া ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। জন বুলের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল "Young men from here diffuse throughout the country as Indigoplanters and various other capacites". (John Bull, December 23, 1829)। দ্বিতীয়ত, তখন হিতবাদ বা Utilitarianism সর্বত্র প্রভাব ফেলেছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন একটি নিবন্ধই লিখে ফেললেন 'Utilitarianism and Poetry'। কিন্তু ড্রামণ্ড শুধু

লোকহিতের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষার ক্লাসিক্যাল আদর্শ, জ্ঞান বৃদ্ধির উপর নজর রাখেন নি, এমন কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। অন্য একটি বক্তব্য তুলছি, "Mr. Drummond, the head of the institution whose capabilities for the situation he holds are well-known to the public, has with laudable attention to the development of mental powers of the boys, and their amusement in a harmless *untile cum dulce* mode, constructed a little theatre in the Academy, which with its proscenium, scenery, accommodations, and all appurtenances to boost, is highly creditable to his taste and judgement." (Bengal Hurkaru, January 26, 1824)। লিটারারী গ্লীনারের স্মৃতি-কথার লেখক একটি সুন্দর কথা বলেছেন, "In Drmmond's opinion, all recreaticns have a two-fold object, not only giving delight, but informing the mind and awakening the gentler feelings of the soul". আর তাঁর খেলাধূলোর সময়েও জাতিবিদ্বেষের চিহ্ন থাকত না। শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় ছাত্রেরা একত্রে খেলাধূলা করত। বোঝা যাচ্ছে যে, ড্রামণ্ডের বিদ্যালয় কেরানী সরবরাহের একটি কারখানা ছিল না। এটি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তন। সম্ভবত এই কারণে মেজার্স তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। (John Bull, May 4, 1825) বিদ্যালয় থেকে মেজারস্ বিদায় নিলে তিনি দুজন শিক্ষক নিয়োগ করলেন; এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পাদরী। ডেভিড লিসটন সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মাবার পূর্বেই তিনি জানালেন যে ধর্মীয় মতে তিনি নিরপেক্ষ। "There will be no interference with particular creeds or points of religious belief. The Protestant pupils will continue to be taught the very excellent Catchism of the Chruch of England, unless particular instructions are received to the contrary. The doctrins of the Church of England and Scotland, it may be remarked, are essentially the same". (John Bull, August, 1825)। এই পত্রে তিনি আরও বললেন যে, লিসটনের যোগদানের ফলে শিক্ষাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম নীতি ও পদ্ধতি সমূহ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। (Bengal Hurkaru, August, 1825)।

তবে তর্ক করার লোক সব যুগেই থাকে। John Knox নামে এক ভদ্রলোক লিখলেন, ড্রামণ্ড মারাত্মক অন্যায় করেছেন। কেন তিনি বললেন, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের গির্জার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (Bengal Hurkaru, January 9, 1826) ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে ড্রামণ্ড উত্তর দিলেন, "forms of worship are not doctrins of religion." (Bengal Hurkaru, January 10, 1826)। অভিযোগ যে উঠেছিল, তার কারণ লিসটন ছিলেন,

"a preacher in the Church of Scotland." (John Bull, January, 6, 1825)।

বিভিন্ন গির্জার মধ্যকার পার্থক্য তিনি মানতেন না; অধিকন্তু মানতেন না, খ্রীস্টান অখ্রীস্টানের পার্থক্য। তিনি ছিলেন উদার, পক্ষপাতশূন্য; সব ছাত্রকে সমান চোখে দেখতেন। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় দেশীয় ছাত্রদের কৃতিত্ব দেখে ইণ্ডিয়া গেজেট লিখেছিল—"Every individual present was struck with the appearance of many Hindoo youths competing with their Christian fellow students. For ourselves, we witnessed the scene with great delight." মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা উৎসবে এসে দ্যরোজিয়ো একই নীতি অনুসৃত হতে দেখেছেন; আনন্দ পেয়েছেন।

দ্যরোজিয়ো বলেছেন যে, এই বিদ্যালয়ের সব থেকে তৃপ্তিদায়ক বৈশিষ্ট্য হোল অনুদারতা থেকে মুক্তি। একটি বিশেষ ঘটনা থেকে আমরা এই কথাটি বলছি। কলকাতার কোন কোন বিদ্যালয়ে দেশীয়দের প্রবেশে আপত্তি জানান হচ্ছে। এই সময়ে ধর্মতলা একাডেমীতে দেখছি ঐ জাতীয় অনুদারতা পাত্তা পাচ্ছে না। হিন্দু ও খ্রীস্টান ছাত্র এক শ্রেণী কক্ষে বসছে, সমান উৎসাহের সঙ্গে বিদ্যার সাধনা করছে, শিক্ষাগত সম্মান ও যোগ্যতা অর্জন করছে। এমনটি দেখে কারই বা না আনন্দ হয়!

বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে নানা সময়ে নানা কারণে অসদ্ভাব উদ্ভূত হয়, কেবল মেলামেশার দ্বারা তার সংশোধন সম্ভব। মেলামেশা ঘটলে হিন্দু খ্রীস্টান কেউ তাদের পারস্পরিক পার্থক্যসমূহকে বড় করে দেখবে না। বরং তারা বুঝতে পারবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ্য স্থাপনের কত সহজ রাস্তাই না আছে! আমরা কত সুখকর অবস্থায় না উপনীত হবো! উপনীত হবো অতীত অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ বেশি আনন্দময় অবস্থায়।

It is coming yet for a' that,
That man to man, the world o'er
Shall brither be, the world o'er.

(India Gazette, Quoted in John Bull, December 21, 1830)

এই সময়ে অন্য বিদ্যালয়ের খবর আদৌ সুখকর নয়। "We are sorry to learn that the parents of the Christian children at some other schools in Calcutta have set theit faces against receiving of natives with those establishments." (John Bull, Dec.-21, 1830) স্কটল্যাণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে ধন-বৈষম্যকে মূল্য দেওয়া হোত না। সেই নীতিকে তিনি বর্ণ-বৈষম্য প্রশ্নে ব্যবহার করলেন। ড্রামণ্ডের শিক্ষক পরিচয় বড়ো; কিন্তু আর

একটি পরিচয় তুচ্ছ নয়। তিনি ছিলেন দর্শনের উৎসাহী পাঠক; স্কটিশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের তিনিই এ দেশে জনপ্রিয় করে তোলেন। এক্ষেত্রে রামমোহন রায় আর ড্রামণ্ডের ভূমিকা সমকালীন, এবং পরস্পরের পরিপূরক। রামমোহন আস্তিক্য বুদ্ধিতে শেষ পর্যন্ত অনড়; কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারগুলিকে পুনর্বিবেচনা করার সাহস এনে দিয়েছেন দেশের মানুষের অন্তরে। আর ড্রামণ্ড যুক্তিকেই প্রধান বলে মনে করেছেন; তার জন্য নাস্তিক্যবাদে গিয়ে যদি পৌঁছাতে হয়, তাতেও তিনি পিছপা নন। এদেশে হিউমকে তিনিই পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আন'ট তাঁর বইএর উৎসর্গ পত্রে যে লিখেছিলেন, "who amidst the luxuries of the East never lost his relish for the metaphysics and music of Scotland which he cultivated successfully." তাঁর বিলাস-ব্যসনের কথাই জোর দিয়ে অনেকে বলেছেন; কিন্তু তাঁর দর্শন-প্রেম প্রসঙ্গে নিচু গলায় আলাপ করেছেন। তাঁর গৃহে পান ভোজন হোত, আবার গীতবাদ্যও হোত। নানা দার্শনিক প্রসঙ্গে এই পান ভোজনের মধ্যে তর্কও চলত। 'Calcutta Literary Gleaner'-এর স্মৃতিলেখক তাঁর বিতর্কপরায়ণতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন: বিলাস-ব্যসনের কথাও বলেছেন। তিনি সুন্দরভাবে জীবন যাপনের জন্য মুক্তহস্তে পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ব্যয় করতে চাইতেন। তাই ইটালী পল্লীর এক নিভৃত কোণে তিনি একটি বাগান বাড়ি কিনেছিলেন। এখানে এসে তিনি শনি-রবিবারের অবকাশ মুহূর্তগুলি কাটাতেন। তখনও ঐ অঞ্চল কুৎসিত শহরতলী হয়ে ওঠে নি, গ্রামীণ পরিবেশের সবটুকু শ্রী ও স্নিগ্ধতা অক্ষুন্ন ছিল। বন্ধুবান্ধবেরা আসতেন, হাসিতে-খুশিতে, তর্কে-আলোচনায় সময় কাটাতেন। তিনি তর্কপটু, দর্শন-প্রেমিক এবং সঙ্গীতের রসজ্ঞ সমজদার। দেহে কুঁজো এই স্কচ জীবনের নানা প্রসঙ্গে উন্নতমনা। তাঁর দর্শন-প্রেমের কথা তাঁর স্মৃতিকথার লেখক উৎসাহভরে বলেছেন। Bengal Directory' (vol 3) উল্লেখ করেছে তাঁর বেকনের উপর লেখা একটি নিবন্ধ। প্রবন্ধটি আজ আর সহজলভ্য নয়। তাঁর দর্শন-চর্চার একমাত্র নিদর্শন হিসাবে পাচ্ছি ফ্রেনোলজির বিরুদ্ধে লেখা পুস্তিকাটি। দুইশত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ২৭-এ জানুয়ারী ফ্রেনোলজির উপর প্রথম বক্তৃতা শুনতে তিনি হাজির ছিলেন। ৮ই মার্চ সমিতি গঠিত হলে তিনি তার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য মনোনীত হন। ডাঃ পেটারসন যখন ঐ অদ্ভুত বিজ্ঞানের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করলেন, তখন তিনি বুঝলেন এ বিজ্ঞান নয়, অপবিজ্ঞান। তিনি পরিষ্কার লিখলেন, "Phrenology was not the true interpretention of nature that its principles threw no sure light on the enquiry regarding the operations of human mind." এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন জ্ঞান আহরণ আর জ্ঞানের সামঞ্জস্য ফ্রেনোলজি-কথিত উপায়ে আসে না। বিবিধ বৃত্তির মধ্যে

কোন সহযোগ নেই, তারা স্বাধীন, এইমত গ্রাহ্য নয়। মনোবিজ্ঞানের নিষ্ঠাবান পাঠক ড্রামণ্ডের মনে হয়েছে, এই শাখাতে নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে এই সব তত্ত্ব মেলে না। তাঁর গ্রন্থে আর একটি লক্ষ্য করবার মত ব্যাপার ছিল; দর্শনের সূত্রগুলি উপস্থাপিত করার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। বার্নস, ক্যাম্পবেল প্রভৃতি এসে হাজির হয়েছেন।

১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ২৯-এ ডিসেম্বর তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা করে দুটি পত্র ছাপা হোল; পত্র লেখক P. A.। জন নক্স (John Knox) নামে আর এক ভদ্রলোক বিরুদ্ধ মন্তব্য করলেন। ড্রামণ্ড তার জবাব দিতে গিয়ে লিখলেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি ছাত্রেরা এক বিষয়ে যত অধিকার অর্জন করে, চেষ্টা করলে অন্য বিষয়েও অনুরূপ অধিকার অর্জন করতে পারে। ড্রামণ্ড তাঁর বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রকে উদাহরণ হিসাবে দেখালেন; ছাত্রটির নাম জন জনসন; সে সব বিষয়ে সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হোল না। কারণ তিনি যে স্কুল মাষ্টার! ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে ১০ই জুলাই ডাঃ পেটারসনের আসল স্বরূপটি প্রকাশ হয়ে গেল।

Dr. Paterson, of Calcutta, has examined the sculls of a great many Hindoos and has ascertained that head of that race of man bears the proportion of two to three to the head of a European of fifteen years of age, is as large as that of an East Indian of thirty. If, as has been maintained, the largeness of the head indicates a correspondent intellectual capacity, it may be understood how some thirty or forty thousand Europeans can keep in subjection a million of Hindoos. (Bengal Hurkaru, July 10, 1826).

ফ্রেনোলজি নিয়ে অতঃপর নানা ঠাট্টা মস্করা হতে লাগল। কৌতুক-ভূষা (fancy dress) উপলক্ষে ফ্রেনোলজিস্ট সেজে জনৈক বালক প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি করল।

ব্যক্তিগত বা বর্ণগত কৌলীন্য তত্ত্ব যে অসার তত্ত্ব তা ড্রামণ্ডের স্কুল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। ঐ বিদ্যালয়ে শ্বেতকায় ছাত্রদের মতই অশ্বেতকায় ছাত্রেরা কৃতিত্ব দেখাচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল তিনটি বাঙ্গালী ছাত্রের নাম উদ্ধার করেছিলেন। আমাদের তালিকায় ২১টি ছাত্র স্থান পাচ্ছে—হরিদাস বসু, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ মল্লিক, হরিলাল বসাখ, দয়ালচাঁদ দে, গোবিন্দচন্দ্র মুখার্জি, রামধন ঘোষ, রাধামাধব বড়াল, রাজকিশোর দত্ত, আনন্দচন্দ্র মিত্র, গুরুদাস মুখার্জি, গোপালকৃষ্ণ দেব, নবকিশোর সেন, মতিলাল বসাখ, কালীকুমার

ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র মৈত্র, বেচারাম দত্ত, কালীনাথ বিশ্বাস, দুর্গাচরণ ঘোষ। (Calcutta Gazette, John Bull, Bengal Hurkaru, Calcutta Monthly Journal, India Gazette, 1817-1830)। এঁদের মধ্যে তিনটি ছাত্রের কথা আমরা বিশেষভাবে বলব। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার খবরে গোপীমোহন দেবের পুত্রের (জামাতা ?) সাফল্যে সাংবাদিক আনন্দ প্রকাশ করেছেন; লিখছেন, এর থেকে প্রমাণিত হয় যে মননশক্তি হোল বিশ্বজনীন, কোন জাতি বা অঞ্চলবিশেষের একচেটিয়া অধিকার নয়। (Calcutta Gazette, 25 December, 1818)। পাঁচ বৎসর এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিদায় নেন। গোপীমোহন দেব হিন্দু স্কুলের অন্যতম পরিচালক; তবু তিনি জামাতাকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করান নি। কারণ হিন্দু কলেজ ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নব্যশিক্ষার যথার্থ বাহন হয়নি। গোপীমোহন দেব এই বার্ষিক পরীক্ষা-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আনন্দ প্রকাশ করে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। হরিদাস বসু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতা দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য—এক, এইটি প্রথম বাঙ্গালীর ইংরেজী বক্তৃতা। হরিমোহন ঠাকুর হেস্টিংস-বিদায় সভায় ইংরেজী বক্তৃতা করবেন; কিন্তু তা ঘটেছে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে।

দুই, এই বক্তৃতায় ড্রামণ্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষাদর্শের মূল কথাটি উচ্চারিত হবে একটি ভারতীয় ছাত্রের কণ্ঠ থেকে। স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হরিদাস বললেন, "Believe me, I shall ever consider that you have conferred upon me the most exalted benefit which a man can receive, and I sincerely hope, that the day is not far distant, when all my countrymen will be awakened to a full estimation of the importance of European learning, and confess that there is something in knowledge **far beyond the mere ability of gaining money**." (Calcutta Monthly Journal, 24 December, 1821।

হরিদাস বসুকে ডিরোজিও বিদ্যালয়ে পেয়েছিলেন; কিন্তু হরিদাস ছিলেন উঁচু ক্লাসের ছাত্র, তাঁর 'সিনিয়র'।

দ্বিতীয় যে ছাত্রটির নাম বলব, তিনি হলেন কৃষ্ণচন্দ্র (Kissen Chunder) দত্ত। পিতা রসময় দত্ত-ও হিন্দু কলেজের একজন সংগঠক। কিন্তু তিনিও পুত্রদের এই বিদ্যালয়েই পড়িয়েছিলেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে পুরস্কৃত ছাত্রদের মধ্যে স্থান পেতে দেখি। লেখা-পড়ায়, আবৃত্তিতে ও অভিনয়ে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্যরোজিয়োর সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছেন—দ্যরোজিয়ো হয়েছিলেন শাইলক আর তিনি

হয়েছিলেন পোসিয়া। দ্যরোজিয়ো কলেজ ছেড়ে গেলে তিনি পরে শাইলকের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মোট সাত বৎসর তিনি এই বিদ্যালয়ে পড়েন। এখান থেকে তিনি হিন্দু কলেজে পড়তে যান। তখন দ্যরোজিয়ো সেখানে শিক্ষক। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন, হিসাবশাস্ত্র, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেছিলেন। তাঁর উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ। সেবার তিনি শাইলকের ভূমিকার অংশবিশেষ, ক্যাটোর স্বগতভাষণ (Cato's Soliloquy) আবৃত্তি করে সবার প্রশংসা পান। উৎসব শেষে অধ্যক্ষ ড্রামণ্ড যখন কৃষ্ণচন্দ্রের গলায় একটি স্বর্ণপদক ঝুলিয়ে দিলেন, তখন বালকটি কেঁদে ফেলল, অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে সে ধন্যবাদসূচক বক্তৃতা দিল। (Calcutta Monthly Journal, January, 1828)।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন কৈলাসচন্দ্র দত্ত (Kylas Chunder Dutt)। তিনিও রসময় দত্তের ছেলে। কৈলাস চন্দ্র দত্ত-ও অভিনয়ে, আবৃত্তিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হিন্দু কলেজে নতুন পর্ব সূচিত হলে তিনি সেখানে যোগ দিলেন। তিনিও দ্যরোজিয়োকে শিক্ষকরূপে পেয়েছেন। কৈলাসচন্দ্র দত্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' পত্রিকায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৌতুকছলে শতবর্ষ পরের বাংলা ইতিহাসের উপর ৪৮ ঘণ্টার একটি নক্সা রচনা করেন। তাতে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আনেন। 'Journal of Forty Eight Hours of the Year, 1935.' প্রবন্ধটি নেহাৎ ছিল একটি ফ্যাণ্টাসী। ক্যালকাটা গেজেটের সম্পাদক নিজে ছিলেন টোরি মতাবলম্বী, কিন্তু লেখাটির খুব প্রশংসা করেন। ক্যালকাটা কুরিয়ের-এর সম্পাদক লিখলেন, "Surely, such themes are not the spirit of a college education". কোম্পানী শিক্ষার জন্য যে-অর্থ বরাদ্দ করেছেন, তার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই নয় 'to teach sedition', (June 9, 1835). রাগ তবু থামল না ; বলা হোল রিফর্মার এই লেখা ছাপিয়ে সঙ্গত কাজ করে নি। আর "In no civilised state under the sun are such writings tolerated." (August 17, 1835) Calcutta Literary Gazette-এর সম্পাদক লিখতে বাধ্য হলেন, আমাদের সহযোগী বিষয়টির উপর অযথা গুরুত্ব দিচ্ছেন। "The young Hindoo meant no evil." তখন কুরিয়ের সদুপদেশ দিলেন—"ছেলেটির কিঞ্চিৎ সতর্ক হওয়া উচিত। (Calcutta Courier, June 15, 1835) এই কৈলাসচন্দ্র পরে আবগারী দারোগা হয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর এই 'ফ্যাণ্টাসী'র মূল্য কমে না। ড্রামণ্ড বিশ্বভ্রাতৃত্ব জাগিয়েছেন, জাতীয়তাবোধও জাগিয়েছেন কিশোরদের মনে। এত সার্থকতা সত্ত্বেও ড্রামণ্ড স্বস্তি পাচ্ছিলেন না ; প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে হামেশা বিষোদগার করত। এই সব অপমানে ও অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ল। তিনি ছুটি নিয়ে কিছুদিন মালাক্কায় কাটিয়ে এলেন।

উইলসনকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। উইলসন শিক্ষক ভালো, পরিচালক তেমন দক্ষ নন। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কমতে লাগল। ফিরে এসে ড্রামণ্ড আবার হাল ধরলেন। কিন্তু পুরনো দিন আর ফিরে এলো না।

এদিকে হিন্দু কলেজের নতুন পর্ব শুরু হয়েছে; দেশীয় ভালো পরিবারের ছাত্র এখন হিন্দু কলেজেই ভর্তি হচ্ছে। আর খ্রীস্টীয় ছাত্রদের একাংশ ধর্মীয় কারণে এই বিদ্যালয়ের সংশ্রব পরিহার করছে। বিশেষ করে আর্কডিকন ডিয়ালট্রি সার্কুলার রোডে একটি স্কুল খুললেন; স্পষ্টত ড্রামণ্ড-বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রচার চালালেন—'the only school of Calcutta—where Christian education could be obtained'. অর্থাৎ, বৎসগণ, ড্রামণ্ড বিদ্যালয়ের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা থেকে শত হস্ত দূরে থাকো!

দেশীয়দের পাশে বসে শাসক জাতির ছেলেরা লেখাপড়া শিখছিল; বহু সময় দেশীয় ছাত্রেরাই পরীক্ষায় ভালো ফল দেখাচ্ছিল। এতে তাদের অহঙ্কারে আঘাত লাগছিল। জাত্যাভিমানীরা একথা কবুল করতে সাহস পাচ্ছিল না; তাই ধর্মের জিগির তুলল। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তিনি স্কুলের স্বত্ব ত্যাগ করলেন। উইলসন দায়িত্ব নিলেন; কিন্তু দায়িত্ব নিলেই তা বহন করা সহজ নয়। তিনি এই বিদ্যালয়কে Verulam Academy-র সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন: Verulam Academy-র বয়স মাত্র এক বৎসর—১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। (Bengal Hurkaru, Aug. 24, 1832) মিঃ মাস্টার্স ছিলেন এই নতুন স্কুলের হেডমাস্টার। মাস্টার্স নিজেই একদিন লা মার্টিনিয়েরে স্কুলে চাকরী পেলেন: তখন Verulam Academy-র দরোজায় তালা ঝুলল। এখানেই ড্রামণ্ডের ধর্মতলা একাডেমীর ইতিহাসের পরিসমাপ্তি। আজ শিক্ষা জগতে তিনি এক প্রবাদপুরুষ হয়ে থাকলেন। "He was a kind and gentle master; and his scholars loved and respected him. He was never sparing of expense for the comforts of lads." জানি না একজন শিক্ষকের বা শিক্ষা পরিচালকের কাছ থেকে আর বেশি কি চাইবার থাকতে পারে! শিক্ষকের ভূমিকা শেষ হয়ে গেল। দেশেও ফিরে তিনি গেলেন না। এখন তাঁর দুটি ভূমিকা—কবি ও সাংবাদিক।

মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। স্বয়ং মেটকাফ এই কবিতা পড়ে খুশি হয়েছিলেন; হরকরা অফিস থেকে কয়েকখণ্ড কাগজ কিনে আনিয়ে ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন। এ ছাড়া Masonry দিবসে, সেণ্ট এণ্ড্রুজ দিবসে দুটি কবিতা লিখলেন; ঠিক খ্রীস্ট ধর্ম অনুরাগ থেকে লেখা নয়; উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে মেজাজে লেখা হয়, তেমন। এই সব কবিতা তাঁর কবি-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় দেয় না। পূর্বেই বলেছি, স্কচ উপভাষায় তিনি

তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি লিখেছিলেন ; এগুলি যাতে স্কটল্যাণ্ডে ছাপা হয়, প্রচারিত হয়, এই জন্য বন্ধু মারফৎ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জাহাজডুবির ফলে কবিতাগুলি খোয়া গেছে। স্কচভাষা তাঁর প্রাণের ভাষা ; এমনকি শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ইংরেজী উচ্চারণে নাকি স্কচ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বিনয় ঘোষ লিখেছেন তাঁর লেখা কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল। (বিদ্রোহী ডিরোজিয়ো—১ম সংস্করণ, পৃ-১৫)। বিনয় ঘোষ ইতিহাস আর রম্যরচনার মধ্যকার পার্থক্যটি অবাঞ্ছিত মনে করতেন। উদারতা সর্ববিধ রচনার ভূষণ নয়।

ড্রামণ্ড বেঙ্গল হরকরা, ইণ্ডিয়া গেজেট প্রভৃতি পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে যৎসামান্য রোজগার করতেন ; তাতেই তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন চলত। বহুদিন অসুস্থ অবস্থায় জেনারেল হসপিটালে থাকতে বাধ্য হন। কিছুটা সুস্থ হয়ে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাইরে এলেন। পুরনো বন্ধু ডাঃ জন গ্রাণ্ট তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি সংকল্প করলেন, একটি পত্রিকা বের করবেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারী (১৮৪০) বেঙ্গল হরকরায় তাঁর নাম স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপা হোল : অর্থের অপ্রতুলতার জন্য পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। পত্রিকাটি হবে সাপ্তাহিক, নাম হবে 'The Examiner and Literary Register'. এই পত্রিকায় তরুণ কবিযশঃপ্রার্থীদের স্থান থাকবে : এই সঙ্গে আর একটি কথা জানালেন, যা কেবল তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব, "The editor has had too long and too close an intercourse with them, not to know, that the youth of the country (he abhors distinguishing one class from another) possesses talents which, if properly developed and directed, might elevate both themselves and others." (Prospectus of A Weekly Paper to be entitled The Examiner and Literary Register. Mr. David Drummond, Bengal Hurkaru, 21 February, 1840)।

দ্যরোজিয়ো-জীবনীলেখকেরা এবং স্মৃতিকথার লেখকেরা কেউই তাঁর সাংবাদিকতার তেমন বিশেষ খোঁজ-খবর দেন নি। তাঁর পত্রিকা Weekly Examiner দু বৎসরের মত টি'কে ছিল। তা-ও সবগুলি সংখ্যা বের হয়নি। ফেব্রুয়ারী মাসে ঘোষণা থাকলেও এপ্রিলের পূর্বে কোন সংখ্যা বের হয়নি। ১৬ এপ্রিল, ১৮৪০ প্রথম ঐ পত্রিকার নিবন্ধ উৎকলিত হতে দেখছি। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবরে শেষ নিবন্ধটি উৎকলিত হয়েছে। মোট ১১টি নিবন্ধের খোঁজ আমরা পেয়েছি।

প্রথম নিবন্ধটি হোল 'Neglect of British news' তাঁর মতে ব্রিটিশ খবর যে তেমন বের হয় না, তার কারণ অজ্ঞতাজনিত নয়, বিতৃষ্ণাজনিত। যে খবর অগ্রাধিকার পাবে, সে খবর এদেশের ইংরেজদের মনঃপূত নয়। ড্রামণ্ড জিজ্ঞাসা

করলেন 'চার্টিস্টরা' যে আন্দোলন করছে, তাদের 'চার্টার' কি ? কী তাদের দাবীদাওয়া ? ছড়ানো-ছিটোনো খবর পড়ে মনে হয়, তারা একটি সংঘ গড়তে চাইছে বা গড়েছে। আমরা এই আতঙ্কদায়ক (fearful) সনদের একটি কপি দেখতে চাই। তিনি লিখছেন, এখন 'সমাজতন্ত্র' নামে একটি শব্দ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এবং "now making a great stir, and taking rapid strides in many parts of the United Kingdon". এদের দলপতি বা নেতা হলেন, রবার্ট আওয়েন (Robert Owen). "Socialists, we gather, are opposed to the existence of property, and to the bound of marriage, and this is all we learn of their tenets. Mr. Owen has long been before the public, and whatever may be thought of his opinions, his unbounded philanthrophy, his ceaseless exertions for the benefit of man, have never been called in question". ড্রামণ্ড সাংবাদিকদের চিনতেন ; তাই সতর্ক করে দিয়ে বললেন, এই রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকদের মনে স্পষ্ট ধারণা না জাগিয়ে বিষয়টির যেন নিন্দাবাদ না করা হয়। করলে তাঁদের দ্বারা তৈরি হবে "most injurious mistakes and misconceptions" (Quoted in Calcutta Courier, 16 April, 1840)।

দ্বিতীয় নিবন্ধ পাচ্ছি "Coolin Brahmins"। এই নিবন্ধে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হোল। মতিলাল শীল বিধবাবিবাহে অর্থদানের সংকল্প ঘোষণা করায় তাঁকে সাধুবাদ দেওয়া হয়। তবে এই সঙ্গে একটি সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়। "The time, in not yet arrived for any such important and radical change. (Quoted in Bengal Hurkaru, May 5, 1840)। জ্ঞানান্বেষণেও এর উপর নিবন্ধ ছিল। তৃতীয় নিবন্ধ বের হয় ৮ জুন। ঐ নিবন্ধে ক্যাপটেন রিচার্ডসনকে ঠাট্টা করে ড্রামণ্ড লিখলেন, গরমজামা কাপড় পরে জনবহুল সভায় বক্তৃতাদানের কুফল ব্যাখ্যা করে, ওহে মশাই, একখানা নাটক লিখুন। রিচার্ডসনের সমাজ-অন্যমনস্কতা তাঁর ব্যঙ্গের কারণ হয়েছে সম্ভবত। ৫ই জুন কলকাতার জনসংখ্যার উপর দুটি প্রতিবেদন ছাপা হয়—যার একটি তৈরি করেন ক্যাপটেন বার্চ, অপরটি তৈরি করেন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে ড্রামণ্ড লিখলেন, "it is quite out of question to admit that one person in eight pays £ 30 per annum of rent. Such a state of things would presuppose a degree of wealth quite unknown to any portion of India, or that in our opinion, the vast mass of Calcutta population are unable to pay more, at an average,

for a family shelter than eight annas per month." বাস্তবজ্ঞান-বর্জিত বলে যাদের অনুকম্পা করা হয়, সেই কবি দার্শনিক ও শিক্ষকসমাজের একজন এই সমালোচনার তীর ছুঁড়ে দিলেন। এই বৎসর লবণ কর (salt tax)-এর ওপর একটি নিবন্ধ লেখেন। তাতে বললেন, আমি একটি লোকও দেখিনা যে এই জঘন্য ট্যাক্সের বিরোধী নয়। এক মাত্র চাউলের ওপর কর ধার্য করলে এর থেকে জঘন্যতর কাজ হবে। তিনি করনীতি ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব দিলেন। "Let the wealthiest be made to contribute the most—an increased house tax, additional imports on real property. even an income tax, would be more just than this one which is most grinding on the poorest, and which is fraught with evil in all its cosequences. (Quoted in Calcutta Courier, 26 October, 1840). ডিসেম্বর মাসে আফগানিস্থানে দোস্ত মহম্মদ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখেন। ক্যাপটেন রিচার্ডসনের মত ইংরেজ শাসনের অগ্রগতিতে তিনি উল্লাসবোধ করতেন না ; কিন্তু দোস্ত মহম্মদের উপস্থিতিতে শংকাবোধ করেছেন। (Quoted in Bengal Hurkaru, December 12, 1840)। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে ৫টি নিবন্ধ মিলছে। পত্রিকা প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

গ্র্যাণ্ড জুরি ও পেটি জুরিতে বিভিন্ন ব্যক্তি স্থান পেলেন। ড্রামণ্ড তাদের নামের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখালেন, এতে স্থানীয় অধিবাসীদের আনুপাতিক হার গুরুত্ব পায় নি, গুরুত্ব পেয়েছে শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা। দেখে মনে হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়ানরা যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। আরও অধিকসংখ্যক হিন্দুকে এতে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। মুসলমান ও পার্শীদের মধ্য থেকে একজনও স্থান পায়নি।

(Quoted in Calcutta Courier, July 5, 1841),

এই সময়ে, তাঁর মৃত শিষ্য দ্যরোজিয়োকে পাদরীরা প্রচুর নিন্দাবাদ করছে। শিক্ষক ড্রামণ্ড এগিয়ে এলেন শিষ্যকে সমর্থন জানাতে। তিনি স্নেহভরা গলায় বললেন, "Pride of his countrymen and darling of all who knew him." শিষ্যের আদর্শনিষ্ঠা, তাঁর শিক্ষকোচিত দৃঢ়তাকে ড্রামণ্ড শত মুখে প্রশংসা করলেন। ১৮ই আগস্ট তিনি এর প্রতিবাদ জানালেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা দ্যরোজিয়োর প্রভাবে পড়ে স্বধর্ম ত্যাগ করছে বলে পাদরীদের কাগজে মায়াকান্না শুরু হোল। "They tramped Hindoo idols, desecrated their temples, and publicly denouced their officiating priests".

২১শে আগস্ট ড্রামণ্ড এর যোগ্য জবাব দিলেন। কুরিয়েরের প্রকাশিত প্রবন্ধটিকে বললেন, 'A Rhapsody of Cant and Hypocrisy'। কুরিয়ের থামতে চায় না ; ডাফের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলল, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অনাচারের মূল প্রেরণা হচ্ছেন দ্যরোজিয়ো। তাঁর আস্কারা না পেলে,

"atheism would never have found a resting place in the bosom of native youths." শেষ পর্যন্ত ক্যালকাটা কুরিয়েরের সম্পাদক স্বীকার করলেন, উইকলি এগজামিনারের সম্পাদক যেভাবে তাঁর মৃত বন্ধুর জন্য সিভালরি ও প্রীতি দেখিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে আমরা সাধুবাদ দিই—"We cannot but admire". (Calcutta Courier, August 29, 1840)। আর এক খ্রীস্টভক্ত পত্রিকা অনুরূপ মত প্রচার করলেন। খ্রীস্টিয়ান অবজারভারে (Christian Observer) রেভারেণ্ড ক্যাম্পবেলের শিক্ষানীতি নিয়ে এক প্রশংসাসূচক নিবন্ধ লেখা হোল। পাদরীর শিক্ষাদর্শকে প্রশংসা করতে হলে দ্যরোজিয়োর শিক্ষা-দর্শকে নিয়ে চিন্তা না করলে চলবে কেন। ড্রামণ্ড খ্রিস্টিয়ান অবজারভারের এই নিন্দারও জবাব দিলেন। তিনি বললেন, দ্যরোজিয়ো নতুন যুগের যুবকদের মাথার মণি। স্বাধীন চিন্তার তিনি প্রচারক। (August 16, 1841. Calcutta Christian Observer)।

সর্বশেষ যে নিবন্ধটি তাঁর পাওয়া গেল, তা হোল বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত। ইতিপূর্বে মতিলাল শীলের উদ্যমকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। এবার স্বাগত জানালেন দ্যরোজিয়ো-শিষ্যদের প্রচেষ্টাকে। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার (Society for the Acquisition of General Knowledge) সদস্যরা গভর্নর জেনারেলের কাছে এক আবেদনপত্র পেশ করছেন, যাতে বলা হবে বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করা হোক। তিনি লিখলেন, ঐ সমিতির যদি সকল সদস্য একমত হয়, তবে এই রকম আবেদন পত্র দাখিল করা সমীচীন হবে। (Quoted in Bengal Hurkaru, 16 October, 1841)। ড্রামণ্ড সর্বক্ষেত্রে দ্যরোজিয়োপন্থীদের সহযাত্রী। এর পর তাঁর পত্রিকার কোন উদ্ধৃতি আমাদের আর চোখে পড়েনি। পত্রিকার প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়। এই সীমিত তথ্য থেকে আমরা তাঁর সাংবাদিকতার চেহারাটি আঁচ করতে পারি। তিনি গণতন্ত্রবাদী, সত্যসন্ধ এবং মানবপ্রেমিক। ইংলিশম্যানের সম্পাদক স্টোকলার (Stocqueller) বলেছিলেন, ড্রামণ্ডের পত্রিকা 'opposition watch'-এর ভূমিকা পালন করেছে। এরপর দীর্ঘকাল তিনি অসুস্থ থাকলেন। বেঙ্গল হরকরায় লিখে কিছু রোজগার হোত। তাতেই তিনি কষ্টেসৃষ্টে চালাতেন। এই বিরূপ পরিবেশে বাস করেও এই তথাকথিত 'এপিকিউরিয়ান' ভদ্রলোক বীণা যন্ত্র (Harp) সহযোগে ভাঙ্গা গলায় গান করতেন। একটু সুস্থ হলে এক বন্ধুর গৃহে এসে উঠলেন। অচিরে ফ্রিস্কুল স্ট্রীটে ভিন্ন বাসা নিলেন। কেউ দেখা করতে এলে ভারী খুসি হতেন। একবার তাঁর গুণমুগ্ধ দুই ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা দেখলেন তাঁর বই-এর আলমারীতে মাকড়সা বাসা বেঁধেছে, অর্থাৎ বহুদিন ঐ আলমারী আর খোলা হয় না। বিমর্ষভাবে বসেছিলেন ; অভ্যাগত দেখে তাঁর নীল চক্ষুদুটি জ্বলে উঠল।

বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আলাপ চলতে লাগল। সবার শেষে পৌঁছুলেন তাঁর মর্মের বিষয়—দর্শনশাস্ত্র। স্মৃতিকথার লেখক বলছেন—"He spoke almost uninterruptedly." ঝরণার মত বাক্য-প্রবাহ বইতে থাকে, বাধা-বন্ধহীন। কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, যা কিছু মনকে হতাশায় ভরিয়ে দেয়, তেমন সব কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি চলে গেছেন। বেলা প্রায় একটা বাজতে আমরা উঠলাম, অথচ সেই অসুস্থ ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিটি চেঁচিয়ে বললেন, এত তাড়া কিসের!

ক্রমে তাঁর শরীর আরও খারাপ হোল। শেষবারের মত তাঁকে আমরা দেখব—Mechanic Institute-এর সভায়। বার্ষিক সভা বসেছে। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ খ্যাতিমান জর্জ টমসনের প্রতি। এমন সময় রোগজীর্ণ বৃদ্ধ ড্রামণ্ড উঠে দাঁড়ালেন। অনেকেই তাঁকে দেখেননি, বা দেখলেও ভুলে গেছেন। অসুস্থ দেহ; বয়স অপেক্ষা ব্যাধির ভারে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও কাঁপা-কাঁপা। লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি বক্তৃতা দিলেন। সে বক্তৃতাও সবার কানে পৌঁছাল না। তাঁর শেষ বক্তৃতা এইটি; আমরা তুলে দিচ্ছি।

"The society is not fashionable. The term 'mechanic' had hitherto been a pure misnomer. Not a single real mechanic is associated with it. The rhetoricians of the Hindoo College would never defile their fingers with handling the working tools of either the 'chutar' or 'loa mistri'. Europeans are enjoying high pays; they are merely birds of passage." (Bengal Hurkaru, 10 March, 1843).

মৃত্যুর দশ দিন পূর্বে তাঁর এক বন্ধু দেখা করতে যান। বেশ হাসিখুসি ছিলেন সেদিনও। তখন বসে বসে হরকরার জন্য কিছু লিখছিলেন; রহস্য-ভরে বললেন, আহা, এমন দিন কবে আসবে যখন লেখার জন্য কলম বারবার দোয়াতে ডোবাতে হবে না। যতবার কলম ডোবাতে যাই, ততবার ভাবনার সূতো ছিঁড়ে যায়।

মৃত্যুর পূর্ব দিন তাঁর প্রিয় ছাত্র সি. এইচ. ডি. গার্ডনার তাঁকে নিজের গৃহে নিয়ে এলেন। ঐ গৃহেই তিনি চোখ মুদলেন।

ভারতবর্ষ তাঁর জন্মভূমি নয়, কিন্তু 'a bird of passage'—মৌসুমী পাখি হতে চাননি। জন্মে তিনি ব্রিটিশ, মরণে তিনি ভারতবাসী। এদেশের নিসর্গ, এদেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন তিনি। দ্যারোজিয়োর শিক্ষক তো এমন লোকই কেবল হতে পারেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দু কলেজ ও নতুন শিক্ষা

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প দেখা দেয়। ব্যক্তিগত প্রয়াসে ইংরাজি শিক্ষা আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগত (institutional) চেষ্টা দেখা দেয়নি। দেশীয়দের শিক্ষাক্ষেত্রের কথা বলছি।

কলেজ প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনার প্রথম স্তরে রামমোহন রায় এবং ডেভিড হেয়ার যুক্ত ছিলেন। হিন্দু সমাজের মনোভাব আঁচ করতে পেরে তাঁরা ভয়ে সরে দাঁড়ান। শ্বেতকায় বলে ডেভিড হেয়ার পরে গৃহীত হন। কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের আর কোনদিন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি ; তবে এর জন্য হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ যোলো আনা দায়ী নন। রামমোহনের কিছু দায়িত্ব ছিল। রামমোহন হিন্দু কলেজের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি বরদাস্ত করতেন না ; এইজন্য নিজেই একটি স্কুল স্থাপন করেন। এবং পরে ডাফ সাহেবের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে সহযোগিতা করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার বাসনায় সর্বপ্রথম যে বৈঠক আহূত হয় তাতে উপস্থিত ছিলেন হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, রামতনু মল্লিক, অভয়-চরণ ব্যানার্জি, রামদুলাল দে, রামরতন মল্লিক, কালীশংকর ঘোষাল, গোপীমোহন ঠাকুর। দ্বিতীয় সভায় এঁরা ছাড়া পাঁচজন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন—চতুর্ভুজ বিদ্যাভূষণ, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারকল্পে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে যাচ্ছে, তার আলোচনা সভায় সংস্কৃত পণ্ডিতদের আহ্বান খুবই কৌতুকজনক। এই দ্বিতীয় সভায় আবার উইলসন ও ডাঃ ওয়ালিশ উপস্থিত হন। সভায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কি তা প্রকাশ করা হোল—'National education of the Hindu children।' ন্যাশনাল ও হিন্দু শব্দ দুটিই লক্ষ্য করার মত। তবে ২০শে মের সভায় উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট করে বলা হোল, 'The Primary object of this institution be the tution of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages ; and in the literature and science of Europe". "Sons of respectable Hindoos" কথাটা লক্ষ্য করার মত। হিন্দু ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের প্রবেশাধিকার থাকল না ; শুধু হিন্দু হলেই চলবে না, সম্ভ্রান্ত হিন্দু হওয়া চাই। অর্থাৎ আভিজাত্যের বর্ম পরিয়ে দেওয়া হোল শুরু থেকে। অবশ্য এই বিধানটি সংশোধন করার চেষ্টা হয় কয়েক বৎসর পরে ; চেষ্টা করেছিলেন মিঃ হ্যারিংটন। ১৮২২ সালে তিনি হিন্দু

ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশাধিকার দাবী করে একটি প্রস্তাব তোলেন ; কিন্তু অধিকাংশ সদস্যের ভোটে তা বাতিল হয়ে যায়।

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নেওয়া হয়, যার পরিণাম হবে সুদূরপ্রসারী। ১৬ই জুন তারিখে এক প্রস্তাবে বলা হয়, হিন্দু কলেজের কার্যনির্বাহক পরিষদে ইউরোপীয় সদস্য থাকবেন, আলোচনায় অংশ নেবেন, কিন্তু নীতিগত প্রশ্নে ভোট দেবার অধিকারী হবেন শুধু দেশীয়রা।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, কারণ ৪ঠা ডিসেম্বর হিন্দু কলেজের শিক্ষকরা মনোনীত হয়েছেন। চন্দননগরের ফরাসী ভাষার শিক্ষক জেমস্ জ্যাক দ্য সলম' (De Anselme) প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। গোপীমোহন ঠাকুর বাণিজ্যসূত্রে ফরাসীদের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন ; চন্দননগরে তাঁর কুঠিও ছিল। এই চন্দননগর থেকে গোপীমোহন দ্য সলম'কে খুঁজে পান ; অবশ্য কাজ চালানোর মত ইংরেজী জ্ঞান ভদ্রলোকের ছিল। (East India Register, 1817). তখন স্কুল জানুয়ারি মাসে ছাত্র নিয়ে শুরু হতে আর বাধা থাকল না। বিশ জন ছাত্র নিয়ে ২০-এ জানুয়ারি ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ক্লাস শুরু হোল। দ্য সলম'-র সঙ্গে দুজন 'মনিটার' নিযুক্ত হলেও বেতন কম বলে তাঁরা কাজে যোগ দিলেন না। তখন স্কুল খোলার মাত্র তিন দিন বাকী। জন জোহানিস ও ফ্রান্সিস দ্য মুজকে মনিটার নিয়োগ করা হোল। তাঁদের একজন ইহুদী, অপরজন পর্তুগীজ। কুড়ি জন ছাত্র নিয়ে স্কুল বসল। এই ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ভর্তি হয়েছে, এমন একজনকেই পরবর্তীকালে ছাত্র হিসাবে দ্যরোজিও পেয়েছিলেন। এঁর নাম গিরীশচন্দ্র দাস। দু বৎসর পরে ডেভিড হেয়ারও 'ভিজিটার' রূপে হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত হলেন। (Unpublished Records of Hindu College—Proceedings of 1819)।

প্রথম তিন বৎসর স্কুল চলছিল একজন শিক্ষক আর দু'জন মনিটার নিয়ে। হিন্দু কলেজ প্রথমে বসত চীৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে ছাত্র সংখ্যা বাড়লে স্কুল উঠে এল চীৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসুর গৃহে। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে আর একজন শিক্ষক এলেন, নাম জর্জ মলিস (George Mollis)। ইনি আসার পর বিজ্ঞান পড়ানো শুরু হোল। হেডমাস্টার দঁ সলম' নিজেই প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিজ্ঞান পড়াতেন। বেশি কিছু নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলি পড়ান হোত। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে শোনা গেল যে, স্যার এডওয়ার্ড রিয়ানের ঔৎসুক্যে বিলেতের বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি হিন্দু কলেজকে কিছু দামী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (Philosophical Apparatus) সরবরাহ করবে।

খবরটা শুনে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ যেমন খুসি হলেন, তেমন সংকটবোধ করলেন। কারণ তখন তাঁদের না আছে জায়গা, না আছে শিক্ষক। এই সংকট

সমাধানের জন্য তাঁরা সরকারের দ্বারে প্রার্থী হলেন। তাঁদের চিঠিখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা তার থেকে অনেকটাই উদ্ধৃত করছি। ১লা মার্চ, ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর হ্যারিংটনকে এই চিঠিখানা লেখা হয়। "The Institution having had no means of employing a Scientific Teacher, only a few boys of the first and second classes have been taught the rudiments of European Sciences by the Head Teacher and as, we feel now desirous that all higher class boys should study the same in order to be prepared to receive and understand the Lectures proposed to be given when Government will be pleased to appoint a Lecturer. May we also beg to solicit you to grant us such a further competent person who would devote his whole time in giving instructions at the college as well as teach the boys the rudiments of European Science till a Lecturer is appointed."—(Unpublished Records of the Hindoo College. G. C. P. I. Vol-8. p. 96-97. 1824). এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব শুধু নয়, বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের অভাব অনুভব করে ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে উইলসন লিখছেন 'a small Philosophical library' চাই। (Wilson's Report-20 Jan, 1825) তখন ডাঃ রসের নিয়োগ হয়ে গেছে ; ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে নিযুক্ত হয়েছেন।

১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে বিশপ হিবারের এক চিঠি থেকে জানছি যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আসছে—"An expensive set of the instruments has been sent out to Hindu College ; but natives are pressing for Sanskrit learning". (Bombay, dated 10 May, 1825). বিশপ হিবার ভুল করেছেন, হিন্দু কলেজের গভর্নররা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেন নি ; তাঁরা সংস্কৃত কলেজ গৃহে আশ্রয় চেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজ ৬৪ নং বৌবাজার স্ট্রীটে সংস্কৃত কলেজ ভবনে স্থান পেল। এর জন্য মার্চ মাসে তাঁরা গভর্নর মিঃ হ্যারিংটনের কাছে আবেদন করেছিলেন।

ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নতুন শিক্ষক, করণিক, দপ্তরী নিযুক্ত করতে হল। ব্যয়ভার বাড়ল। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে গভর্নররা কলেজ চালাবার জন্য সরকারী সাহায্য চাইলেন। ১লা জুলাই-এর সভায় এক প্রস্তাবে বলা হোল, "We should have no objection to vest in the General Committee a proportional share of authority." সেই সঙ্গে বলা হল, নীতিসংক্রান্ত প্রশ্নে দেশীয় সদস্যদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে—"always giving preference to the votes of the Hindoo members respecting the

Hindoo College," কলেজ পরিচালনায় দেশীয় সদস্যদের ও সরকার-প্রেরিত সদস্যদের কার কিরূপ ভূমিকা থাকবে, তা জানতে পারছি, 'গভর্নর'দের দ্বিতীয় চিঠি থেকে—It is scarcely to be apprehended that any question would arise in which the opinion of the native and European managers would be exactly balanced but should such an event occur we hope it will not be thought unreasonable in us to propose that a negative voice may be allowed to the native managers that is to say that any measure to which the natives express an unanimous objection shall not be carried into effect.

We beg further to observe that in thus expressing our readiness to play the Vidyalaya under the joint management of the natives and Europeans we do so in the full confidence that not only an informed course of study but the satisfaction of the native subscribers and managers of the Hindu community will be equally the object of both and we entertain no doubt therefore that in all modifications of the rules of the college it will never be forgotten that it is a Hindu institution for the purpose of cultivating especially English literature and science alone, that the admission of persons likely to injure that respectability and consequently to contract the utility of the college will always be strictly prohibited and that works directed against the character and principle of our countrymen will be also excluded. (G. C. P. I. Unpublished Records. Vol. 8. p. 96 ; 98.). এই পত্রে তখন ম্যানেজারবর্গ সবাই সই করেছিলেন—সই করেছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, গোপীমোহন দেব, রাজকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব, রসময় দত্ত, গুরুপ্রসাদ বসু, লাডলীমোহন ঠাকুর, রাধামাধব ব্যানার্জী, কমলাকান্ত দাস।

এই দলিলটির গুরুত্ব যে কতখানি তা আমরা যথাসময়ে বুঝতে পারব।

সরকার সব শর্ত মেনে নিয়ে কলেজের আর্থিক দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনকে 'ভিজিটার' রূপে প্রেরণ করলেন। উইলসনসহ আর একজন সরকারী প্রতিনিধি পরিচালক সভাতে স্থান পেলেন।

এতদিন সবাই বলেছেন, কলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারিটোর কোম্পানী

জাহাজডুবির ফলে দেউলিয়া হলে কলেজকে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। খবরটা বোধহয় ঠিক নয়। হিন্দু কলেজের টাকা তাঁর কাছে যে গচ্ছিত ছিল এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তিনি মাসে মাসে টাকা দিতে পারছেন না বলে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। কারণ ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে ৭ই জুন তারিখেও ব্যারিটোকে হিন্দু কলেজে টাকা পাঠাতে দেখেছি। (Unpublished Records of the Hindoo College)। প্রয়োজন মিটাতে পারা যাচ্ছিল না বলে নতুন ব্যবস্থা।

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ২১-এ মে থেকে উইলসন হিন্দু কলেজ কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য (Calcutta Monthly Journal. Sept., 1830)। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হবার পর এই বিদ্যায়তনকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গড়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট হলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। লর্ড ব্রুম (Brougham) ও স্যার জেসফ ম্যাকিনটস ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির বড় প্রবক্তা।

উইলসন ছিলেন একজন নর্তকীর সন্তান; বিদ্যা ও বুদ্ধি মানুষের উন্নতির সোপান হতে পারে, এ তিনি নিজের জীবনেই প্রতিপন্ন করেছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি দেখে এক সাংবাদিক লিখেছিলেন, 'intellect has triumphed over rank and wealth." (Bengal Chronicle, 27 September 1827).

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দেই ২৫-এ ফেব্রুয়ারি পটলডাঙায় কলেজের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। নতুন শিক্ষা শুধু সাহিত্য শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকলে তা সার্থক হবে না। চাই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।

কলেজের নতুন গৃহ তৈরি হয়ে আসছে; ছাত্রসংখ্যাও বাড়ছে। এখন প্রয়োজন আরও কিছু শিক্ষক। উইলসন যে নতুন পাঠক্রম তৈরি করেছেন, তাকে রূপদান করতে হলে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন বিষয়ে মোটামুটি দখল আছে এমন শিক্ষক প্রয়োজন। অথচ বিলেত থেকে শিক্ষক নিয়ে আসার মত আর্থিক স্বচ্ছলতাও নেই। কলকাতা থেকেই শিক্ষক বাছাই করতে হবে।

দ্যরোজিয়ো উইলসনের পূর্ব-পরিচিত। ড্রামণ্ড স্কুলে যখন হেনরি ছাত্র, তখন থেকেই উইলসন তাঁকে চেনেন। তাঁর সর্বশেষ পরীক্ষার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। কলেজ ছাড়ার পর ভাগলপুর থেকে ইণ্ডিয়া গেজেটে দ্যরোজিয়ো লিখতেন; সে সব লেখা উইলসন পড়েছেন। কলকাতায় এসে দ্যরোজিয়ো 'The India Magazine' প্রকাশ করেছেন। সে পত্রিকাও তিনি দেখেছেন। বাকি কাজ করেছেন ডাঃ জন গ্রাণ্ট। উইলসন এই বন্ধুর অভিমতের মূল্য দিয়েছিলেন। তাই প্রায় ছাত্রদের সমবয়সী এক কিশোরকে শিক্ষক পদে নিযুক্ত করতে ইতস্তত করলেন না। গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন (Natural Philosophy)

ও ইংরেজী সাহিত্যের জন্য অধ্যাপক সৃষ্টির কথা ভাবা হয়েছিল। অর্থানুকূল্য না থাকায় এসব প্রস্তাব কার্যকরী হয় নি (John Bull, 6 December, 1824)।

১লা মে ১৮২৬ দ্যরোজিয়ো হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বেতন মাসে ১০০ টাকা। এডওয়ার্ডস বলেছেন, ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে। এ খবর ঠিক নয়।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ছিল তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। প্রথম যুগে ইংরেজী শিক্ষা ছিল শব্দজ্ঞান অর্জন, পরে দাঁড়াল বাক্যরচনা প্রণালী আয়ত্ত করা এবং ইংরেজীতে জমা খরচ রাখতে শেখা। জন বুল-এর পর্যালোচনা যথার্থ। "English education, among the inhabitants of Bengal has hitherto had little more than mere language for its object, a sufficient command of which for conducting the details of efficient duty, comprehended the utmost ambition of native students. The spelling book, a few reading exercises, a grammar and a dictionary formed the whole course of their reading except in a few isolated instances of superior ability and industry ; little more was effected than a qualification of a copyist and an accountant." (John Bull, 18 January, 1831).

সাহেবদের সঙ্গে কাজকর্ম চালাবার পক্ষে যেটুকু ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন সেইটুকু আহরণ করাই ছিল তখনকার ছাত্রদের বাসনা। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলা-ইংরেজী শব্দকোষ সংকলনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন কলকাতার প্রধান প্রধান দেশীয় ভদ্রমহোদয়েরা। হিন্দু কলেজের প্রথম নয় বৎসরের (১৮১৭-১৮২৬) যে ইতিহাস, সে ইতিহাস অন্যান্য ইংরেজী শিক্ষালয়ের কৃতিত্ব অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক ছিল না। ডঃ উইলসন যখন হিন্দু কলেজের দায়িত্বভার নিলেন, তখনও হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরাও (Ist class) Teg-রচিত 'Book of Knowledge' পড়ত, Enfield-রচিত 'Speaker' পাঠ করত। তখন আরবী পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও বলবৎ ছিল।

উইলসন কলেজের দুর্বলতা কোথায় তা বুঝতে ভুল করেন নি ; তিনি তাঁর এক বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন "as long as Enfield's Speaker and Blair's Exercises are the only books read by the upper classes however valuable such Books may be as accessory and introductory to our literature it cannot be admitted that they convey accurate notions of its worth." (Wilson's Report, 1825—Proceedings of the General Committee of Public instruction. 20 December, 1825). এই সংকটের মীমাংসা কিভাবে হবে, তাও

তিনি বাৎলে দিলেন—'upper classes should lay aside miscellanies and enter boldly upon our best writers in prose and verse.' তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন সাধারণভাবে ইতিহাস, ভূগোল, এবং ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অর্জন হোল হিন্দু কলেজে শিক্ষার লক্ষ্য। "The general result of the operations of the Hindu College is to give the students a considerable command of the English Language, to extend their knowledge in History, Geography and to open to them a view of the objects and means of Science." (Wilson's Report, 1825)। এই মন্ত্র বলে এক অসাধ্য সাধন হোল। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি লিখেছেন "Whilst those of the present first class admit of no comparison with anything yet effected by the college, and far exceed the expectations which I then expressed or entertained." এক নব রূপান্তর সাধিত হোল। নবীন পাঠক্রম হোল প্রবর্তিত। এই নবীন পাঠক্রম রচনা একদিনে সম্ভব হয়নি ; ধীরে ধীরে হয়েছে। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে দেখেছি ১ম শ্রেণী—গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডের ভূগোল, মারের গ্রামার, স্কটের Beauties of Eminent Writers, Lectures on Philosophical Subjects.

২য় শ্রেণী—জয়েসের Dialogues, গোল্ডস্মিথের রোমের ভূগোল, মারের গ্রামার।

৩য় শ্রেণী—জয়েসের Dialogues, Cooper-এর ইংলণ্ড, গোল্ডস্মিথের ভূগোল, মারের ব্যাকরণ।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে এসে দেখছি এইরকম কিছু পরিবর্তন। ১ম শ্রেণী—রাফেলের History of Modern Europe (৩য়-৪র্থ খণ্ড) ; পোপ অনূদিত হোমারের অডিসি ২৪টি সর্গ। ড্রাইডেন অনূদিত ভার্জিলের ঈনিডের ৯টি সর্গ ; সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, ওথেলো, টেমপেস্ট, দ্য টেমিং অব দ্য শ্রু, হেনরী দ্য ফোর্থের অংশ।

২য় শ্রেণী—রাসেলের প্রথম ত্রিশটি পত্র—৩০৫ পৃষ্ঠা, টাইটলারের ইতিহাস, হোমারের অডিসি, মারের ইংরেজী ব্যাকরণ।

৩য়/৪র্থ শ্রেণী এনফিল্ড—Speaker, গোল্ডস্মিথ—গ্রীস—৫ম শ্রেণী ; Blair's Class Books গের Fables ; মারের Grammar, গোল্ডস্মিথের Geography, ইয়েটসের Natural Philosophy (১৪ জানুয়ারি, ১৮৩০—উইলসন রিপোর্ট)।

এই পাঠক্রম উইলসনের তৈরি ; তবে দ্যারোজিও উইলসনের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কাজে যোগদানের তিন বৎসর পরে এই পাঠক্রম তৈরি হয়েছে। স্বভাবতই উইলসন এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা

করেছিলেন। এই পাঠক্রম শ্রেণীকক্ষে প্রতিদিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে রূপদান করতে হবে। এবং সে কাজে দ্যরোজিয়োর ভূমিকা ছোটো নয়। এই পাঠ-ক্রমও পরিবর্তিত হবে। ১৮৩০ থেকে সমৃদ্ধ পাঠক্রম দেখব। এই নবীন পাঠক্রমে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য সাহিত্য, মনোদর্শন বা মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy), ইতিহাস, গণিত, ভূতবিদ্যা (Natural Philosophy) ও ভূগোল স্থান পেল। সাহিত্যের পাঠ্যসূচীতে সেক্সপীয়ার, মিলটন, পোপ, ড্রাইডেন, অ্যাডিসন, জনসন, গোল্ডস্মিথ, গ্রে, হোমার, (অনূদিত); দর্শনে বেকন, লক, স্টুয়ার্ট, হার্টলি, রীড, অ্যাবারক্রম্বি; বিজ্ঞানে নিউটনের তিন শাখা (Three Sections), Optics, পোর্টারের বলবিদ্যা (Mechanics), হাইমারের জ্যোতির্বিদ্যা, হার্সেলের জ্যোতির্বিদ্যা, হলের ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, হলের উচ্চতর গণিত ও জ্যামিতি, ইতিহাসে গ্রীস, রোম, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস—গিবন, হিউম, রবার্টসন, প্রভৃতির রচনা; অর্থনীতিতে এ্যাডাম স্মিথের সদ্য প্রকাশিত 'ওয়েলথ অব নেশন্‌স' পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছিল। ন্যায়শাস্ত্রে মিলের লজিক, হোয়ার্টলির লজিক এবং লেথামের ইংরাজী ভাষা সম্পর্কিত রচনা পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল (An Address to the Parliament on the duties of Great Britain to India — Charles Cameron, London, Longman, Brown, Green & Longman. 1853. Page-153)। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত গ্রন্থ পঠন-পাঠনের ফলে শুধু ভাষাজ্ঞান অর্জন নয়, সত্যিকার শিক্ষালাভও সম্ভব হোল। Novum Organuum-এর ভূমিকায় হিন্দু কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ মিঃ কার লিখেছিলেন "They (Bacon, Milton, Adam Smith and Shakespeare) will make him a moral and intellectual being", তা সত্য হতে চলল। সেই ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রদের কার্য-কলাপ দেখে সংবাদপত্রে বিদ্রূপ করা হয় (John Bull, 25 Jan., 1824); তখনই রটে গিয়েছিল, হিন্দু কলেজে ধর্মশিক্ষার পাঠ তুলে দেওয়া হয়েছে।

॥ ২ ॥

আর ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের হিন্দু কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা দেখে জনৈক সাংবাদিক বলেছিলেন, হিন্দু কলেজ বাঙালী যুবকদের মস্তিষ্ক ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানে পূর্ণ করতে চায়, তারা ইংরাজী সাহিত্য পড়ুক এবং তা উপভোগ করুক এটাও চায়। আর চায় তারা যেন ব্যক্ত করতে পারে "just conclusions on a clear and polished style, founded upon a comprehensive view of constitution of society, and the phenomena of nature." পূর্বেই বলেছি, এই নবীন হিন্দু কলেজের রূপকার ছিলেন ডঃ উইলসন। ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় তিনি নবীন পাঠক্রমটি প্রবর্তন করেছিলেন। এই রকম

পাঠক্রম বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হতে লাগলেন। ডঃ রস ও ডঃ টাইটলার প্রকৃতিবিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। দ্যরোজিয়ো কবে নিযুক্ত হন? দু'জন শিক্ষকের নাম পাওয়া যাচ্ছে—২৩-এ মে সমাচার দর্পণে। তা থেকে জানা গেল হিন্দু কলেজ ডিয়ারম্যান ও দ্যরোজিয়ো নামে দু'জন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দ্যরোজিয়োর ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের জন্ম-বার্ষিকী বক্তৃতায় বলেছেন যে, ১৩ই মে দ্যরোজিয়ো হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। সমাচার দর্পণের সংবাদটি ১৩ই মে তারিখে প্রকাশিত হয়েছে; তার অর্থ এই নয় যে ঐ তারিখে ঐ নিয়োগ ঘটেছে। ৩রা মে (সম্ভবত ১লা বৈশাখ) ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে বৌবাজার স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে হিন্দু কলেজ পটলডাঙ্গার নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এবং সম্ভবত তার পূর্বেই এই নব নিয়োগপত্রাদি বিলি করা হয়েছিল। দ্যরোজিয়োর কর্মকাল ১লা মে থেকে শুরু হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে সর্বসাধারণের সম্মুখে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করত। সারা বছর অনুশীলন করে তারা কতটা পড়তে, লিখতে ও বানান করতে শিখেছে তার পরিচয় দেওয়া হোত। এবং যাঁরা উঁচু ক্লাসের ছাত্র, তাঁরা ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতেন। তাতেই অবশ্য তাঁদের কপালে সেদিন ভালো ভালো চাকরী জুটত।

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের পরীক্ষার বিবরণের কথা বলেছি। তখন ছাত্ররা বিজ্ঞান বিষয়ে হাস্যকর জবাব দিয়ে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হয়েছে। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দেও তারা কেবল ভূগোল-বিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। অর্থাৎ তারা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে তেমন পরিচিত হতে পারেনি। এশিয়াটিক জার্নালের এক খবরে জানছি, Mechanics, Optics, Hydraulics প্রভৃতি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা ভালই জবাব দিচ্ছে।

উইলসনও বলেছেন, বিজ্ঞান শিক্ষায় উন্নতি হয়েছে। এর জন্য কৃতিত্ব ডঃ রসের; তবে সাহিত্য পঠন পাঠনে উন্নতি হয়নি। স্বয়ং উইলসন তাঁর ১৮২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্টে বলছেন, এমন কিছু ঘটেনি যার বলে আমি আমার গত বৎসরের অভিমত পাল্টাতে পারি। এর জন্য কোন কৈফিয়ৎ খাড়া করে লাভ নেই। "It cannot introduce the pupils an intimacy with our literature or give them a very profound taste for literary pursuits." তবে আমি খুসি যে ছেলেদের ইংরিজি ভাষার উপর দখল বেড়েছে। তারা আজ নিজেদের বক্তব্য "with tolerable accuracy" প্রকাশ করতে সক্ষম। পাঠক্রম পুরাতনপন্থী; সেক্সপীয়র, মিলটনের কোন বই গোটা পড়ানো হয় না, সংকলিত অংশ পড়ানো হয়। ভাষা শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া

দেওয়া হচ্ছে—পিয়ার্সনের Dialogues, ব্রেয়ারের Exercises, মারের Grammar, জয়েসের Dialogues, মারের Spelling Books, রিকেটের Exercise পাঠ্য-তালিকাভুক্ত (Persian Proceedings—Home Department No. 201, P. 7 ; February, 1826)। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে হাওয়া পাল্টে যাচ্ছে একটু একটু করে ; স্বয়ং উইলসনের নেতৃত্বে সুফল ফলতে শুরু করেছে। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার রিপোর্টে দেখছি—ছাত্রেরা ইতিহাস ভূগোলে ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সন্তোষজনক উত্তর দিচ্ছে (John Bull, 20 Jan., 1826)। "শিক্ষার উপযোগিতা কি" তাই নিয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এই লিখিত বিতর্কে অংশগ্রহণ করছেন, অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণধন মিত্র, ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক। এঁরা অনেকেই পরবর্তী যুগের মোটামুটি পরিচিত, কেউ কেউ অতিশয়-খ্যাত ব্যক্তি (John Bull, 18 Jan., 1826)। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে ছাত্রেরা শুধু প্রবন্ধ লেখায় নয়, আবৃত্তি ও বক্তৃতাতেও কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। নতুন বাড়িতে উঠে আসার পর নতুন শিক্ষকমণ্ডলীর যোগদানের পর এই হোল প্রথম পরীক্ষা ; উইলসন তাঁর প্রতিবেদনে বলছেন, গত বৎসর প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা যে প্রকার যোগ্যতা দেখিয়েছিল, এবারকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা তার থেকে বেশি যোগ্যতা দেখাচ্ছে। ভালো শিক্ষক সংগ্রহ করা গেলেও ভাল বই সংগ্রহ করা সহজ নয়। এই রিপোর্ট থেকে জানা গেল যে, বেলা তিনটার পর ইংরেজী শিক্ষকরা স্কুল ছেড়ে যান ; তখন বাংলা ও ফারসী ক্লাস শুরু হয়। ফারসী পড়ানো হচ্ছে চাকরীর প্রয়োজনে। তখনও দরবারের ভাষা (Court Language) ফারসী। তবে অন্তত একজন ইংরাজী বিভাগের শিক্ষককে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত থাকবার কথা বলা হোল। শৃঙ্খলা রাখবার জন্য।

১ম শ্রেণীর ছাত্রদের প্যারাডাইস লস্ট, জুলিয়াস সীজার ও গোল্ডস্মিথের ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা, পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল (Wilson's Report—1827)। ভাষাজ্ঞান শব্দজ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছে (Calcutta Gazette 10 Jan., 1828)। এর পূর্বেই অবশ্য নতুন শিক্ষকেরা যোগদান করেছেন। এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারী রাজকিশোর বসুর বক্তৃতার শেষাংশ উদ্ধৃত করা হোল—"The European benefits consist solely in pecuniary assistance, whereas ours are not only the same, but the gain of learning, which is still more substantial, and to conclude with saying, that we are safe every way, improving in literature and sciences day by day and shall continue to do so as long as the British patronising sway shall rule over us." (Calcutta Govt. Gazette, 24 Jan., 1828). ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে হিন্দু কলেজের পরিবেশে দারুণ পরিবর্তন ঘটে

গেছে ; তার পরিচয় কয়েক ঘণ্টার বার্ষিক উৎসবেও চাপা থাকছে না। এই বৎসর বার্ষিক পরীক্ষা-উৎসবে ছাত্ররা যে সব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক করল, তা শুধু জ্ঞানমূলক নয়, চলমান জীবনের নানা জরুরী প্রসঙ্গ তাতে উঁকি দিল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের বিতর্কের বিষয় ছিল—The consequences resulting to Europe and Asia by the discovery of the passage round the Cape of Good Hope—উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে নৌপথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার কি কি সুবিধা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের বিতর্কের বিষয় হোল—The Preference to be given to the public distinction or to private happiness—ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, না সামাজিক সমৃদ্ধি—অনুসরণীয় কোন্‌টি ? বিতর্কে অংশগ্রহণ করলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং গঙ্গা-গোবিন্দ গাঙ্গুলী। গঙ্গাগোবিন্দ বললেন, "a life which is not serviceable to our fellow creatures is not at all to be preferred to one, which has for its object the benefits of our species, and in which one is actively engaged in promoting that philanthropic end......and I therefore prefer public distinction because in public life the greatest good can be done to a greater number of beings, which in private life, cannot be expected." এই বিতর্কে মাধবচন্দ্র মল্লিকও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই বৎসর আরও তিনটি বিষয়ে তিন শ্রেণীর ছাত্ররা প্রবন্ধ লেখে। তৃতীয় শ্রেণীর বিষয় হোল—The Preferable claims to the Administration of different Grecian States ; পঞ্চম শ্রেণীর বিষয় হোল—Consequences of the Britons from the Roman conquest. এছাড়া এই বৎসরের পরীক্ষা-উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরেজী রচনা। কাশীপ্রসাদ ঘোষ পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট ইংরেজী লেখক ও কবি। The Hindu Intelligencer পত্রিকার সম্পাদক ও 'The Shair and Other Poems'-এর কবি। কাশীপ্রসাদ ঘোষের শক্তিমত্তার প্রথম প্রকাশ এই বৎসরই ঘটে। কাশীপ্রসাদ সেকালের বিখ্যাত লেখক জেমস মিলের বৃটিশ ভারতের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম চারটি পরিচ্ছেদের উপর একটি সমালোচনা লেখেন। ঐ সমালোচনা নিবন্ধে নানা প্রসঙ্গের অবতারণার পর তিনি লিখলেন যে, জেমস্ মিল হিন্দুদের চতুর্যুগ কল্পনাকে 'দুর্বার শৃঙ্খলাহীন কল্পনা'র (wild ungoverned imagination) পরিণতি বলেছেন। কিন্তু হিন্দুদের ঐ সিদ্ধান্ত আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হয় (chronology in those times was closely allied to astronomy ; in fact the latter was the base of the former science.) তখন কাশীপ্রসাদ

স্কুলের ছাত্র ; কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য সেকালের প্রভাবশালী পত্রিকায় প্রতিধ্বনি তুলেছে। "When Mr. Mill wrote his History of the British India, he, very probably, never suspected that the pages of his work would be critically examined by a Hindoo, distinguished for his arguments in the English Language, and familiar with the classical recondite learning of the West." (Calcutta Gazette, 24 Jan., 1828). উক্ত সংবাদপত্রে আরও বলা হল যে, একজন ছাত্রের কলম থেকে এই জাতীয় রচনার প্রকাশ খুবই অপ্রত্যাশিত ; কারণ মাত্র কয়েক মাসের শিক্ষায় এটা ঘটেছে। এই বৎসরের বার্ষিক উৎসবে আরও দুটি 'বিষয়' প্রদর্শিত হয়—১. কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও হরচন্দ্র ঘোষের লেখা ইংরাজী কবিতা। ২. প্রদর্শিত হয়েছিল ছাত্রদের আঁকা ছবি। উলস্টোন নামে একজন দক্ষ শিল্পী শিল্প-শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেছেন। এছাড়া ছাত্ররা অভিনয় বা আবৃত্তিতে কুশলতা দেখায়। মার্চেন্ট অব ভেনিসের অংশবিশেষ অভিনীত হয় ; কাশীপ্রসাদ ঘোষ শাইলকের ভূমিকা অভিনয় করেন। সাংবাদিক লিখছেন, "He had proper conception of the character." (Bengal Hurkaru, 15 Jan., 1828)। কাশীপ্রসাদ ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দেই প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি আরও তিন বছর এই শ্রেণীতে পড়েছিলেন (Wilson's Report. 20 Jan., 1825)। সাংবাদিক লিখছেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিতর্ক ঐ একই কক্ষে অনুষ্ঠিত হত ; তখন ছাত্রেরা হিন্দুস্থানী, ফারসী ও বাংলায় বক্তৃতা দিত। আজ ছাত্ররা বক্তৃতা দিচ্ছে ইংরেজীতে। পূর্বে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা ছিল মুখ্য লক্ষ্য। আজ ইউরোপীয়দের রাজনীতি ও কায়দাকানুন অনুকরণ করা হল প্রধান লক্ষ্য। "This is certainly a grand step towards enlarging the sphere of this understanding and freeing them from the spell of prejudice." (John Bull, 10 Jan., 1828)। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বাংলায় কৃতিত্ব না দেখালেও পরীক্ষা দিয়েছিল। অন্তত দু'জনের নাম পাচ্ছি—দক্ষিণানন্দন মুখার্জি ও রামচন্দ্র মিত্র (Unpublished Records, Vol. 12, p. 493-553).

এই বার্ষিক পরীক্ষা দেখে জন বুল এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখল ; তাতে লিখল ছাত্রদের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যত পরিচয় বাড়বে, ইউরোপীয়দের মত তারা একই প্রকার 'intellectual, moral and religious privileges'-এর সঙ্গে পরিচিত হবে (John Bull, 20 Jan., 1828)।

উইলসন রিপোর্টে (1st Feb., 1828) বিস্তৃত খবর পাচ্ছি। তিনি বলছেন বর্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা যথেষ্ট উচ্চমানে পৌঁছেছে ;

এখন আর তাদের স্কুলের সাধারণ কর্মসূচীর (routine) মধ্যে বদ্ধ রাখা সমীচীন হবে না। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা ইংরেজী সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রবেশাধিকার পেয়েছে ; এটা তারা পেল পোপের কবিতা পড়ার ফলে, অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইলিয়াড পাঠের ফলে, ভিক্টর অব ওয়েপফিল্ড, সমগ্র প্যারাডাইস লস্ট. জুলিয়াস সিজার. সিম্বেলিন ও মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস পাঠের ফলে। তারা ব্লেয়ারের বক্তৃতা অংশত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কামেস (Kames) লিখিত এলিমেণ্টস অব্ ক্রিটিসিজম (Elements of Criticism) পাঠ করেছে। পঠিত গ্রন্থের সাহিত্যিক গুণাগুণ তারা যেভাবে বিচার করে, তা মোটামুটি সঠিক। ইতিহাস পড়বার সময় তারা গোল্ডস্মিথের গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ড-এর ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার পড়েছে। এসব বই পড়ে তারা মোটামুটি ইতিহাসের ঘটনাবলীর সাধারণ ধারাটি জেনেছে তবে তারা যে গভীর জ্ঞান লাভ করেছে, একথা বলা যাবে না। কারণ ধ্রুপদী গ্রন্থের (classical works) সঙ্গে যতদিন না পরিচিত হচ্ছে ততদিন এই জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। ইতিহাসের ক্রম তারা ভালো জানে না। ভূগোল তারা ভালোই জানে।

গণিতে তারা জ্যামিতির প্রথম সূত্রগুলি শিখেছে ; পাটীগণিতে তারা সবকয়টি নিয়ম আয়ত্ত করেছে।

উইলসন জানাচ্ছেন যে, রসের বক্তৃতা খুব জনপ্রিয় হয়েছে ; যেসব ছাত্র কলেজ ত্যাগ করেছে তারাও বক্তৃতা শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে।

ছাত্রদের নানা সাফল্য বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা যেমন ইংরেজী শিখছে, তা কিন্তু একেবারে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, "Offences against grammar and idiom are observable to a degree than could be wished." এর কারণ কি ? তাঁর মতে পরিচালনাব্যবস্থায় গলদ। বই এবং শিক্ষক প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যাল্প। কাব্য নাটক উপন্যাস প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ তৈরি করার প্রস্তাব দিলেন। এবার ১ম শ্রেণীতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ. অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে রসিককৃষ্ণ, অমৃতলাল মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন, ৩য় শ্রেণীতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, ৪র্থ শ্রেণীতে রাধানাথ শিকদার, শিবচন্দ্র দেব পরীক্ষায় ভাল করেছে (Willson's Report, 1st February, 1828)।

কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার দেবার জন্য এবার বিলেত থেকে নির্বাচিত বই ও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হোল। বইগুলির নাম—

১. Lectures On Natural Philosophy—edited by Dr. Brewster, 3 vols.

২. Phillip's Astronomy.

৩. „ Geology

৪. Yartras's Chemical Catechism

৫. Michell's Mathematical Dictionary

৬. Millard's Pocket Cyclopaedia.

যন্ত্রপাতির মধ্যে আনা হয়—পকেট মাইক্রোসকোপ, মালটিপ্লাইং গ্লাস, ইলেকট্রিক্যাল বটলস, ঘোড়ার ক্ষুরের মত চুম্বক ইত্যাদি (Wilson's Report 1827).

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক উৎসবে ছাত্রদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সাংবাদিকের অভিমত আর সুপারভাইজারের অভিমতের মধ্যে সঙ্গতি আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পরিবর্তনের পিছনে কার অবদান সর্বাধিক? কার শিক্ষকতা ও জীবনাদর্শ এখানে সবথেকে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে? উইলসন, না উনিশ বৎসরের জনৈক কিশোর শিক্ষক? হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক J. J. D' Anselme পূর্বেও প্রধান শিক্ষক ছিলেন, আজও আছেন। নিশ্চয়ই এই পরিবর্তনের জন্য তাঁকে সাধুবাদ আমরা দিতে পারি না। ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় উইলসন পরিবর্তনের হাওয়া এনেছেন। ক্যালকাটা মনথলি জার্নালে উইলসনের হিন্দু কলেজ সংক্রান্ত অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে লেখা হয়। আমরা ঐ রিপোর্টটি সম্পূর্ণ তুলে দিলাম—Ever since he was nominated a Visitor of the College regularity of that institution was established and instructions of the students highly promoted through his unwearied exertions. Mr. Wilson alone examines all the boys or gratuitiously in every branch of Sanskrit and English Science, as well as Bengali—Persian and corrects their translations and compositions, his exertions and trouble are most indefatigable and zealous from morning to evening, for nearly a whole month and this arduous task performed by him without the assistance of any individual, with that cheerfulness and urbanity which wins the affections as well as the gratitude of the scholars. The recitation of the scholars which meets with universal approbation was introduced by Mr. Wilson (Calcutta Monthly Journal, Sept., 1830, p. 270). সাংবাদিকের এই প্রতিবেদনে উইলসনের প্রশংসা পড়ে আনন্দ হবে, যদিও তার সবটুকু বক্তব্য মেনে নেওয়া চলে না। বিশেষ করে আমরা যখন জানি উইলসন শুধু পরীক্ষাই নিতেন, পড়াতেন না।

রিপোর্টটিতে চোখ বুলালে বোঝা যাবে উইলসনের কাজ প্রতিদিনের কাজ নয়, সাময়িক কাজ। প্রতিদিনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে কার আদর্শ সর্বাপেক্ষা

প্রভাবশালী হয়েছিল ? ব্যক্তি বিশেষের আদর্শ নয়। সিডনী কলেজ ও হিন্দু কলেজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত হয়, ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিকল্পিত হয়, উইলসনের অধিনায়কত্বে এবং হেয়ারের সহযোগিতায়। পরিবর্তন নিয়ে এল নবীন পাঠক্রম ও নবীন নবীন গ্রন্থকার। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে নতুন ছাত্রগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাচ্ছি। নতুন পর্ব সুরু হয়ে গেছে। আগামীকালের 'বামপন্থী' সমাজের নেতৃবৃন্দের উদ্ভব ঘটছে। এই বৎসর কৃষ্ণমোহন, রসিক, গঙ্গাচরণ, হরচন্দ্র, শিবচন্দ্র, রাধানাথ আবৃত্তিতে যোগ দিয়েছেন। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক উৎসবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালভাবে দেখতে পাই। কৃষ্ণমোহন প্রত্যক্ষত-দ্যরোজিওর ছাত্র ছিলেন না ; কিন্তু তাঁকেই গুরু বলে জানতেন। এই বার্ষিক পরীক্ষায় লাল গোলাপ ও শ্বেত গোলাপদের কলহ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে তিনি নানা তথ্য পরিবেশন করলেন। তার থেকেও বড় খবর হোল কৃষ্ণমোহন অক্সিজেন (Oxygen) ও নাইট্রোজেনের মৌলিক উপাদান ব্যাখ্যা করলেন। সুন্দর আবৃত্তি করলেন। বেঙ্গল হরকরা কৃষ্ণমোহনের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখল—'Would the Spirit of Addison have been present he would have felt that his idea of the soul had been enriched by the poetic spirit of the Hindoo child'—কৃষ্ণমোহন ক্যাটোর স্বগতোক্তি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেছেন।

ছাত্রদের ইতিহাস-জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে গত বৎসর সাংবাদিকরা সমালোচনা করেছিলেন। এবার প্রশংসা করলেন। ছাত্ররা প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে যথেষ্ট অধিকার লাভ করেছে। বিজ্ঞানেও তারা কৃতিত্ব দেখাচ্ছে, বিশেষ করে রসায়নশাস্ত্রে ও গণিতে। ইংরেজী ভাষায় তাদের অধিকার বেড়েছে। তাদের অনুবাদে ভুলের বহর কমেছে—পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলির কথা মনে রেখেই বলছি (Vol. 15, Part 7)।

সাংবাদিকরাও সুখ্যাতি করেছেন। কৃষ্ণমোহনের ইতিহাস বিষয়ক বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রশংসিত হয় (Asiatic Journal, Aug., 1829)। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্টে দেখছি প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা কলেজ ছাড়তে রাজি হোল না। সব বিষয়ে ছেলেরা উন্নতি করেছে—গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল (1830, Wilson's Report)।

ডঃ রসের পড়ানো কেমন ছিল তার বিবরণ জ্যাকমঁ (Jacquemont) দিয়েছেন। ক্লাস খুব প্রাণবন্ত হোত ; ছেলেরা উৎসাহভরে আসত।

ডঃ টাইটলার সপ্তাহে বারো ঘণ্টা ক্লাস নিতেন। তাঁর শিক্ষকতায় জীবন-বিজ্ঞানে ছাত্ররা জ্ঞান লাভ করেছে। তিনি ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। টাইটলারের এক চিঠি থেকে জানছি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের জন্য রামকমল সেনের গৃহে 'অ্যানাটমির' ক্লাস হোত। ছেলেরা শব ব্যবচ্ছেদ দেখত ; তবে তাদের এই ব্যাপারে

বিতৃষ্ণা ছিল। তারা চাইত না যে, লোকে জানুক তারা শব ব্যবচ্ছেদ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। একবার পাঠদান চলাকালে একজন সাংবাদিক ঐ কক্ষে ঢুকে পড়েন। তিনি চলে গেলে ছাত্ররা অধ্যাপককে বলেন এইরকম ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তার জন্য যেন তিনি অনুগ্রহ করে দৃষ্টি রাখেন। তারা গোপনেই এই ক্লাস করছে; এটা জানাজানি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ছাত্রেরা যে ভাবেই দেখুক, শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক খুলে দেওয়া হোল (Vol 6, 1828)।

ডঃ টাইটলারের চেহারাটি ছিল দশাসই; কিন্তু চোখ দুটি ছিল খুদে। তবে বিজ্ঞানে ও লেখাপড়ায় উৎসর্গীকৃত মন। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদে ভীষণ অমনোযোগী ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই প্রতিভাবান, তেমনি ছিলেন ভালো শিক্ষক। ঠিক হিসেবী বা বৈষয়িক বুদ্ধির লোক ছিলেন না। গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত, সংস্কৃত ভালো জানতেন, তবে উইলসনের মত খ্যাতিমান হতে পারেন নি (Alexander's East India Magazine-1834. p. 361)।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে ছাত্রদের লেখা ছয়টি সেরা প্রবন্ধ অভ্যাগতদের শোনান হোল; প্রবন্ধের বিষয়গুলি ছিল এই—

১. রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ শাসনবিধি?
২. মানুষের সদ্‌বৃত্তিসমূহের প্রকৃত নির্ণয়কারী কে? দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য?
৩. ইতর জন্তু নিধন কি নীতিসম্মত?
৪. ইউরোপীয় বা হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি মানবজীবনের সুখ সমৃদ্ধির পক্ষে প্রকৃষ্টতর?

এ ছাড়াও, এ বৎসর ছাত্রদের রচিত ও অঙ্কিত কবিতা ও চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ১ম শ্রেণীর পুরোন ছাত্রেরা বিদায় নিল; কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ কলেজ ছাড়লেন। ২য় শ্রেণীর ছাত্রেরা প্রথম শ্রেণীতে উঠল। শিক্ষার মান উন্নত হোল না। "On some respects the attainments may be regarded as stationary." উচ্চতর গণিতে ছাত্রেরা উন্নতি করেছে। দ্বিতীয় শিক্ষক মিঃ হ্যালিফ্যাক্স ছুটি নিলে তাঁর কাজ দ্যরোজিও সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করেছেন। ২য় ও ৩য় শ্রেণীর পাঠদান দ্যরোজিও একাই করেছেন (Vol. 16, p. 30-31)। টাইটলার ও রসের শিক্ষাদান রীতির প্রশংসা করা হোল।

কলেজে আইন পঠন-পাঠনের জন্য উইলসন একটি অধ্যাপকের পদ তৈরির প্রস্তাব দিলেন। এই পদের বেতন হবে মাসিক তিন শত টাকা। এই পদের জন্য দ্যরোজিওর নাম সুপারিশ করলেন। এছাড়া ধনবিজ্ঞানের (Political Economy) ওপর বক্তৃতা দিতেও দ্যরোজিও রাজি হয়েছেন। তখন আইন শাস্ত্রের বই কলকাতায় প্রচুর পাওয়া যেত। (Bengal Hurkaru, Jan-March, 1828) "Mr. De-Rozio, I have ascertained, is willing to undertake tuition in

the branch also, if relieved from his daily duties from the school (H. H. Wilson—30 Jan., 1831, Vol. 10, p. 33-34).

সরকার এই প্রস্তাব মেনে নেবেন; কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী হবার পূর্বেই দ্যরোজিওকে চাকুরী ত্যাগ করতে হয়। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজের সঙ্গে দ্যরোজিওর সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছিল। এই বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষা উৎসবে তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়; তার বিষয়বস্তু হোল—

১ উত্তরাঞ্চলে বর্বরদের আকস্মিক অভ্যুদয় এবং সেই কারণে রোমক সাম্রাজ্যের বিনাশ—সভ্যতার অগ্রগতিতে এই দুই ঘটনার প্রভাব।

২. বিজ্ঞান অনুশীলন অপেক্ষা ভদ্র সাহিত্য-অনুশীলন ব্যক্তিবিশেষ, জাতি বিশেষের কাছে অধিকতর সুখকর, হিতকর ও সম্মানজনক নয়।

৩. সামাজিক সন্তোষ উৎপাদনে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব পালন ও সামাজিক দায়িত্ব পালন সম-প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র রামতনু লাহিড়ী প্রথম বিষয়টি অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখে সাধুবাদ পান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ের উপর লিখেছিলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র রাধানাথ শিকদার ও হরচন্দ্র ঘোষ। রাধানাথ লিখেছেন যে, দ্যরোজিও তাঁকে দর্শন পাঠে উদ্বুদ্ধ করেন। এইসব প্রবন্ধলেখক সকলেই "displayed considerable reading and very respectable powers, both of composition and reading".

এবার মার্চেন্ট অব ভেনিস প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি অভিনীত হয়। কৈলাস চন্দ্র দত্ত শাইলক আর রামগোপাল টুবালের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন (সমাচার দর্পণ, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১)।

এরপরে হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর আর কোন সম্পর্ক থাকলো না। এবং এই মরজগৎ থেকে তাঁর বিদায় নেবার তারিখটিও খুব দূরবর্তী নয়।

উদ্ধৃত সব বিবরণের তলায় তলায় কেবল কি উইলসন উপস্থিত আছেন? দ্যরোজিও কি নেই? দ্যরোজিও কেমনভাবে পড়াতেন, এটা জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। দ্যরোজিও খুব দ্রুত বক্তৃতা দিতে পারতেন না, কেউ কেউ বলছেন। তবে তাঁর ক্লাস যে খুব আকর্ষণীয় ছিল, এ বিষয়ে অনেকের সাক্ষ্য আছে। লালবিহারী দে লিখেছেন, "The class of Derozio in the Hindu College was not the dull and monotonous thing which a class on these days of cram is in the Indian Colleges" (Recollections of Alexander Duff—Lal Behary Dey, London, 1879, p. 22)। লালবিহারী নিজে তাঁর ছাত্র ছিলেন না, তাঁর পড়ানো শোনেন নি। তবে অপরের সাক্ষ্য থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

দ্যরোজিও উইল্‌সনের চিঠিতে উত্থাপিত অভিযোগের জবাবে লিখেছিলেন,

"আমি ছাত্রদের হিউমের রচনাবলীর সঙ্গে যেমন পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, তেমনি ডঃ রীড ও স্টুয়ার্টের বিরোধী যুক্তির সঙ্গেও তাদের পরিচয় করিয়েছি।" অর্থাৎ, দ্যরোজিয়ো একপেশে ছিলেন না, কোন একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তার পক্ষে ও বিপক্ষে সবগুলি যুক্তিই হাজির করতেন।

ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী জ্যাকম্ (Victor Jacquemont) হিন্দু কলেজে এসেছিলেন—বিজ্ঞানশিক্ষক ডেভিস রসের আমন্ত্রণে এসেছিলেন। তিনি রসের ক্লাস নেওয়া দেখেছেন; দ্যরোজিয়োর ক্লাস নেওয়া দেখেছেন। দ্যরোজিয়োর পড়ানোর পদ্ধতি তাঁর বক্তব্য থেকে বেশ স্পষ্ট জানা যায়।

ছেলেরা একটি নিবন্ধ লিখে এনেছে; নিবন্ধের বিষয়বস্তু হোল 'To what extent duelling is justified?' প্রত্যেক ছাত্র তার রুচি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিল; একজন ছাড়া সবাই duel-এর পক্ষে মত দিল। শিক্ষক (যাঁকে জ্যাকম্ demi-caste, half-caste Eurasian বলেছেন) ডুয়েলের পক্ষে ও বিপক্ষে যে যে যুক্তি উত্থাপন করা যায়, সব তুললেন।

তবে দ্যরোজিয়োর পড়ানো শুধু শ্রেণীকক্ষের মধ্যে বন্দী থাকল না। হিন্দু কলেজে চাকরীর ফাঁকে ফাঁকে তাঁর সাহিত্যচর্চা চলছে। নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে, এগুলি একত্র করে ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে তাঁর প্রথম কাব্য সংকলন 'Poems' প্রকাশিত হোল। এই কাব্যে নান্দীমুখ হোল 'The Harp of India'। মুরের, না বাইরনের প্রভাব বেশি, এটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা দেশমাতৃকাকে সারস্বত সাধনার আদি মুহূর্তেই তিনি স্মরণ করলেন।

৮ই জুন বেঙ্গল হরকরায় এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি বেরুল—

Just Published

Poems by H. L. V. Derozio, Price Sa Rs. eight,
to be had of Messrs. S. Smith & Co.
Hurkaru Library.

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য—The Fakeer of Junghiera প্রকাশিত হোল। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট বেঙ্গল হরকরাতে বের হোল —In the press and speedily will be published The Fakeer of Junghiera and other poems, by H. L. V. Derozio.

"Encouroged by the favourable reception of his first work the author submits these proposals for publishing another and respectfully solicits the patronage of the public."

এই সংকলনের ফকির অব জঙ্গীরা সম্পূর্ণ নতুন কবিতা; মূল্য ধার্য হয়েছে ৮ টাকা। শীঘ্র বের হবে বললেও বের হতে আরও ছ-মাস লেগে গেল।

অক্টোবরে ছাপা হোল। ফকির যখন ছাপা হোল তখন একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠিত হয়ে গেছে।

গুরুর এই অনলস কাব্যচর্চা শিষ্যদের ওপরে প্রভাব ভালোরকম ফেলেছিল। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে বার্ষিক পরীক্ষা উৎসবে হরচন্দ্র ঘোষের লেখা দুটি কবিতা পঠিত হোল—একটি বারাণসীর (Benaras) ওপরে লেখা, আর একটি জোনাকির (Firefly) ওপরে লেখা (Bengalee Hurkaru 18 Jan. 1828)। তখনও দারোজিয়োর দ্বিতীয় কাব্য সংকলন ছাপা হয় নি। হরচন্দ্র Anacreon-এর ৩৫ সংখ্যক 'Ode' বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন (Bengal Annual-1830. S. Smith & Co.)। কবি-শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছাত্রদের প্রতিভাকে জাগিয়ে দিল। হরচন্দ্র পরে কবি হিসাবে খ্যাতির অধিকারী হবেন না, কবি হিসাবে খ্যাতির অধিকারী হবেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। তাহলেও হরচন্দ্র ও কাশীপ্রসাদের কবিতার দেশ-সচেতনতার উৎস খুঁজতে হলে কোথায় যাবো ?

॥ ৩ ॥

বার্ষিক পরীক্ষার বিররণীতে এই নতুন জীবনের স্পন্দন ধরা পড়েছে। পরীক্ষা-উৎসবে প্রবন্ধ পড়ে, বিতর্কে যোগদান করে, কবিতা আবৃত্তি করে ছাত্ররা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করে তুলত, একথা বললে সবটুকু বলা হবে না। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে দারোজিও একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠন করেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন ঐ সভার সভাপতি, আর উমাচরণ বসু ছিলেন সম্পাদক।

একাডেমিক এসোসিয়েশন ছাত্রদের প্রথম আলোচন-সভা। এর ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা-যোগ্য। আলোচনা-সভার প্রয়োজনীয়তা কিছু দিন ধরেই উপলব্ধি হচ্ছে, তার জন্য দাবীও উঠছে। প্রথম প্রথম কলেজেই এই সভার বৈঠক বসত, পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়, কলেজ কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে। প্যারীচাঁদ বলেছেন ১৮২৯ বা ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠিত হয় ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশানের গৃহে, পরে হেয়ার স্কুলে স্থানান্তরিত হয়। সপ্তাহে একদিন বৈঠক বসত ; কয়েক ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলত। "It was at last proposod to establish in 1829 or 1830, a debating club, called Academic Association at the house now occupied by the Ward's Institution. We have alluded to the establishment of the Academic Association which afterwards was removed to Hare's School. After Derozio's resignation, Hare was elected President. The meeting was held once a week and lasted for several hours,

after which Hare sometimes walked with some of the members on moonlight nights and talked on different matters." প্যারীচাঁদ প্রথম এই সভার অধিবেশন কোথায় হোত, তার খোঁজ দেন নি। না দিলেও তাঁর বিবরণের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণের খুব বেশি গরমিল নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "ডিরোজিওর মৃত্যুর পর 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। এই যুবক দল মহামতি হেয়ারকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়া সভার কার্য চালাইতে থাকেন। দুঃখের বিষয় ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ঐ সভা উঠিয়া যায়।" এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল কিনা তা আমরা বলতে অক্ষম। তবে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে স্থায়ী হয়েছিল, তার প্রমাণ হাতে এসেছে। ক্যালকাটা কুরিয়ের একাডেমিক এসোসিয়েশন সম্বন্ধে জানাচ্ছে "—despite various efforts more to crush it at its bud, the spirit that animated its founder continues to guide its operation to this day." দারোজিওর মৃত্যুর পরও উৎসাহী ছাত্রদের আনুকূল্যে এই প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর টিকে ছিল। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "ডিরোজিওর মৃত্যুর পর এই এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব ছিল বলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না ;" (বিদ্রোহী ডিরোজিও—পৃঃ ১৪৯)। ক্যালকাটা কুরিয়েরের খবরটি ঐ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলতা করছে।

১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে, আর ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দেই হোক, প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একাডেমিক এসোসিয়েশন বাঙ্গালী সমাজজীবনে তীব্রভাবে প্রভাব ফেলতে থাকে। ঐ সভার কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও অনেক আলোচনা-সভা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অন্তত আরও সাতটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়—বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা। ইণ্ডিয়া গেজেটের একটি বিবরণী 'জনবুল' পুনর্মুদ্রিত করে। বিবরণটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা উদ্ধৃত করছি : "The spirit of union spreads itself : and in the course of a short time a great number of literary societies have been formed in Calcutta consisting principally of the former and present leading students of the Hindu College, the School Society's English Schools, and the Seminary gererally kown by the name of Ram Mohan Roy's School. It has been ascertained upon enquiry that seven associations of this kind are now in existence, the proceedings of which are conducted exclusively in English language. Most of them meet once a week, and some of longer intervals, for discusing questions in literature and science, and sometimes in Politics, the number of members belonging to each varies

from 17 to 50. At some of the societies written essays are produced, which become the subject of discussion ; at one of these lectures on intellectual topics are delivered in rotation by the members and at another by the President, an East Indian gentleman of great abilities whose name has been for sometime familiar to the public ear as the author of some interesting poems. Justice to the merits of this individual requires it to be said that not content with conscientious discharge of his duties as a teacher, he devotes his care and talents during a very considerable part of his time out of school, to the improvement not only of those immediately placed under his tuition but of all such native youngmen who have come within his reach. He is connected with one society only as President, but with most of the others as a member. In short, he lends a very able and active hand in raising the intellectual character of the native youth, many of the young men who have enjoyed the advantage of his instructions have distinguished themselves by their proficiency. He has lately commenced a course of evening lectures in metaphysics in the room of Society's school in Potaldanga which are attended by about 150 native gentlemen. He was prevented from giving these lectures in the College rooms by the interference of the misplaced authority. The example thus set in English has been imitated in Bengalee literature, and two or three associations have been formed principally of persons, not connected with schools above mentioned for writing upon and verbally discussing various subjects exclusively in the Bengalee language. These combinations have been, and will no doubt, continue, to be productive of very great advantage."

এই প্রবন্ধটি থেকে আমরা জানতে পারি যে,—

১. ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের পূর্বেই একাডেমিক এসোসিয়েশনের বৈঠক কলেজ গৃহ থেকে মাণিকতলার বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

২. দারোজিও একাডেমিক এসোসিয়েশন ছাড়া আরও কয়েকটি সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

৩. পটলডাঙ্গার স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়ে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন এবং ঐ বক্তৃতা শ্রবণের জন্য দেড়শত ছাত্র যোগদান করেছে।

৪. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দ্যরোজিও প্রতিষ্ঠিত বিতর্কসভার আলোচনা-পদ্ধতি ছিল অভিনব। এই আলোচনাসভায় সর্ববিষয়ে মতামত প্রদানের স্বাধীনতা সকল সদস্যের থাকত। যখন সভার আলোচনার বিষয়বস্তু একবার নির্বাচিত হয়ে গেল, তখন বক্তাদের কোনপক্ষ অবলম্বন করে বক্তৃতা দিতে হবে, তার কোন বাধ্যবাধকতা থাকত না। 'Their theory was that as professing enquiries after truth, they ought not to do violence to anyone's conscience by constraining him to argue against his own settled convictions." একাডেমিক এসোসিয়েশনে আলোচনা পদ্ধতি কিরকম ছিল, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যায় (India and India Missions —Rev. Alexander Duff, p. 616-632)।

সবাইকার স্বাধীনতা থাকত যে তাঁরা নিজের ইচ্ছামত যুক্তিতর্ক উত্থাপন করতে পারবেন। অনেক সময় একই পক্ষে আধডজন বক্তা বক্তৃতা করতেন। সভার সদস্যদের আলোচনা শেষ হলেও কোন অতিথি বা অপরিচিত ব্যক্তি হাজির হলে তাঁকেও তাঁর মতামত দাখিল করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হোত। প্রধান আলোচ্য বিষয় বা তার সঙ্গে যুক্ত কোন বিষয়ের উপর মতামত দেওয়ার জন্যও আহ্বান করা হোত। এই আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া তখন ছিল একটা বিশেষ সম্মানের কাজ। অনেক সময় দেখা যেত, পূর্ব-আলোচিত বিষয় থেকে আর একটি নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, সেটি হয়ত আরও গুরুতর। এইভাবে অভ্যাগত বা শ্রোতারাও বিতর্ক সভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন। যে সব মতামত এই সভায় প্রকাশ করা হত, সেগুলিকে মজবুত করার জন্য ইংরেজ লেখকদের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দাখিল করা হোত। ঐতিহাসিক বিষয় হলে রবার্টস ও গিবনের শরণ নেওয়া হত, রাজনৈতিক প্রশ্ন হলে এ্যাডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থাম, বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন হলে নিউটন ও ডেভি ; ধর্মীয় হলে হিউম ও টমাস পেইন ; দার্শনিক প্রশ্ন হলে লক, রীড, স্টুয়ার্ট ও ব্রাউন। আর সব বিষয়েই বক্তৃতা করার সময় ইংরেজী সাহিত্যের সব চাইতে জনপ্রিয় কবি বাইরন ও স্যার ওয়ালটার স্কটের রচনা থেকে ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি ইতস্তত ব্যবহার করা হত।

একদিনকার এ বিতর্ক অনুষ্ঠানে রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বিশপ করি লিখেছেন, "Mr. Duff, the Scotch missionary goes a good deal into the debating societies which these Bengalees have established lately." (Memoirs of Rev. Daniel

Corrie—1837)। ডাফ লিখছেন, সেদিনকার সন্ধ্যার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—'নারী শিক্ষার যৌক্তিকতা'। হিন্দু কলেজের পঞ্চাশটি ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টির যৌক্তিকতা সবাই মেনে নিলেন। একজন বিবাহিত যুবক চীৎকার করে বলে উঠলেন—"এটা কি সত্য নয় যে আমাদের শাস্ত্রে নারী-শিক্ষা নিষিদ্ধ? খোলাখুলিভাবে না হলেও কার্যত কি নিষিদ্ধ নয়? ন্যায় ও যুক্তির দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন অনুশাসন যদি শাস্ত্রগ্রন্থে থাকে, তবে এই শাস্ত্রগ্রন্থকে আমি পদদলিত করি।" এই নামবিহীন ছাত্রটির নাম আমরা পাচ্ছি উলাস্টোনের স্মৃতিচারণায়। এই যুবকটি হলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম সেরা ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ (Sketches of Hindoo Youth—W. M. Woollaston. Orient Pearl, 1832)। রেভারেণ্ড ডাফ বলেছেন, 'The brave words won rapturous plaudit for the speaker". একাডেমিক এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ কীভাবে চলত, সে বিষয়ে আরও একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর জবানবন্দী পাওয়া যাচ্ছে। হরমোহন চ্যাটার্জী হিন্দু কলেজের ছাত্র। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচরণ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি বড় নিবন্ধ লিখে যান। তাঁর পুত্র চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জী সেই অনূদিত নিবন্ধটি দ্যরোজিয়োর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডসের হাতে তুলে দেন। এডওয়ার্ডস তাঁর গ্রন্থে ঐ লিপি থেকে অংশবিশেষ ব্যবহার করেছেন। আমরা এডওয়ার্ডস ব্যবহৃত উপকরণ থেকে হরমোহনের দুই একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। সুখের বিষয় রেভারেণ্ড ডাফের বক্তব্য এবং পূর্বকথিত সংবাদপত্রের বক্তব্যের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মূলত কোন পার্থক্য নেই।

"দ্যরোজিও বিদ্যালয়ে যে আলোচনাসভা স্থাপন করেছিলেন, তাতে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের যোগদান করার অধিকার ছিল। ঐ সভায় কাব্য ও সাহিত্য থেকে এবং নীতিদর্শন থেকে পাঠদান করা হত। প্রায় প্রত্যহ ক্লাস বসবার পূর্বে বা পরে সভা বসতো। যদিও কলেজ-কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে বা বিনা অনুমতিতে এই সভা বসতো, তবু ঐ সব বিষয়ে সুশিক্ষিত করার কাজে দ্যরোজিওর স্বার্থশূন্য উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল অসামান্য। এমনই এক ভালবাসা ও মানব-হিতৈষিতাবোধের দ্বারা তাঁর এই কার্যাবলী উদ্বুদ্ধ ছিল, যার কোন জুড়ি আজ পর্যন্ত মেলে না—এতকাল যতজন শিক্ষক হিন্দুকলেজে শিক্ষকতা করেছেন, বা যাঁরা বিদায় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের প্রসঙ্গ স্মরণে রেখেই বলছি। ছাত্ররাও তেমনি তাঁকে বুক ভরে ভালবাসত; তাঁরা তাঁর উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হতে চাইত। ছাত্রদের মনের ওপর দ্যরোজিও এমনই প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর পরামর্শ বা উপদেশ ব্যতীত অগ্রসর হতে চাইতেন না। অপরপক্ষে ছাত্রদের সাহিত্যের

রুচি তিনি তৈরি করে দিতেন ; পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের কুফল সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করে তুলতেন ; তাঁদের নীতিবোধ ও নীতি অনুরাগ তৈরি করে দিতেন, যার ফলে তাঁরা তাঁদের যুগের পিছিয়ে-পড়া ধ্যানধারণা ছিঁড়ে সম্পূর্ণ নতুন চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হতেন।"

হরমোহন অবশ্য অতঃপর দারোজিওর ছাত্রদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তাই বর্ণনা করেছেন। আমরা আপাতত এ বিষয়ে নীরব থাকছি।

এই সভায় কি কি আলোচনা হত সে বিষয়ে হরমোহন চ্যাটার্জীর বক্তব্য অনুসন্ধান করা যাক। হরমোহন বলেছেন, হিন্দু ধর্মের নীতি ও আচরণবিধি খোলাখুলি উপহসিত ও নিন্দিত হত : নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ বিতর্ক হত। হিউমের ভাবধারা প্রচারিত হত উৎসাহের সঙ্গে। অধিকাংশ বিতর্কসভায় হিন্দু সমাজের বর্তমান হীন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হত। হিন্দুদের বর্তমান দুর্গতির জন্য দায়ী করা হত তাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার-আচ্ছন্নতাকে, উদারনীতিক শিক্ষা ব্যতীত এই দুর্গতির অবসান অসম্ভব বলে মনে করা হত। নারীসমাজের দুর্গতিতে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করা হত। একদিনের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, নারীদের অবশ্যই লেখাপড়া শেখাতে হবে। সভায় উপস্থিত সভ্যদের আশ্বস্ত করে বলা হয় যে, এই আন্দোলনে জনৈক নেতৃস্থানীয় সদস্যের স্ত্রী অতিশয় সুশিক্ষিতা মহিলা ; তিনি নানাশাস্ত্রেই অতীব পারঙ্গম, বিশেষ করে নীতিদর্শন (Moral philosophy) ও গণিতে। নারীশিক্ষার জন্য নব্য-যুবকদের এই তীব্র অনুরাগ পাদ্রী ডাফ সাহেবেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, সে বিবরণ পূর্বেই দিয়েছি।

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নব্য যুবকদের বিষোদগার সম্বন্ধে ডাফের বিবরণীও একই প্রকার। তাঁর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করছি, "The general tone of the discussions was a decided revolt against existing religious institutions....... The young lions of the Academy, roared out, week after week, Down with Hinduism! Down with Orthodoxy!"

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন ; কিন্তু তিনিও একাডেমিক এসোসিয়েশনের মূল্য লঘু করে দেখেন নি ; বরং উৎসাহ ভরে লিখেছেন, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যে কলেজে বা একাডেমিক এসোসিয়েশনে শুধু হিন্দুধর্ম বিরোধী কথাবার্তা বলতো, শাস্ত্র অননুমোদিত আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করত, এরকম মূল্যায়ন করলে যথাযথ হবে না। "Their religious creed, such as it was, consideied wholly of negatives"—ডাফের এই মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য নয়। ছেলেদের মনে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী গভীরভাবে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তারা একসঙ্গে লেখাপড়া করত, এক বেঞ্চে বসত, একসঙ্গে খেলত। এমন কি একজনের হাতের খাবার আর একজন কেড়ে খেত, তখন জাতবিচার করত না (রাধাকান্ত দেবের চিঠি দ্রষ্টব্য)। স্বাধীনতার জন্য তারা আকুলতা বোধ করত; ব্যক্তি স্বাধীনতা নয়, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার কথা তারা শুধু ভাবত না, জোরালো ভাষায় বলত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাই একমাত্র আস্তিক্য বুদ্ধি নয়। ৪ নভেম্বর ১৮৩০ তারিখে লেখা এক চিঠিতে রেভারেণ্ড করি জানাচ্ছেন যে, মিস বি (কুমারী বেণ্টিঙ্ক ?) গত সপ্তাহে হিন্দু কলেজ দেখতে গিয়েছিলেন; একটি ক্লাসে তখন পড়ানো হচ্ছিল ইতিহাস। তিনি আমেরিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। মার্কিন সরকারের গঠনরীতি, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এবং নির্বাচন-পদ্ধতি নিয়ে ছাত্রেরা ঠিক ঠিক জবাব দিল। ভদ্রমহিলা যখন প্রশ্ন করলেন, তাদের অবস্থা চিরদিন কি এইরকম ছিল? তখন সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে জবাব দিল, মোটেই না, পূর্বে ছিল উপনিবেশ, ছিল করভারে পীড়িত; তারপর তারা নিজেদের শাসনের দায়িত্ব নিজেদের হাতেই তুলে নেয়। যেমন, আমরা একদিন করব। ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রচুর প্রশংসা করল, কিন্তু ইংলণ্ডের নয়। যখনই ইংলণ্ডের প্রসঙ্গ উঠছিল, তাতে তিক্ততা থাকছিল। (Memoirs of the Right Revd. Daniel Corrie. By his Brothers. Compiled chiefly from his letters & journals. Fleet Street, London, 1837, p. 485)।

মিঃ উলাস্টোন ছিলেন হিন্দু কলেজের অঙ্কনবিদ্যার শিক্ষক; তিনি একাডেমিক এসোসিয়েশনের বিভিন্ন অধিবেশনের বিবরণ দিয়েছেন—প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে। একদিনের অধিবেশনের কথা তুলছি। সেদিন বিতর্কের বিষয় ছিল --দাসত্ব অপেক্ষা কি মৃত্যু বাঞ্ছনীয়! বাবু রাধানাথ সিকদার দাঁড়ালেন বক্তৃতা দিতে; তিনি বললেন দাসপ্রথা সুফলবর্জিত নয়। যেমন বৃটনরা রোমকদের স্বৈরশাসনে থেকে বহু হিতকর শিল্পকলা ও বিজ্ঞান জেনেছে।

রসিককৃষ্ণ উঠে বললেন, হিন্দুরা আজ দাস, হয়ত মুসলমান শাসনকাল অপেক্ষা এখন তাদের অবস্থা অনেক সুখকর। তবে হিন্দুরা আজ নৃশংসভাবে অত্যাচারিত। একদিন আসবে যেদিন তারা এই শিকল ভেঙ্গে ফেলবে। (Sketches of Hindu Youths—W. M. Woollaston. Orient Pearl, 1832)।

সেই শিক্ষকেরই তারা ছাত্র, যিনি কৈশোরে লিখেছিলেন, "My fallen country! One kind wish to thee!" তাঁর ছাত্ররা সেই ইচ্ছাটা বারবার বলছে, বলবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পটভূমি কম্পমান

হিন্দু কলেজের জন্মান্তর ঘটে গেছে। ছাত্রেরা কেরানী হতে এসে সৈনিক হয়ে উঠেছে। তবে নরহত্যায় মাতে নি ; তবে নতুন জীবনের স্বপ্নে মেতে উঠেছে। তারা যে জীবন চাইছে তা শুধু মুক্ত হবে না, হবে স্বাধীন এবং ব্যক্তিগত। চলিত সমাজে ব্যক্তির লাম্পট্যের স্বাধীনতা ছিল, জীবন বদলাবার স্বাধীনতা ছিল না। সেই সমাজকে তারা নাড়া দিল।

কুলগুরু, কুলদেবতা, কৌলিক আচার—সব কিছুকে মানতে হবে, কারণ তুমি হিন্দুকুলে জন্মেছ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তুমি নানা সংস্কারের শিকলে বন্দী। হঠাৎ সেই বন্দী বলে উঠল, না, আমি মানি না। তোমার চূড়াকরণ হয়েছে, অন্নপ্রাশন হয়েছে, হাতে খড়ি হয়েছে, পৈতা হয়েছে। তুমি সর্বতোভাবে সংস্কারবদ্ধ হও। বন্দী হঠাৎ বলে উঠল না, মানি না।

বাবা ছেলেকে নিয়ে কালীঘাটে গেছেন, ছেলে প্রণতি জানাল না, বলল, 'গুড মর্ণিং ম্যাডাম'। পৈতা হয়েছে, আহ্নিক করতে বসে সে ইলিয়াদ আবৃত্তি করছে (Life of David Hare—P. C, Mitra, p. 18)।

যেখানে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নেই, সেখানে সামাজিক স্বাধীনতা চাইছে। দুঃসাহস এখানেই ইতি টানছে না। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছে। ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যের খবর শুনে কে বা কারা মনুমেণ্টের চূড়ায় ফরাসী প্রজাতন্ত্রী পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। কলেজ থেকে যা শিখছে তার সব কিছুই কলেজেই ফেলে রেখে আসছে না। বাড়ি পর্যন্ত টেনে আনছে।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথমে খবর রটল ছেলেরা নাকি সাহেবদের ধাঁচে নাম সই করছে!

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে অভিযোগ উঠল, মুসলমানের দোকান থেকে ছেলেরা বিস্কুট কিনে খাচ্ছে!

সম্বাদ কৌমুদীর পাল্টা প্রশ্ন হোল, ধর্মসভার সদস্যগণসহ চন্দ্রিকার সম্পাদক কেন নিষিদ্ধ আহার্য গ্রহণ করেন ? ধর্মসভায় চাঁদা দিলে কি সব দোষ কেটে যায়।

সমাচার দর্পণ আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলল, ইংরেজি যারা শেখেনি, তারা কি এই ধরনের অপরাধ করে নি ? নববাবু বিলাসে তবে কাদের কথা বলা হয়েছে ? (সমাচার দর্পণ, নভেম্বর, ১৮৩০)।

ছেলেরা বিদেশী পোশাক পরে, এটাও অপরাধ। কিন্তু এই পোশাক কিনে দেয় কে ? হরিমোহন ঠাকুর বিদেশী পোশাক পরতেন, তাঁর বাড়ির ছেলেরাও বিদেশী পোশাক পরত, মাথায় 'হ্যাট' পর্যন্ত দিত (Bishop Heber's Memoirs)।

সংবাদপত্রে এই রকম কথা চালাচালি হচ্ছে। তখন হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী (Governors) ফতোয়া জারী শুরু করলেন।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে অধ্যক্ষ দ্য সলম্‌-কে বলা হোল, ছেলেদের মনে 'Natural Religion' (সমাজ-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, প্রচলিত জাতীয় ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) সম্বন্ধে ছেলেদের মনে অনাস্থা জাগে, এমন কোন শিক্ষা যেন না দেওয়া হয়। তিনি যেন সতর্ক থাকেন।

২৫-এ ফেব্রুয়ারি রাধাকান্ত দেব আর একখানা চিঠি অধ্যক্ষকে দিলেন, তাতে বলা হোল রামকমল সেন বিভিন্ন জাতের ছেলেদের বসবার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে ব্যবস্থাটি যেন মানা হয়। শুনতে পাচ্ছি স্কুলের অভ্যন্তরে খাবার বিক্রী হয়। ছেলেরা একে অপরের হাত থেকে কচুরী কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে (Snatching and eating of the cochury cakes), এটা বন্ধ করতে হবে। ছেলেদের গৃহের বাইরে যে রূপ আচরণ করে, তার ওপর শিক্ষকদেরই দৃষ্টি রাখতে হবে। (Unpublished Records of the Hindoo College, a letter written by Radhakant Dev to M. D. Anselme, 25 February, 1831)। এর আগে দুটি ঘটনা ঘটেছে। সতীদাহ প্রথা এক আইন বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দারোজিয়ো সেই ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে এর অবসান কামনা করছেন। কাজেই এই সংবাদ শুনে আনন্দ প্রকাশ করে একটি কবিতা লিখে ফেললেন—

Hark ! heard ye not ? the widow's wail is o'er.
A rising spirit speaking peace to man.

(India Gazette, Quoted in John Bull, 14 December, 1829)।

যে ঘটনায় হিন্দু কলেজের পরিচালক সভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ক্ষেপে গেছেন, আর তাঁদেরই বেতনভুক এক মাষ্টার সেই বিষয়ে এই রকম প্রশস্তি লিখছে !

হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা 'Parthenon' নাম দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে একটি রচনা-সংকলন প্রকাশ করল। কথা ছিল, বৎসরে এই রকম ৪ খানি সংকলন বের হবে। ইণ্ডিয়া গেজেট এই পত্রিকার চরিত্র বিশ্লেষণ করে একটি টিপ্পনী কাটল—"Hindu by birth, yet English by education and its concomitants, they need some organ for the communication of their sentiments, some tablet where they may register their thought". (17 February, 1830)। পার্থেননের দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপা হয়েছিল ; কিন্তু তার প্রকাশনা বন্ধ করা হোল, সব কপি নষ্ট করে দেওয়া হোল। পার্থেননের একটি কপিও আজ আর পাওয়া যায় না।

এতো ক্রোধের কারণ কি ? পার্থেননে কি ছিল ? সমকালীন পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন ছাড়া তা জানবার আর বিকল্প কোন উপায় নেই। প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচী ছিল এইরকম—

১. ঔপনিবেশিক নীতি (Colonisation policy)।
২. হিন্দু কুসংস্কার।
৩. স্ত্রী শিক্ষা।
৪. বিচার ব্যবস্থার ব্যয়বাহুল্য। (Bengal Spectator, 1843)।

পত্রিকা প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হলে ব্রিটিশ টোরি পন্থী পত্রিকার উল্লাস দেখে আমরা বুঝতে পারি ছেলেরা কি লিখেছিল। জন বুল লিখছে—"Their parents and guardians have asked wisely in putting down such mischievous precociousness; and with the history of Parthenon as now given by the editor of the India Gazette, neither literature nor morals will have anything at its suppression". (20 February, 1830—John Bull)। পত্রিকার বিষয়সূচী এবং মতামত না দেখেই এই মন্তব্য করা হয়েছে। সৎ সাংবাদিকতা চিরকালই এক। জন বুলের চরিত্র কি, অ একটি পত্রিকার মূল্যায়ন তুলে দিই—"In its general politics, it is avowedly a Church and state paper, supporting established order of things." (Oriental Quarterly, August, Quoted in John Bull, 15 August, 1826) দেশী পত্রিকাতেও একই প্রকার উল্লাস। রক্ষণশীলতার সর্বদাই একটা আন্তর্জাতিক রূপ থাকে।

সম্ভবত উপনিবেশবাদীরা যা চাইছিল, পার্থেনন তার বিরোধিতা করেছিল। তবু খোঁজ করলে পার্থেননের বক্তব্যের কিছু আভাস পাওয়া যায়। ক্যালকাটা মনথলি জার্নাল জানাচ্ছে—"In the India Gazette of the 12th February, 1830: there was a notice of one of these essays—"On the Colonisation of India", which evinced much reading and considerable talent and was evidently production of a clever and promising young man, with obvious marks also of the faults natural to such a person. The essayist pursuaded that "no man of respectability and capital would come out to India"; and he does not think "the good and honest English farmers would come, for he informs us that the collectors' account show that this country has not more waste lands than the most civilised countries in the earth. None but the needy or advancing desparadoes, who have neither families, nor homes would come to settle here, in the expectation of expelling the timid natives as their fathers have done to the natives of America. English colonists, although no doubt take

care about improving the quality of rice, provided they would find meat sufficient to supply themselves with ample food." (Calcutta Monthly Journal—February, 1830)। ইণ্ডিয়া গেজেটে যে এই প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল, তার জন্য কোন সাহিত্যিক মূল্য বিবেচিত হয় নি। কি বিবেচিত হয়েছে, তা বলা অনাবশ্যক। জন বুলের এমত গোঁসার কারণ ব্যাখ্যা করে কি হবে?

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর 'মুক্ত বাণিজ্যে'র যে সভা হয়, তাতে প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথ মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে ঢালাও সুপারিশ দিলেন। দ্বারকানাথ প্রথমে একটু ঢোক গিলেছিলেন, পরে আর সেই ইতস্তত ভাব নেই। "There may be few exceptions as regards the general conduct of Indigo planters but they are extremely limited and comparatively speaking, of the most trifling importance." "নীল চাষের ফলে জমিদাররা ভালো রোজগার করছেন, প্রজারাও হচ্ছেন লাভবান। রামমোহন সমর্থন করলেন, তাঁর সুর অন্য। "The greater the intercourse with the European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs." (John Bull, 1829, 15 December.)। রামমোহনের বলা উচিত ছিল, কোন্ সদ্বংশজাত ইংরেজ নীলচাষে আত্মনিয়োগ করেছিল!

অপর পক্ষে ছাত্ররা কি বলেছিল, আমরা একটু আগেই তা বলেছি।

শুনলে বিস্মিত হতে হয় শ্রীরামপুরের সাধু-সন্তরা পর্যন্ত নীল কুঠিতে টাকা খাটাতেন। রামমোহন-দ্বারকানাথের সঙ্গে গলা মিলিয়ে উপনিবেশবাদের মহিমা গাইতেন। পামার কোম্পানী দেউলিয়া হলে রেভারেণ্ড কেরী ও মার্সম্যানের ৩০ হাজার টাকা মারা যায়। (S. P. A. LXVII, Jen 1830) এমন ক্ষেত্রে রাগ কার না হয়!

অথচ ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক কলেজের পড়া সাঙ্গ করেছেন। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় শিক্ষক অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়ে সিঙ্গাপুরে চলে যান। দ্যরোজিয়ো তাঁর কাজ করে দেন। হিন্দু কলেজের অপ্রকাশিত দলিলে পাচ্ছি—"Owing to his bad state of health and a voyage to Singapore, that the second and third and fourth classes have acquitted themselves as well, as they have done under these circumstances, is ascribable to the unworried and able exertions of Mr. DeRozio (Vol. 16, p. 30-31) এই রিপোর্টে উইলসন আরও লিখছেন ছেলেদের আইন পড়বার সুযোগ দিতে হবে। 'আর দ্যরোজিয়ো এই দায়িত্বভার গ্রহণে আগ্রহী। এ ছাড়াও ধর্মবিজ্ঞান (Political

Economy) বিষয়ে বক্তৃতা দিতে তিনি সম্মত। উইলসন পূর্বেই তিন শত টাকা বেতনে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।

এবার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪২১। বার্ষিক পরীক্ষায় পরীক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উইলসন, রেভারেণ্ড এডাম ও দ্যরোজিয়ো। জন বুল শেষোক্ত ব্যক্তির নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করে নি। বেঙ্গল হরকরায় পাচ্ছি, পরীক্ষা "Conducted chiefly by Rev. Adam and DeRozio." (22 December, 1829)।

অথচ এই মুহূর্তেই কলেজের ঘটনা নিয়ে উইলসনকে রাধাকান্ত দেব পত্রাঘাত করছেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি কয়েকটি মারাত্মক অভিযোগ করলেন। বললেন, খবরের কাগজে ছেলেদের নষ্টামির যে সব খবর বেরুচ্ছে, তাতে তো আর চুপ করে থাকা চলে না! খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বস্তুতে তাদের বেশি আসক্তি! মুসলমান, খ্রীস্টান কোন কিছুই বাদ বিচার করছে না। ছেলেদের নৈতিক চরিত্র নিয়ে যা লিখলেন, তার আর বাংলা করার মত রুচি আমাদের নেই।

"They are guilty of farnication and sodomy to the utter disgrace of the Institution."

এই সব ব্যাপার নিয়ে দেওয়ান রামকমল সেন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। এর আগে একবার মিঃ হ্যারিংটন হিন্দু কলেজে খ্রীস্টান ও মুসলমান ছাত্র ভর্তির জন্য প্রস্তাব করেছিলেন, আমরা তা বাতিল করে দিই। আমরা অবাধ মেলামেশা পছন্দ করি না। এতে আমাদের জাতিনাশ হয়।

এরও জবাব উইলসনকে দিতে হোল; তিনি লিখলেন, "At the more serious crimes you mention I cannot think they exist and I am sure they are not connived at by the teachers. The College has many enemies who will not scruple to circulate any false heads regarding it" (Unpublished Records of the Hindu College, 24 February, 1830)। হিন্দু কলেজের গৃহ থেকে একাডেমিক এসোসিয়েশনে বৈঠক সরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। অথচ ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজ ভবনে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে ধর্ম-সভা গঠন করা হোল। (Calcutta Monthly Journal, February, 1830)

এই বৎসরই মে মাসে স্কটল্যাণ্ডের ধর্মযাজক আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন। গুছিয়েটুছিয়ে নিতে মাস দুই লাগল। রামমোহনের সাহায্য তিনি পেলেন। আগস্ট মাস থেকে বক্তৃতা শুরু হোল। লালবিহারী দে লিখেছেন, "The lectures fell like a bombshell among the

College authorities." (Recollections of Rev. A. Duff—p. 31)। তবে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন পাদরী হিল।

ডাফ নিজে বলছেন, অবস্থাটি বেশ অনুকূল; হিন্দু ছাত্ররা নিজেদের ধর্মে আস্থাশূন্য হয়ে পড়েছে, "We hailed the circumstances as indicating the approach of a period for which we had waited, longed and prayed." (India & India Mission—Appendix. Alexander Duff. p. 630-633)।

কিন্তু ছেলেরা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছে, তারা সংশয়বাদী (Agnostic)। সভায়-তারা কতটা ধর্মজ্ঞান লাভের জন্য যেত, আর কতটা ভালো ইংরেজী শোনার জন্য যেত, তা নিয়ে ভেবে দেখতে হবে। হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ এটাও একটা ছুতো হিসাবে ব্যবহার করলেন। তাঁরা একটি আদেশনামা জারী করলেন—"The managers of Anglo-Indian College, having heard that several students are in the habit of attending Societies at which Political and Religious discussions are held, think it necessary to announce their strong disapprobation of the practice, and to prohibit its continuances. Any student being present at such a society after the promulgation of this order will incur their serious displeasure." (3 September, 1830)।

এই আদেশনামার বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়া গেজেটে দুটি চিঠি ছাপা হোল। কারো কারো ধারণা এর একটি অন্তত দ্যরোজিয়োর লেখা।

হিন্দু কলেজের পরিচালকেরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভা উভয় ক্ষেত্রেই ছেলেদের অংশ গ্রহণে আপত্তি জানালেন। পাখি তাঁরা একটিই মারতে চেয়েছিলেন, যদিও ঢিল ছুঁড়লেন দুটো।

তাঁদের মতলব এই ছেলেরা যাতে রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান না করে। বক্তা হিলের একটি চিঠি ইণ্ডিয়া গেজেটে ছাপা হোল; তাতে তিনি বললেন ছেলেদের ব্রাহ্মসভা বা খ্রীস্টীয় সভায় যোগদান বাঞ্ছনীয় যদি না হয়, তবে তাঁরা কি চান ছেলেরা ধর্মসভার বৈঠকে যোগ দিক—"encouraging them to attend a Dhurma Shubha." 'Publican Bengalensis' ছদ্মনামে পত্রলেখক লিখলেন, কোন ভণ্ড (humbug) সভার সম্পাদকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ম্যানেজার মহাশয়েরা এই প্রকার পত্রাঘাত করেছেন। (Calcutta Monthly Journal, February, 1831) একাডেমিক এসোসিয়েশনের বৈঠকে যোগদান ধর্মসভার কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখতেন না। তার সামাজিক বিতর্ক তাঁদের তত বিচলিত করে নি, যতটা বিচলিত করেছিল ঐ সভার রাজনৈতিক আলাপ-

আলোচনা। ক্যালকাটা মনথলি জার্নাল ঠিকই অনুমান করেছে—"It was not religious, but its political discussion which gave offence, and though it may not have been actually suppressed by the direct interference of authority, it is generally believed that the students received some very significant hints, that was deemed obnoxious." (September, 1830)

এই সব সভাসমিতির সদস্য হিন্দু কলেজের ছাত্রেরাই যে শুধু হোত, তা নয় ; অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সদস্য হোত। শুধু একাডেমিক এসোসিয়েশন নয়, এই জাতের আরও সাতটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। অধিকাংশ সভার বৈঠক সপ্তাহে একদিন বসত। আলোচনা চলত সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসমস্যা, রাজনীতি নিয়ে।

একটি নিবন্ধে লেখা হোল, এই রকম এক সভায় এক প্রতিভাসম্পন্ন ইস্ট ইণ্ডিয়ান যুবক হলেন সভাপতি ; পটলডাঙ্গা স্কুলে তিনি পরাতত্ত্ব (Metaphysics) নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, কম করেও সেখানে দেড়শত ছাত্র হাজির হচ্ছে। ছাত্রেরা তাঁর এই বক্তৃতার অনুলিখন (Notes) রাখছে। (John Bull, India Gazette থেকে উদ্ধৃত, 11 December, 1830)।

এই সময়ে তাঁকে সম্পাদক করে Kaliedoscope-নামে একটি পত্রিকা বের করার চেষ্টা হয়। কিন্তু তিনি তখন হিন্দু কলেজের শিক্ষক। কাজেই এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক সুধী ব্যক্তি এই পত্রিকার সম্পাদক রূপে তাঁকে সাব্যস্ত ক'রে, তাঁর জীবন-দর্শন বিষয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। ইতিহাসের তথ্য হঠাৎ আবিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু হঠাৎ ব্যাখ্যা হতে পারে না। এর জন্য কি প্রয়োজন, তা বলা অনাবশ্যক। এই পত্রিকায় 'My Story' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ থেকে সামান্য একটু অংশ উৎকলিত করছি—

"It is however a matter of deep regret, that Hume and Gibbon, the subject and style of whose works cause them to be perused by a vast number of readers, should have written under the influence of a spirit hostile to religion and especially to Christianity. By strong minds the indications of this adverse influence will be suitably regarded ; the insinuations scattered throughout the works will be despised, a discrimination made between sneers and proofs" (My Study—Vol. II, 1830, February, No VII, p. 53)

তবে প্রথম বৎসরের ১ম সংখ্যায় (1829, August) তিনি সেই হৃদয়গ্রাহী

কবিতাটি লিখেছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে—"Expanding like petals"—ফুলের ফুটে-ওঠা ছাড়া আর কি রূপকল্প যোগ্য হতে পারত! নাম সই করেছিলেন এইভাবে D. H. C. July, 1829. বুঝতে কার অসুবিধা হবে এই কবি হিন্দু কলেজের শিক্ষক দ্যরোজিয়ো ?

এই সভা সমিতির অধিকাংশের বক্তৃতার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। তবে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা হোত বা প্রবন্ধ পাঠ হোত, এমন প্রতিষ্ঠানও ছিল। দ্যরোজিয়ো তাদের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি বাংলা জানতেন, বলতে পারতেন। তিনি ইউরেশীয়, কিন্তু গায়ের রং তামাটে। শ্বেতকায় নন।

ইণ্ডিয়া গেজেট বলল, এই সব সভা-সমিতি দেশের প্রভূত উপকার সাধন করছে। আগামী দিনেও করবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইণ্ডিয়া গেজেট একা নয়; অন্য পত্রিকাতেও অনুরূপ মত প্রকাশ পেয়েছে।

"The students of the Vidyalaya whose minds have been disciplined by the sober truths, and demonstrative philosophy. Not only Bacon, Newton, Kepler, Halley, still modern such as Davy, Brewster and Phillips are taught." (Bengal Chronicle, August 28, 1827)। টাউন হলে ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করার ইচ্ছায় এক ভোজসভাব আয়োজন হোল। ঐ সভায় খানাপিনার ফাঁকে বলা হয়েছিল, ফরাসী বিপ্লব শুধু ফ্রান্সের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। (John Bull, 11 December, 1831)। ঐ ভোজসভায় দেশীয়দের আমন্ত্রণ নেই, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? কথাটাকে ছেলেরা বাক্য-বিলাসে সীমাবদ্ধ রাখল না।

সেদিনটা ছিল বড়ো দিন। ঘুম থেকে উঠে কলকাতার নাগরিকেরা চৌরঙ্গী পাড়ায় এসে দেখল, মনুমেণ্টের মাথায় ইউনিয়ন জ্যাকের পাশে একটি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা শোভা পাচ্ছে—তিনটি বর্ণ হোল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রতীক।

সবার সন্দেহ এ কর্মটি হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই করেছে। প্রায় এক যুগ পরে বেঙ্গল হরকরায় এক পত্র লেখক 'An old Hindoo' নাম দিয়ে সেইদিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন, "কাজটা আমরাই করেছিলাম।" শুনে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (সর্বদা কি আর ফ্রেণ্ড?) খুব চটে গেলেন। ঠাট্টা বিদ্রূপসহ কিছু উপদেশামৃত পরিবেশন করলেন। "To assert that the Natives had enjoyed the blessings of the French Revolution they would by this time had been treated like men, and assumed a proper position among the nations of the earth, is to write absolute nonsense. Let him read Theirs and Allison before he again venture to long for a revolution which would have turned the

Hooghly into a revolutionary torrent, and established a permanent guillotine in Tank square." (Friend of India, 16 March, 1843)।

ধর্মধ্বজা ধারণ যাঁরা করেন, তাঁদের সবাইত ধার্মিক নন। ধর্ম একটি বাণিজ্য বটে। ধর্মের সঙ্গে বাণিজ্য ও ধনবাদের সম্পর্ক কত গভীর তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে—মার্কস থেকে ওয়েবার ও টনি (Tawney) পর্যন্ত। আমরা ঐ আলোচনায় আপাতত ঢুকছি না। তবে রাস্তাঘাটে ছেলেরা বার্নস, ক্যাম্পবেলের কবিতা আবৃত্তি করছে, ফরাসী বিপ্লবের তিনটি রণধ্বনি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা উচ্চারণ করছে। এ তো বড় দুঃসাহসিক কাজ! ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের সূচনায় কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ কলেজ ত্যাগ করলেন। তাঁরা কেউ কেউ নিজেরা স্কুল খুলছেন, বা কোন স্কুলে চাকরী নিচ্ছেন। তবে একাডেমিক এসোসিয়েশনে যাওয়া বন্ধ করেন নি।

এত গোলযোগ, এত বাদ-প্রতিবাদের তুফানের মধ্যেও ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পরামর্শে বা উৎসাহে হিন্দু কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রেরা মিলে ডেভিড হেয়ারকে এক সংবর্ধনার আয়োজন করল।

১০ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সবাই মিলে এক সভার অনুষ্ঠান করল। ৫৬৪ জন ছাত্রের পক্ষ থেকে দক্ষিণানন্দ অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করলেন—তাতে বলা হোল—"The man who has breathed a new life into Hindoo Society, who had made a foreign land the land of his adaptation." অভিনন্দন পড়া শেষ হলে দক্ষিণানন্দ ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন। দক্ষিণা বললেন, "Thou art the mother who hast sucked us." এই কথা শুনে ডেভিড হেয়ার তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন। তাঁর মুখে একটি কোমল হাসি ফুটে উঠল। ডেভিড হেয়ারের ছবি আঁকিয়ে রাখার প্রস্তাব হোল। সে ছবি হেয়ার স্কুলে আজও শোভা পাচ্ছে। এই উপলক্ষে দ্যরোজিয়ো একটি সনেট লিখলেন, কবিতাটির ভূমিকায় এই কয়টি কথা ছিল—To those who originated and carried into effect the proposal for procuring a portrait of David Hare Esq. উদ্যোক্তাদের অভিনন্দিত করে লেখা কবিতাটি; হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, এটি তারই যেন পুনর্ভাষণ।

Your hand is on the helm—guide on, young men
The bark that's freighted with your country's doom.
Your glories are but budding, they shall bloom
Like fabled Amaranths Elysian, when
The shore is won.

এতেও বিরুদ্ধবাদীরা অন্যমনস্ক হোল না। কি সব শুনছেন তাঁরা চারদিকে?

ছাত্ররা গৃহে এলে দ্যরোজিয়ো তাদের তাঁর মা ও বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। এ কিরকম ব্যবহার! বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণ রটিয়ে বেড়াতে লাগল, দক্ষিণানন্দের সঙ্গে দ্যরোজিয়োর বোন এমেলিয়ার বিয়ে হবে। (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শাস্ত্রী, পৃঃ ১০৩; Memoirs of Bishop Corrie; Letter dated 30 April, 1831) এই সময়ে মিঃ রিকেটস[১] লণ্ডন থেকে ফিরলেন, ব্যর্থ হয়েই ফিরলেন। কিন্তু তাঁর সমিতির সদস্যরা এক ভোজসভায় তাঁকে আপ্যায়িত করবেন, সিদ্ধান্ত নিলেন। হিন্দু কলেজের কোন কোন ছাত্র এই ভোজসভায় যোগ দেবে বলে নিমন্ত্রণপত্র যোগাড় করল। কলকাতায় এই নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেল। বিচারপতি এডওয়ার্ড রিয়ান এবং জেমস ইয়ং ছাত্রদের বারণ করলেন। কিন্তু ছাত্ররা সংকল্পে অটল; তারা দলে ১৬ জন। (Memoirs of Bishop Corrie-Letter to Sherer, 30 April, 1831)

রাধাকান্ত দেব খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (Messrs Gunter and Hipper & Co.)-কে লিখলেন, যে যে ছাত্র ঐ ভোজসভার নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছে, তাদের নাম আমার কাছে পাঠাও।

শেষে ডেভিড হেয়ার ওদের ঠাণ্ডা করলেন।[২]

১. রিকেটস্ ছিলেন পিতৃহীন; ওঁর বাবা শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে মারা যান; মিলিটারী অর্ফ্যান স্কুলে লেখাপড়া শেখেন। কলকাতায় এসে Parental Academic Institution স্থাপন করেন। দ্যরোজিয়োর সহযোগী ছিলেন East-Indian Association প্রতিষ্ঠায়। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান।

—(Historical and Topographical Sketch of Calcutta—James Rainey, Calcutta, 1873)

২. ছেলেদের ভোজসভায় যোগ দিলে আপত্তি, কিন্তু বুড়োদের অবাধগতি। বিশপ হিবার তাঁর এক চিঠিতে লিখছেন, এক সান্ধ্যভোজে লর্ড আমহার্স্ট, লেডি আমহার্স্ট প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; সেই সভায় অনেকের সঙ্গে হরিমোহন ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেব হাজির ছিলেন। হরিমোহন রসিকপ্রবর; সভায় মেয়েদের উপস্থিতি দেখে তিনি বিশপ হিবারকে বললেন, এই সভার আকর্ষণই বেড়ে গেছে এঁদের উপস্থিতির ফলে। পাশেই বসেছিলেন রাধাকান্ত দেব, কথাটা তাঁর কানে গেল। তিনি বললেন, মুসলমান বিজয়ের পর আমাদের মেয়েরা গৃহবন্দিনী হয়েছেন। শিক্ষার প্রসার হলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। কথাটা ভালো, কিন্তু ভোজসভায় উপস্থিতি তো নিরম্বু উপবাস থাকবার স্থান নয়। এ ছাড়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে গোমাংস সহ অন্যান্য খাদ্য ইউরোপীয় অভ্যাগতদের জন্য আসত। রাধাকান্ত দেবের পিতা গোপীমোহন দেবের বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় মুসলমান বাইজীর সাহচর্যে চিত্তবিনোদন ছাড়া এই সব খাদ্যের ঢালাও ব্যবস্থা থাকত, এবং সংবাদপত্রে

ওরা ঠাণ্ডা হলেও রাধাকান্ত দেব কিন্তু ঠাণ্ডা হলেন না। তিনি ডেভিড হেয়ারকে চিঠি লিখলেন, পটলডাঙা স্কুলের ঐ দুই শিক্ষককে তাড়াতে হবে। কারণ তারা কচি কচি মাথাগুলি চিবিয়ে খাচ্ছে, 'Corrupting the Hindu Pupils.' (Unpublished Records of Hindu College, 1816-1832)। ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে রামকমল সেনকে যে চিঠি দিলেন, তাতে লিখলেন ডেভিড হেয়ার পটলডাঙ্গার দুই শিক্ষককে নিরস্ত করেছেন। তবে আরও খারাপ খবর আছে। গোপালকৃষ্ণ দেব নামে নীচু ক্লাসের ছাত্রকে দিয়ে উচু ক্লাসের ছাত্ররা ক্রীতদাসের মত খাটাচ্ছে। এর একটা বিহিত করা দরকার। "I am really sorry to observe that our valuable institution has been defamed through improper conduct of the wicked boys." (Unpublished Record)

দ্বিতীয় খবর হোল, বহু মানী ব্যক্তি (যেহেতু বিত্তবান) তাঁকে নাকি বলেছেন, তাঁরা তাঁদের ছেলেদের কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে নেবেন। একই মর্মে উইলসনকে একখানা চিঠি দিলেন। উইলসন জনকে লিখলেন, খবরের কাগজে লেখা-লেখিতে চোখ দেবেন না।

সংকট গভীরতর হতে লাগল; দক্ষিণানন্দ গৃহত্যাগ করল, দারোজিয়োর গৃহের পাশেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাকে ইউরোপীয় কায়দায় সাজাল। দ্যরোজিয়ো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দক্ষিণানন্দকে বাড়িতে ফেরত পাঠালেন।

মহেশচন্দ্র সিংহ নামে আরও একটি ছাত্র, যে ছিল উমাচরণ বসুর নিকট আত্মীয়, গৃহত্যাগ করল। মহেশকেও গৃহে ফিরে যেতে বললেন।

১৫ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল। এই এক সপ্তাহ ধরে যে-স্মারকলিপি দাখিল করা হবে, তার মুসাবিদা করলেন রামকমল ও রাধাকান্ত দেব। প্রথমে থাকল একটি ভূমিকা, পরে ১৯টি প্রস্তাব।

জরুরী প্রয়োজনে ২৩-এ এপ্রিল কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠক বসল। জরুরী সভা—Special meeting। অন্য সভায় সদস্যদের কেউ কেউ অনুপস্থিত থাকেন। এই সভায় সকলে উপস্থিত। এবার আর সভার কার্যবিবরণী সদস্যদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে সই করে আনবার প্রয়োজন হল না। আজ সবাই নির্দিষ্ট সময়ে এসেছেন—এসেছেন কলেজের গভর্নর চন্দ্রকুমার ঠাকুর, এসেছেন সহসভাপতি হোরেশ এইচ. উইলসন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (যিনি ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দেও কলেজের ছাত্র ছিলেন), 'ভিজিটর' ডেভিড হেয়ার, সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

তা বিজ্ঞাপিত হোত। অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিশলে জাত যায় বলেছেন, অথচ নিজেরা তো সর্বদাই মিশছেন।

ছেলে), রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেব। লক্ষ্মীনারায়ণ সেক্রেটারী ; কিন্তু কার্যত সেই দায়িত্বভার গ্রাস করে ফেলেছেন রাধাকান্ত দেব। তবু সভার নিয়ম অনুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ কার্যবিবরণী পেশ করলেন। প্রথমে তিনি সভা কেন জরুরী ভিত্তিতে ডাকা হোল, তার পক্ষে যুক্তি দিলেন। স্মারকলিপিতে যা লেখা আছে, তা পড়লেন।

এই জরুরী সভা যে আহ্বান করা হোল, তার কারণ কোন বিশেষ শিক্ষকের অশুভ আচরণবিধি। তাঁর কার্যকলাপ এমনই বিভ্রান্তিকর যে, জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। এতে প্রতিষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৫ জন ছাত্র এর মধ্যেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। আরও প্রায় ১৬০ জন ছাত্র অসুখের অজুহাতে কলেজে আসছে না। এদের অনেকে কলেজ ছেড়ে দেবে মনে হয়। বিষয়টি গুরুতর; অভিভাবকেরা অনেকেই চিঠি লিখেছেন। কলেজের অধ্যক্ষরা অনেকেও মতামত পাঠিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এখন আবশ্যক। ভূমিকায় যে কথা অনুচ্চারিত ছিল, ১ নং প্রস্তাবে তা খোলাখুলি বলা হোল। সভায় মোট উনিশটি প্রস্তাব উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়।

প্রথম প্রস্তাবটির কথাতেই আসি। যে আকারে প্রস্তাবটি ছিল, তা আমূল পরিবর্তিত হয়। বাকি প্রস্তাবগুলির মধ্যে যেগুলিতে নীতির প্রশ্ন টানা হয়েছিল, সেগুলি বাতিল বা সংশোধিত হয়। এ ছাড়া কার্যসূচীর বহির্ভূত একটি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

প্রথম প্রস্তাবে ছিল এই কলেজে যে সব অনর্থ ঘটেছে, তার মূলে রয়েছেন দ্যরোজিয়ো। তাঁর আচরণ সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এই কারণে তাঁকে এখনই কলেজ থেকে অপসারিত করা কর্তব্য, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিন্ন করা জরুরী।

এত বড়ো একটা ব্যাপার জনগণের নামে উপস্থিত করা হোল ; কিন্তু দেখা গেল পরিচালক সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই এ বিষয়ে অবহিত নন। কলেজের গভর্নর চন্দ্রকুমার ঠাকুর বললেন, এই রিপোর্ট হাতে আসবার আগে দ্যরোজিয়োর শিক্ষাদান সম্বন্ধে কোন খারাপ খবর তাঁর কানে আসে নি। আর তা ছাড়া যে সব তথ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তার থেকে বলা যাবে না যে, দ্যরোজিয়ো অযোগ্য শিক্ষক।

সহ-সভাপতি উইলসন অযোগ্য ত বললেন-ই না, বরং বললেন, ইনি একজন সেরা শিক্ষক (of superior quality) ; তাঁর শিক্ষায় মন্দ কিছু ঘটেছে, এমন প্রমাণও তিনি পান নি। রসময় দত্ত (যাঁর দুই ছেলে এই কলেজের ছাত্র) বললেন, এই রিপোর্ট দেখার আগে, দ্যরোজিয়োর বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ আছে, তা তিনি জানতেন না। থাকলে তিনি তা অবশ্যই জানতেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইনজ্ঞ ; তিনি বললেন, যে-অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। কাজেই উত্থাপিত অভিযোগ তিনি সত্য বলে মানতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বললেন, দ্যরোজিয়োর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। শিক্ষক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দু বৎসর দ্যরোজিয়োর কাছে পড়েছেন, তিনি জানেন তিনি কেমন পড়ান, জানেন মানুষই বা তিনি কেমন।

ডেভিড হেয়ার বললেন, তাঁর মত সুযোগ্য শিক্ষক দুর্লভ। তাঁর শিক্ষাধীনে ছাত্রেরা প্রভূত উপকৃত হচ্ছে।

এবার রাধাকান্ত দেব ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় উঠলেন ; তাঁরা বললেন, তরুণ ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার কাজে ওঁকে ওরা অবাঞ্ছনীয় শিক্ষক (improper teacher) বলে মনে করেন। ঠিক অযোগ্য শিক্ষক বলে রায় দিতে তাঁদের বাধল।

রামকমল সেন এই প্রস্তাব মুসাবিদা করেছেন ; তাই তিনি বললেন, আমি রাধাকান্ত দেবকে সমর্থন করি। তরুণ ছাত্রদের শিক্ষক হিসাবে ওকে রাখা চলে না। তিনিও 'improper teacher' বললেন। অথচ এই রামকমল সেন-ই তাঁর গৃহে শব ব্যবচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছেন।

দেখা গেল নয় জন কর্মকর্তার মধ্যে ছয়জন শিক্ষক মহাশয়ের যোগ্যতা নিয়ে আদৌ শংকিত নন। ছাত্রেরা যে তাঁর সংসর্গে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তা-ও তাঁরা ভাবছেন না। তখন সভার উদ্যোক্তারা বাঁকা পথ ধরলেন ; কার্যবিবরণীতে পাচ্ছি : The Committee proceeded to the consideration of the negative Question.

প্রস্তাবটির উপর চোখ বুলালে টের পাওয়া যাবে যে, সেটি তৎক্ষণাৎ রচিত হয় নি ; পূর্ব থেকেই মুসাবিদা করা ছিল।

প্রস্তাবটি এই—"Whether it was expedient in the present State of public feeling amongst the Hindoo community of Calcutta to dismiss Mr Derozio from the College."

প্রস্তাবটি রচনা যখনই হোক, দাখিল করার পর বহু তর্ক-বিতর্ক হোল। রাধাকান্ত দেব পূর্ব থেকেই আঁটঘাট বেঁধে এসেছিলেন, অভিভাবকদের লেখা বহু অভিযোগপত্র তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন, সেগুলি তিনি প'ড়ে-প'ড়ে শোনালেন।

শিক্ষক-দ্যরোজিয়ো বা ব্যক্তি-দ্যরোজিয়ো কেমন – এ আলোচনা বন্ধ হোল। হিন্দু সমাজের মনোভাব তাঁর প্রতি অনুকূল নয়, এমন অবস্থায় তাঁকে বহাল রাখা কি যুক্তিযুক্ত—এই হোল প্রশ্ন। হিন্দু সমাজকে টেনে আনায় বহু সদস্য হতবুদ্ধি হলেন ; ডেভিড হেয়ার ও উইলসন এ ব্যাপারে মত দিতে পারেন না। প্রসন্নকুমার রামমোহন-অনুসারী ; তিনিও হিন্দু সমাজের হয়ে কথা বলার যোগ্য ব্যক্তি নন।

চন্দ্রকুমার ঠাকুর এক্ষেত্রে মনে করলেন দ্যরোজিয়োর পদচ্যুতি করা সমীচীন। চন্দ্রকুমার ছিলেন দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমারের জ্ঞাতি ; কিন্তু তাঁদের মত 'উন্নতি-কামী' সমাজের অংশীভূত নন। বরং পাথুরেঘাটা—জোড়াসাঁকোর আভ্যন্তরীণ দলাদলির মধ্যে ছিলেন।

রসময় দত্ত এবার নতি স্বীকার করলেন। রসময় দত্ত শিক্ষানুরাগী হলেও সংস্কারপন্থী ছিলেন না।

ডেভিড হেয়ার ও উইলসন এ রকম ক্ষেত্রে ভোটদানের অধিকারী নন।

হিন্দু কলেজ যখন সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তখন সরকারের কাছ থেকে কবুল করিয়ে নেওয়া হয়েছিল যে, কোন নীতিগত প্রশ্ন উঠলে সরকার-মনোনীত সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে না। অতএব ওঁদের ভোট নেই।

এবার যে প্রস্তাবটি উঠল তাতে শিক্ষকরূপে দ্যরোজিয়োর যোগ্যতা এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁর দান যথোচিত স্বীকৃতি পেল। ছোট্ট প্রস্তাব ; বয়ানটি খুব নিষ্পাপ।

"Resolved that the measure of Mr. Derozio's removal be carried into effect with due consideration for his merits and services."

সম্ভবত শেষের বাক্যাংশ হেয়ার, উইলসন ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মুখ চেয়ে যুক্ত করা হয়।

রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেব-উত্থাপিত মূল প্রস্তাব এই ভাবে সমাধিস্থ হোল ; দ্যরোজিয়োর চাকরী তাঁরা খেলেন, কিন্তু অসম্মান করতে পারলেন না।

অন্যান্য প্রস্তাবেও রাধাকান্ত দেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোল না।

২নং প্রস্তাবে ছিল, উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের অসদ আচরণ ও অভ্যাস সবারই জানা। তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে সেই ভোজসভার গল্পও উঠেছিল। কমিটি এই প্রস্তাব অনাবশ্যক বিবেচনা করলেন ; কারণ কলেজের ছাপানো নিয়মাবলীতেও আছে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ছাত্রকে বিতাড়ন করা যাবে।

৩নং প্রস্তাবে বলা হোল, যে-সব ছাত্র হিন্দুধর্ম-বিরোধী আচরণ করে এবং সামাজিক কানুন অমান্য করে, তাদের দূর করে দেওয়া হোক। কিন্তু পরিচালক সমিতি এ প্রস্তাবেও সায় দিলেন না ; বরং বললেন, বিষয়টি অভিভাবকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। তাঁরা যদি মনে করেন এখানকার শিক্ষা অনাচার শেখাচ্ছে, তাহলে তাঁরা তাঁদের ছেলেদের নাম কাটিয়ে নিতে পারেন।

৪নং প্রস্তাবে বলা হোল, ছাত্রদের ভর্তির বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা হোক ; স্কুল ত্যাগ করার সীমা ২৮ থেকে ২০ বৎসর করা হোক। কমিটি এ প্রস্তাবও অনাবশ্যক মনে করলেন। কারণ বহু ছাত্র একই ক্লাসে আরও দুই-এক বৎসর পড়তে চায়। তাতে তারা উপকৃত হচ্ছে।

৫নং প্রস্তাবে ছেলেরা অপরাধ করলে দৈহিক শাস্তি পাবে, এবং প্রধান শিক্ষককে সে অধিকার দেওয়া হোল। দৈহিক দণ্ড হিন্দু কলেজে নিষিদ্ধ ছিল। কমিটি এই প্রস্তাব এবার মেনে নিলেন।

৬নং প্রস্তাবে বলা হোল, ভর্তির পূর্বে ছাত্রদের স্বভাব চরিত্রের খোঁজ খবর নিতে হবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হোল।

৭নং ও ৮নং প্রস্তাব কলেজ চালাবার সাধারণ কয়েকটি নিয়ম-সংক্রান্ত। এ দুটিও গৃহীত হোল।

তবে ৯নং প্রস্তাবে ছুটির পর কলেজ-ভবনে শিক্ষকদের থাকা নিষিদ্ধ করতে চাওয়া হোল। সদস্যরা এই প্রস্তাব সংশোধন করলেন, প্রয়োজন থাকলে ছুটির পর থাকা অবাঞ্ছনীয় নয়।

১০ নং প্রস্তাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এতে বলা হোল, কোন ছাত্র যদি বাইরের সভা-সমিতিতে যোগ দেয় ও বক্তৃতা শোনে, তবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব বাতিল হোল : বরং বলা হোল, কলেজ কর্তৃপক্ষের (managers) কলেজ-বহির্ভূত কার্যকলাপে বিধি-নিষেধ আরোপ করার কোন অধিকার নেই। এটা ছাত্রদের আত্মীয়স্বজন বা অভিভাবকদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

১১ ও ১২ নং প্রস্তাবে কি কি বই পড়ানো ও কেনা হবে, সে সম্বন্ধে কিছু প্রস্তাব ছিল। তা গৃহীত হোল।

১৩ নং প্রস্তাবে ফার্সী ও বাংলা পড়ানোর ওপর জোর দিতে বলা হোল। এ ক্ষেত্রেও বলা হোল, বিষয়টি অভিভাবকদের সম্মতিসাপেক্ষ।

১৮ নং প্রস্তাবে বলা হোল দরোজা বন্ধ করে পড়ানো চলবে না। এত ব্যগ্রতার কি প্রয়োজন, পরিচালকেরা প্রশ্ন তুললেন। উদ্ভট প্রশ্ন !

১৯ নং প্রস্তাবে শিক্ষকদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হোল।

পূর্ব থেকে নোটিশ দেওয়া হয় নি, এমন একটি প্রস্তাব জনৈক সদস্য তুললেন। সংবাদ প্রভাকর ১৫ এপ্রিলে এক চিঠিতে হিন্দু কলেজের সদস্যদের চরিত্রহনন ক'রে, অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। সংবাদ প্রভাকরের সাংবাদিককে অনুরোধ করা হোল, তিনি যেন পত্রলেখকের নাম জানান। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কে এই প্রস্তাব তুলেছিলেন, এই কার্যবিবরণীতে তাঁর নাম নেই। (Unpublished Records of the Hindu College)। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় কিঞ্চিৎ কৌতুকজনক ব্যাপার ঘটল। সমাচার চন্দ্রিকা দারুণ চটে গিয়ে ২৬ এপ্রিল লিখল, গোপীমোহন দেব, হরিমোহন ঠাকুর, নবীনকৃষ্ণ সিংহ, আশুতোষ দেব ছাত্রদের কলেজে যেতে নিষেধ করেছেন। এঁদের বিরুদ্ধে কিছু না বলে সংবাদপত্রকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হোল। পত্রিকা

ক্ষোভভরে লিখল, "তাঁহারা অকারণ গরীব সংবাদপত্র প্রকাশকের উপর ক্রোধ করেন।" (সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল, ১৮৩১)। ঘরের খবর ঘরের লোকই ফাঁস করল।

সভার আলোচনার বিবরণ দ্যরোজিয়ো জানতে পারলেন। তবু সরকারীভাবে উইলসন তাঁকে খবরটি দিলেন। উইলসন তাঁকে ভালবাসতেন। গত জানুয়ারি মাসে যাঁর জন্য একটি অধ্যাপকের পদ সরকারের কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়ে এনেছেন, আজ তাঁকেই পদচ্যুত করা হোল। উইলসন এক্ষেত্রে আর একটি বান্ধবোচিত কাজ করলেন; সভার সিদ্ধান্ত জানিয়ে সেই সঙ্গে অনুরোধ জানালেন, নিজে থেকেই তিনি যেন পদত্যাগ করেন। হয়তো আশা রেখেছিলেন ভবিষ্যতে তাঁকে পুনর্নিয়োগ করা যাবে।

পদত্যাগপত্র পাঠাতে দেরী হোল। অনেক বন্ধন তৈরি করেছেন; হৃদয় দিয়ে যা মানুষ তৈরি করে, তা ছিঁড়তে বহু রক্তক্ষরণ হয়।

২৫ এপ্রিল পদত্যাগ পত্র পাঠালেন; তৎসহ উইলসনকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি।

পদত্যাগপত্র সেক্রেটারী লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জির হাতে পৌঁছুবার পূর্বে রাধাকান্ত তাঁকে লিখছেন, গত সভার কার্যবিবরণী নথিভুক্ত করে ফেলুন। আর দ্যরোজিয়োর পদত্যাগপত্র এলে আমার কাছে পাঠাবেন। এটা জানার পর আমি আমাদের ছেলেদের বিদ্যালয়ে যেতে বলব। অন্য যাঁরা ছেলেদের প্রত্যাহার করেছেন, তাঁদেরও খবরটি জানিয়ে দেবেন।

হিন্দু কলেজে আরও ইংরেজ অধ্যাপক ছিলেন; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ রস ও ডাঃ টাইটলার। দুজনেই খুব যোগ্য শিক্ষক। ডাঃ রস রসায়নবিদ্যা পড়াতেন। তার বাইরে তাঁর কোন ঔৎসুক্য ছিল না, রসায়নশাস্ত্রও তিনি খুব ভাল জানতেন বলে মনে হয় না। কৃষ্ণমোহন তাঁর পড়ানো নিয়ে রসিকতা করে 'Soda and Pupils' নামে সংবাদপত্রে এক চিঠি লিখেছিলেন। (হিন্দু কলেজের ইতিহাস—রাজনারায়ণ বসু, পৃ-১৯)। ডাঃ টাইটলার শিক্ষকতায় দক্ষ; তার বাইরেও তাঁর ভূমিকা ছিল। সংস্কৃত, গ্রীক ও হিব্রু খুব ভাল জানতেন। ইণ্ডিয়া রিভিউ-এর সম্পাদক ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে লিখেছিলেন তিনি সংস্কৃতে উইলসন থেকেও পণ্ডিত। (p. 468)। কথাটা কতদূর সত্য, তা আজ প্রমাণ করা যায় না। তিনি সতীপ্রথা বিলোপে রামমোহনের সমর্থক ছিলেন; তবে একত্ববাদ (Unitarianism) গ্রহণ করেন নি; ত্রিতত্ত্ববাদে (Trinity) বিশ্বাসী ছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। তাই অনেক ব্যাপারে মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। রাধানাথ সিকদার ও রাজনারায়ণ বসাক তাঁর কাছে প্রিন্সিপিয়া, ও লা প্লাস পড়েছিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষাদান ব্যাপারে তাঁর একটি বিশিষ্ট মত ছিল। "Almost nothing is gained by getting a student to repeat in College our systems of

science unless he can be convinced of their truth and brought to act in the world according to their principles." (Tytler to Troyer, 3 April, 1834)। তিনি একটু খ্যাপাটে (eccentric) ধরনের লোক ছিলেন। দ্যরোজিয়োর অন্তিম সময়ে তাঁর শয্যাপাশে তিনি ছিলেন। একমাত্র টাইটলার ছাড়া আর সবাই বেতনভুক শিক্ষক।

দ্যরোজিয়ো উইলসনকে যে ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন, তাতে তিনি বললেন তাঁর প্রতি যে-অন্যায় ব্যবহার করা হোল, তার প্রতিবাদ জানাবার কোন সুযোগ তাঁর নেই। তাঁকে লিখলেন, তুমি যা ভাবছ, তা হবে না। আমার পক্ষে অচিরে হিন্দু কলেজে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। যে-মনোভাব ম্যানেজাররা আমার প্রতি দেখিয়েছেন, তা যে অচিরে শান্ত হয়ে যাবে এমন মনে হয় না। গভর্নরদের কাছে লেখা পদত্যাগপত্রে বললেন, আমার বিরুদ্ধে আপনাদের কি যে অভিযোগ তা আমি এখনও জানি না। পরিচালকদের সামনে হাজির হয়ে যে জবাব দেব, সে সুযোগও আমাকে দেওয়া হোল না। এমন একতরফা বিচারের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি চিঠি শেষ করেন। যে তিনজন সদস্য তাঁর পক্ষে কথা বলেছিলেন, সেই ডেভিড হেয়ার, উইলসন ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে তিনি ধন্যবাদ দিলেন।

নাটক শেষ হয়ে গেল। নাটক শেষ হলেও শেষ হয় না, তার একটি Epilogue থাকে। উইলসন তাঁকে জানালেন, কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ উঠেছিল, লিখিত আকারে নয়, মৌখিক আলোচনায়। অভিযোগের প্রথমটি হোল ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস সৃষ্টি; দ্বিতীয়টি হোল বাবামায়ের কথা মান্য করা বা তাঁদের আদেশ পালন করা কোন নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, এমন মত প্রচার। তৃতীয়টি হোল, ভাইবোনের বিবাহকে তিনি সামাজিক অপরাধ বলে মনে করেন না।

বুঁফো, ইরাসমাস কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে। তবে সে সব তর্ক মাত্র, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। উত্থাপিত অভিযোগগুলি যে কতদূর অসত্য, যাঁরা দ্যরোজিয়োকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, তাঁরা তা ভালভাবেই জানেন। তবু এর জবাব তাঁকেই দিতে হোল। সে উত্তর আমরা গ্রন্থভুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেছি। পরিশিষ্টে উৎসাহী পাঠকের জন্য রাখলাম।

জীবিকার স্থূল দাবীটাকে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলেন। কবি, ভাবুক ও দার্শনিকেরা প্রায়শ তাই করেন। পাঁচ বৎসরের ক্ষুদ্র শিক্ষক জীবন, তাই কত বিপুল! তিনি নবী নন, ঈশ্বর-আদিষ্ট ব্যক্তি নন; তুচ্ছ একটি কেরানীর সন্তান এবং বিদ্যালয়ের ৪ নং শিক্ষক। ইতিহাস মাঝে মাঝে এই রকম রসিকতা করে, সময়ের তাড়না সময়কে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই সময় আবার সময়কে পরাজিত করে; কারণ সে ফুরিয়ে যেতে চায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাধা দিলে বাধবে

দ্যারোজিয়োর এক বৎসর পূর্বে লুডভিগ ফায়ারবাকের পদচ্যুতি ঘটল এরলানজের (Erlanger) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ; তাঁর অপরাধ তিনি ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ (ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসহীনতা) প্রচার করছেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে বিতাড়িত হবার পর বাকি জীবন তিনি পল্লী অঞ্চলে অতিবাহিত করেন। দ্যারোজিয়ো স্পষ্টত ঈশ্বরবিরোধী ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই, তবে তিনি সংশয়বাদ প্রচার করেছিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন পুরাতনের সঙ্গে নতুনের বিরোধ হচ্ছে—ভাববাদ আর বস্তুতন্ত্রবাদের মধ্যে। দ্যারোজিয়ো কাণ্ট সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু হেগেলীয় মত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। ফায়ারবাক নব্য হেগেলপন্থীদের দর্শনচিন্তা থেকে বস্তুবাদে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিলেন। হেগেলের চিন্তায় ভাববাদ-আশ্রয়িতা ছিল, তা তিনি সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। দ্যারোজিয়ো বস্তুবাদে পৌঁছুতে মোপার্তুই-এর সাহায্য পেয়েছিলেন। তবে ফায়ারবাকের ন্যায় সুনির্দিষ্ট মত প্রচার করার পূর্বেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

দ্যারোজিয়োর পদচ্যুতি কোন ব্যক্তি-বিদ্বেষজাত নয়, এটা নতুনের সঙ্গে প্রাচীনের দ্বন্দ্ব এবং একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার। রাধাকান্ত দেব বা রামকমল সেন সেই আন্তর্জাতিক পুরাতনপন্থার দেশীয় রূপ। বিষয়টিকে ব্যক্তি-বিদ্বেষের ঘোঁয়াটে চোখে দেখলে চলবে না। Atheism ও Agnosticism শুধু দার্শনিকদের বিচার বিশ্লেষণের পরিণতি নয়। বিজ্ঞানের নব নব প্রয়োগে এবং শিল্পোন্নয়নে এই মানসিকতার সৃজনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানুষকে নতুন ভাবনার ভুবনে টেনে আনে।

রাধাকান্ত দেব বা রামকমল সেন সম্বন্ধে হেনরির জীবনী-লেখকেরা অনেক তিক্ততার সৃষ্টি করেছেন। রামমোহন-রাধাকান্ত বিরোধ আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু ; রাধাকান্ত দেব শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার এক বড়ো প্রবক্তা ; তিনি স্কুলে বাইবেল পড়ানোর বিরোধিতা করেছেন। (Preceedings of the School Society, 1818-1843)। রামকমল সেন উইলসনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ; তাঁর জীবনের উন্নতিতে উইলসনের সহযোগিতা ছিল। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও হিন্দু কলেজ নব রূপায়ণে তিনি উইলসনের সহযোগী ছিলেন। বিশেষত মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় এবং তার যথার্থ ব্যবহারিক বিকাশে তাঁর ভূমিকা অনেকের থেকে বেশি। অর্থ দিয়ে সাহায্য আর জাতি-ধর্মভ্রংশের সম্ভাবনা জয় করা এক কথা নয়। মেয়েদের

সম্পত্তির অধিকার প্রশ্নে তিনি সে যুগে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইংরেজী থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রন্থ অনুবাদে সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি যে ইংরেজী-বাংলা অভিধান সংকলন করেছিলেন, সে যুগে তাঁর 'Lasting Monument' বলা হয়। অথচ তিনি ছিলেন বৈদ্যবংশজাত। তাঁর জাতিগোষ্ঠীর অনেকেই এই কলুটোলীয় কুলপেশায় যশ ও অর্থভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ওপর নির্যাতন চলছে। অনেকের মত এ খবর উইলিয়াম ইয়েটসও জানিয়েছেন—"Several of them have become the objects of private and public reproach having been expelled by their parents and necessitated to seek shelter where they could." (Memoirs of William Yates D. D. of W. H. Pearce. London, 1847, p. 268) বেঙ্গল স্পেকটেটারে প্যারীচাঁদও এই কাহিনী বলেছেন (September, 1842)। শিক্ষক বিতাড়নে এই সমস্যার সমাধান হোল না। ছাত্রদের গৃহে গৃহে অশান্তির আগুন আরও তেজের সঙ্গে জ্বলে উঠল। অভিভাবকদের নিপীড়ন অব্যাহত থাকল।

এক বৎসর পূর্বে দ্যরোজিয়োর পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন ত্রিশ হাজার টাকা, একটি বিধবা স্ত্রী, অবিবাহিতা এক কন্যা আর তিন ছেলে। অবশ্য একখানা বাড়িও আছে। জীবিতদের মধ্যে হেনরিই বড়।

অতএব একদিনের তরে বেকার থাকা চলে না। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর আকৈশোর হিতৈষী ডঃ গ্রাণ্ট। ইণ্ডিয়া গেজেটে সহ-সম্পাদকের কাজ।

হেনরি এখন আর পূর্বের হেনরি নেই, শিক্ষকতার সাফল্য তাঁকে আত্মপ্রত্যয় দিয়েছে, খ্যাতির সঙ্গে অখ্যাতি। এখন তাই সহ নয়, সম্পাদক হতে হবে।

নতুন কাগজ বের করার জন্য শলাপরামর্শ আরম্ভ হল। বন্ধুরা উৎসাহ দিলেন, সদ্যযুবক ছাত্রেরা আনন্দ প্রকাশ করলেন। বোন ও মা নিরস্ত করার উদ্যোগ নিলেন না।

দ্যরোজিয়ো বিতাড়নের পর শুরু হল ছাত্রদের ওপর নির্যাতন। ৯ই মে সমাচার চন্দ্রিকা ধর্ম বা সংস্কার-অমান্যকারীদের শায়েস্তা করার জন্য সরকারের কাছে আইন প্রণয়ন করতে আর্জি জানালেন। "এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন কাহারো সাধ্য নহে, যেহেতু রাজাজ্ঞা ক্রমে পূর্ববৎ জাতিমালার এক কাচারী হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের ওপর ভারার্পণ করেন যে ভাবোল্লাসের আপন আপন আচার ব্যবস্থা ধর্ম-যাজন না করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেক।"

সরকার কবে শায়েস্তা করবেন, তার জন্য তো বসে থাকা চলে না। উৎপীড়িত ছাত্ররা ডেভিড হেয়ারের হাত দিয়ে স্যার এডওয়ার্ড রিয়ানকে তাঁদের দুর্দশার কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন।

রসিককৃষ্ণ লিখলেন, এমন একটি দিন যায় না, যেদিন অকথ্য গালাগাল

শুনতে না হয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না। আত্মীয়রা ঠিক করেছেন, আমাকে গৃহবন্দী করে রাখবেন; শিকল দিয়ে বাঁধবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। পটলডাঙ্গা স্কুলে চাকরী করেন, সেই সামান্য বেতনে তাঁর চলে না। তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে, এমন ভয় দেখানো হচ্ছে।

ছাত্রেরা একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভা থেকে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তা শুধু নিপীড়ন নির্যাতন সহ্য করায় সীমাবদ্ধ থাকল না। শুধু নিয়ম-ভাঙ্গার ব্রত গ্রহণ করল না।

তারা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে এগিয়ে এল।

তারা 'পার্থেনন' প্রকাশ করেছিল; তার অপমৃত্যুর বেদনা তারা ভুলতে পারে নি। তাদের লেখা নিবন্ধ ক্যালকাটা মনথলি গেজেট ও ইণ্ডিয়া গেজেট-এ কখনও কখনও মুদ্রিত বা পুনর্মুদ্রিত হয়। শিক্ষক দ্যারোজিয়ো কর্মচ্যুত হয়েছেন। তিনি বেঙ্গল ক্রনিকল, বেঙ্গল হরকরায় নিবন্ধ লিখে কিছু অর্থ উপার্জন করেন। এমন সময় হেসপেরাস (Hesperus) নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশিত হোল।

হেসপেরাস প্রকাশনা সম্বন্ধে বহু ভুল তথ্য প্রচার হয়েছে। বিশেষত কোন কোন গবেষক যে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন, পরবর্তী গবেষকেরা তা নির্বিচারে গ্রহণ ক'রে ব্যাপারটিতে বিভ্রান্তির মাত্রা বাড়িয়েছেন। ভাগলপুর থেকে ফেরার পর হেসপেরাসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে নি। হিন্দু কলেজের কর্ম-জীবনের অবসান হলে হেসপেরাসের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আর হেস-পেরাস তখনই আত্মপ্রকাশ করেছিল। (Bengal Chronicle, June, 1831) মে মাস থেকে তিনি ঐ কাগজে লিখছেন; কিন্তু ঐ কাগজের পরিচালকেরা তাঁর লেখার ওপর কলম চালাতেন। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে লেখা বন্ধ করে দেন, সম্পাদকের দায়িত্বভার ত্যাগ করেন। (Hesperus, Quoted in Bengal Chronicle; 7 May, 1831; Speeches of Ramgopal Ghose—edited by A. L. Bose, 1885, Introduction—p. III)।

দ্যারোজিয়ো হেসপেরাসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলে দেশীয় পত্রিকায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

হেসপেরাস যে সান্ধ্য দৈনিক ছিল, তার সমর্থন সাময়িক পত্রপত্রিকায় পাচ্ছি। (Bengal Obituary, Holmes & Co., 1840)।

দুই-এক মাসের মধ্যেই তিনি নিজের কাগজ প্রকাশ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন, মাসিক, পাক্ষিক, বা সাপ্তাহিক পত্র নয়, একেবারে দৈনিক পত্র।

ছাত্রেরাও উত্তেজনার আগুন কেবল আচার ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ না করে কিছু সদর্থক কাজে আত্মনিয়োগ করল। একাডেমিক এসোসিয়েশনের মত

আরও কিছু সভা তাঁরা গঠন করলেন। সাময়িকপত্র প্রকাশ করলেন। স্কুল গঠন করলেন। স্কুলের কথাই আগে বলি।

গঙ্গাচরণ সেন, রাধানাথ পাল, মাধবচন্দ্র মল্লিক এক জোট হয়ে হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করলেন। জুন মাস থেকে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু হয়। বিদ্যালয়-পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কানাইলাল ঠাকুর কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হোল। ডেভিড হেয়ার, দক্ষিণারঞ্জন ও রসিককৃষ্ণ এই পরীক্ষা গ্রহণের কাজে যোগ দেন। আর যোগ দিয়েছিলেন দীক্ষাগুরু ও বন্ধু দ্যরোজিয়ো।

কৃষ্ণমোহন তাঁর 'এনকোয়ারার' পত্রিকায় এই ঘটনার ওপর একটি প্রশংসা-সূচক মন্তব্য ছাপিয়ে দিলেন। তিনি আরও লিখলেন, এর আগে বিদেশীয়দের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা লেখাপড়া শিখত ; আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন দেশের মানুষ দেশবাসীকে আপন ভাই বলে মনে করেন, তাদের উপকারের জন্য কি কি প্রয়োজন, তা বিশেষভাবে অবগত আছেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক সিমুলিয়া পল্লীতে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুললেন। আড়পুলি লেনেও তাঁর প্রাক্তন ছাত্রেরা একটি স্কুল খুলল। মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ফ্রি স্কুল সম্বন্ধে একটি অপ্রীতিকর খবর ছাপা হয়। হিন্দু ধর্মের বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মত বিরোধ ঘটেছে, স্কুলের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মাধবচন্দ্র মল্লিক এর এক যুক্তিনিষ্ঠ প্রতিবাদ পাঠালেন। সংবাদ কৌমুদীতে ৩০-এ সেপ্টেম্বর তা ছাপা হোল।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্যালয় টিকে ছিল, এ খবর আমরা পাচ্ছি।

১৭ই মে এনকোয়ারার (Enquirer) প্রকাশিত হোল। পাক্ষিক পত্রিকা ; সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনও তিনি গৃহ থেকে বিতাড়িত হন নি। কৃষ্ণমোহনের এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের সঙ্গে শিক্ষক দ্যরোজিয়ো নিজেকে যুক্ত করলেন। ভারতীয়দের কুসংস্কার নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাঁকে শুনিয়ে দেওয়া হোত, তিনি খ্রীস্টান, তিনি কি করে হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠানের মর্ম বুঝতে পারবেন। যিনি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জনক, হিন্দু জাতীয়তাবাদ নয়, তাঁকে এই পীড়া সহ্য করতে হোল। তাই তিনি কৃষ্ণমোহনের পত্রিকা থেকেও সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নিলেন! তবু আলেকজাণ্ডার ডাফ লিখলেন, এনকোয়ারের প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধটি নাকি তিনিই লিখেছেন। ঐ সম্পাদকীয় শুরু হয়েছিল এই ভাবে—"Having thus launched our bark under the denomination of Enquirer, we set sail in quest of Truth and Happiness." (Quoted in India and India Mission—Alexander Duff, p. 622)।

এই পত্রিকা বের হবার ঠিক একদিন পূর্বে তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'The East

Indian'-এর অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হোল। আমরা অনুষ্ঠানপত্রটি সম্পূর্ণ ছেপে দিচ্ছি।

Prospectus of the East Indian, a daily Newspaper to be published at Calcutta from the 1st of June, 1831.

Subscription : Five Rupees per month. This paper which will be composed of as good materials and will posess as extensive resources as the morning Journal of the Presidency is offered to the notice of the public at the cheap rate of five Rupees per month. It will be published daily on a large royal sheet of fine paper and will be despatched with punctuality to all parts of the country. Arrangements having been made to secure for it the earliest intelligence from Europe, South Africa, Eastern Islands, Madras, Bombay and the Upper Provinces, the patronage of this community is respectfully solicited for an understanding which depends upon encouragement for success. To prevent any misconception to which the name of the paper may give rise the proprietors beg to state that his journal will not be exclusively devoted to any particular interest but that it will advocate the just rights of all classes of the community.

Reference and application should be made to Mr. H. L. V. DeRozio. Circular Road, Calcutta. (Calcutta Gazette ; 16 May, 1831)

স্বতন্ত্র অফিস খুললেন, সহকর্মী নিয়োগ করলেন। একই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়ানদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় আবেদনপত্র পাঠান হোল, তারও মুসাবিদা তিনিই করলেন। তার মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধির সংযোগ নেই, আছে যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠা। "Not being Hindus, they cannot regulate their regulations by Hindoo laws, not being Mohammedans, they cannot regulate them by Mohammedan laws, not being British-born subjects, they cannot enjoy the advantages of the laws of England."

১লা জুন তাঁর পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করল। পত্রিকার নাম ইস্ট ইণ্ডিয়ান ; কিন্তু এই পত্রিকায় সম্প্রদায় বিশেষের নিঃসপত্ন অধিকার ছিল না। তাঁর এই উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে ক্যালকাটা মন্থলি জার্নাল তাঁকে সমর্থন জানাল, "it affects us pleasure to second." (June, 1831)। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে একজনের নাম পাচ্ছি শোকসংবাদে "At Calcutta, Mr

Moulton, the late Reporter of the East Indian died. (3 March, 1832, John Bull).

প্রথম দুই মাসে কাগজে কি কি বের হোত, তার সন্ধান আমরা পাই নি। প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলি দম্ভভরে এই নবীন প্রতিযোগীকে উপেক্ষা করে চলছিল।

গোটা আগস্টমাস দ্যরোজিয়ো ইস্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বৈঠক নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পত্রিকার প্রকাশনার সপ্তাহকাল পরে তাঁর দুটি প্রিয় ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণানন্দ মুখার্জি 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে (বাংলা সাপ্তাহিক) প্রকাশ করলেন। পত্রিকার অনুমতিপত্র (declaration) নিয়েছিলেন সরকারী দপ্তর থেকে রসিককৃষ্ণ। তখন তিনি গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ নিতে অস্বীকার করেন। বৈষ্ণব বংশের ছেলের এ কী কাণ্ড!

বাংলা সাময়িক পত্রিকা-জগতে যৌবনের কলতান শুরু হোল। 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রথম তিন বৎসর বাংলা সাপ্তাহিক, পরে দ্বিভাষী হয়।

সংবাদ কৌমুদী ও রিফর্মার (The Reformer) সংস্কারপন্থী পত্রিকা; তবে তাঁদের সংস্কারের একটি নির্দিষ্ট সীমা ছিল। পুরাতন আচার-ব্যবহারের তাঁরা সমালোচনা করতেন; কিন্তু কাগজে যা লিখতেন, ব্যক্তিজীবনে তার তেমন অনুসরণ থাকত না। এনকোয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ ও ইস্ট ইণ্ডিয়ান সম্মিলিতভাবে এই মনোভাবের সমালোচনা করত।

ইস্ট ইণ্ডিয়ান প্রকাশনার এক মাসের মধ্যে একটি নিন্দনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। এক্ষেত্রেও দ্যরোজিয়ো সংযম ও রুচিজ্ঞানের প্রমাণ রেখেছেন। 'জনবুল' তখনকার রক্ষণশীল ইংরেজ সমাজের, বিশেষ করে বণিক সমাজের মুখপত্র। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সৈন্যবিভাগের প্রাক্তন কর্মচারী। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে কবিতাও লিখতেন। এ'র নাম ক্যাপটেন ম্যাকনাটেন (R. A. Macnagten)। ৪ঠা জুলাই এই সম্পাদক মহাশয় দেউলিয়া আদালতে (Court of Insolvent) সোপর্দ হলেন। ম্যাকনাটেন বিভিন্ন সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের কাছে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ঋণী; ফলে মামলা উঠল। সম্পাদক হিসাবে তিনি মাসে মাহিনা পেতেন দু'হাজার টাকা; কিন্তু ফুর্তির জন্য এতে তাঁর কুলোত না। অতএব যত্রতত্র ধার।

২০-এ সেপ্টেম্বর ভদ্রলোকের পর-অর্থ সম্পর্কে এতটা ঔদার্য দেখে দ্যরোজিয়ো তাঁর পত্রিকায় একটি সরস মন্তব্য করলেন। সচরাচর সাংবাদিকেরা পরস্পরের প্রতি এহেন রঙ্গরস করেই থাকেন। কিন্তু জনবুলের সম্পাদকের ঘাড়ে 'বুল'ত্বই প্রবল হোল। তিনি লাঠি হাতে হাজির হলেন 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' অফিসে। দপ্তরে তখন সম্পাদক ও তাঁর দুই সহকর্মী কাজ করছিলেন। ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, দ্যরোজিয়ো কার নাম। একজন সহকর্মী তাঁকে দেখিয়ে দিলেন। তখন ভাঁজ করা এক খণ্ড পত্রিকা তাঁর নাকের ওপর তুলে ধরে বললেন, এই

টিপ্পনী তুমি কেটেছ ? দ্যরোজিয়ো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, তবু বললেন, হাঁ আমি লিখেছি।

প্রাক্তন মিলিটারী পরে নিজের কাগজে 'Tit for Tat' এই ছদ্মনামে লিখছেন, ছোকরাটি যদি বলিষ্ঠ হোত বা বয়স্ক হোত, তাহলে ওকে আচ্ছামতো প্রহার করতাম। কিন্তু তাঁর ঐ শীর্ণ, ছোট্টখাট্ট চেহারা দেখে বেতটি শুধু তার গালে দু'বার ছুঁইয়ে চলে এলাম।

ম্যাকনাটেনের এই প্রকার মেজাজ পূর্বেও একবার প্রকাশ পেয়েছিল। সেবার ঝগড়াটি হয়েছিল আর এক ক্যাপটেনের সঙ্গে। (Calcutta Monthly Journal, October-December, Vol. VII, 1825)। ২৫-এ সেপ্টেম্বর দ্যরোজিয়ো সমগ্র ব্যাপারটি বর্ণনা করে লিখলেন, 'এই ভদ্রলোক কলকাতার বাজারে কুড়ি টাকা ধার চেয়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন তাঁর কি সুনাম! এ বিষয়ে আর কি লিখব; উনি একজন 'Bully coward'—'উত্যক্তকারী কাপুরুষ।' ইণ্ডিয়া গেজেটে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ম্যাকনাটেন থামলেন না। তিনি দ্যরোজিয়োসহ বেঙ্গল হরকরার সম্পাদককে ঝেড়ে গালাগাল করলেন। দ্যরোজিয়ো তার জবাবে লিখছেন, ভদ্রলোকের জন্য আমার মায়া হচ্ছে। কী দুঃখজনক অবস্থায় না নিজেকে টেনে নামিয়েছেন!

চিঠির উপসংহারে তিনি লিখলেন, "With these sentiments I withdraw myself from the scene in which I had been obliged for some days, to act as conspicuous a part. Having fixed upon my assailants in infamy which his conduct deserves I abandon him to his own reflections and the charity of the public." (27 September, 1831, East Indian)

সৎ সাংবাদিক কদাচ ব্যক্তিগত মান-অপমানের প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। নব্য যুগের যুবকদল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়ার বাগানবাড়িতে নতুন রীতিতে নাট্যাভিনয় করবে, অর্থাৎ স্টেজ খাটিয়ে; খবরটা জেনে দ্যরোজিয়ো আপত্তি জানালেন। পাঠশালা স্থাপনায়, পত্রিকা প্রকাশনায় তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু এখানে তিনি আপত্তি জানালেন,—"useful knowledge should precede amusements", আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকার সময় এটা নয়, এখন চাই হিতকর জ্ঞানের চর্চা। অথচ তিনি স্বয়ং একজন সুঅভিনেতা এবং নাট্যরসিক।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন তাঁরই প্রিয়জনেরা, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। 'দি হিন্দু থিয়েটারে'র অভিনয়ে উইলসন দিলেন প্রারম্ভিক ভাষণ। অভিনীত হোল জুলিয়াস সিজারের নির্বাচিত অংশ, আর 'উত্তর চরিতে'র একটি অংশ, যা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন স্বয়ং উইলসন। এর আগেই

হিন্দু নাট্যসাহিত্যের ওপরে লেখা তাঁর গ্রন্থ বের হয়ে গেছে। প্রচুর আতসবাজি ও পটকা পুড়িয়ে ও ফাটিয়ে উৎসবের আনন্দ প্রকাশ পেল।

এই উৎসব শেষ হবার পূর্বেই অতি-উৎসাহী বন্ধুদের কৃতকর্মের ফলে কৃষ্ণমোহনকে গৃহচ্যুত হতে হোল। কয়েকদিন দক্ষিণার গৃহে কাটালেন। সেখানেও বিপত্তি দেখা দিল। দ্যরোজিয়ো তাঁর আস্তানা ঠিক করে দিলেন।

আগস্ট মাসের ইস্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বার্ষিক সভায় তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতা নানা কারণে স্মরণীয়। সম্প্রদায়বিশেষের সভায় দাঁড়িয়ে অসাম্প্রদায়িক বক্তৃতা দেওয়া এক বিরল ঘটনা। এযুগেও ক'জনা পারেন ?

"The admission of East Indians to certain rights did not preclude the possibility of other classes of the population of only ensuring for themselves the privileges to which they are entitled. If East Indians were permitted to enjoy all the privileges they now seek, it would be impossible to withhold the claims of others. The enemies had tried to set both the Europeans and native community against them by saying that they sought exclusive privileges, well-knowing that if they once entered the breach, there would be many to follow." (3 August, 1831, India Gazette)। এই সভায় 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' শব্দের অর্থ নিয়ে গুরু ড্রামণ্ডের সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ হয়েছিল। তবে মনান্তর হয় নি। দ্যরোজিয়ো অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার কথা বলতেন, যেখানে সর্ব সম্প্রদায় সমঅধিকার ভোগ করবে। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার তিনি শত্রু।

১৭ সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়া গেজেটে গৃহ-বিতাড়িত কৃষ্ণমোহনের 'তাড়িত' (The Persecuted নাটক প্রকাশিত হোল। নাটকে ব্যক্তিগত উষ্মা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বেণীলালের জবানীতে ইয়ং বেঙ্গলগোষ্ঠীর বক্তব্যও প্রকাশ পেয়েছে।

Banny lall—When knowledge has begun its march, Hindooism must fall and must fall with a noise, * * * how can I with a safe conscience, disgrace philosophy, disgrace humanity, and disgrace the character of man uttering what is not a fact. A father versus truth.—We are doomed to suffer all these misfortunes. ......I break down the chains of filial duty for truth.

এই বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি অতিশয়োক্তি আছে। অতিশয়োক্তি সর্বদা

যুক্তিকে ক্ষুণ্ন করে। তবে এই বক্তব্যে নতুন জীবনাদর্শের কথা আছে; আস্ফালন-টুকু বাদ দিলে খুব খারাপ হোত না।

পূর্বেই বলেছি, প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান অগ্রাহ্য করার জন্য ছাত্ররা গৃহে বিড়ম্বিত হোত। তারা সংবাদপত্র প্রকাশ করে সমাজকে যেমন আঘাত করেছে, সমাজ সে আঘাত বহু গুণ ফিরিয়ে দিয়েছে—"Several of them have become the objects of private and public reproach having been expelled from their homes by their parents and necessitated to take shelter where they could. [Memoirs of Yates, p. 268]

সাংবাদিক দ্যরোজিয়ো ক্রমশ প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আগস্ট মাসের শেষে ভাদ্র-উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্ম-সমাজে পণ্ডিত বিদায় হোল। দ্যরোজিয়ো এই ঘটনায় মুখ খুললেন, ব্রাহ্মসভা কি ব্রাহ্মণদের ভেলকি বাজির মণ্ড? আমরা তো জানতাম, তা নয়। কারণ এই সভার প্রতিষ্ঠাতা হলেন রামমোহন রায়। তিনি মানবপ্রেমের পূজারী, ঈশ্বরোপসনাকে শুদ্ধতম নীতির উপর স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ১৯-এ ভাদ্র, যা দেখলাম তা বিস্ময়কর। প্রায় দুই শো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে, তৎসহ তাঁদের শিশুদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে ১৬, ১২, ১০, ৮, ৬, ৫, ৪, ২ টাকা হারে দক্ষিণা দেওয়া হোল। শুনতে পেলাম সমাজের পরিচালকেরা এমন কাজ নাকি হামেশাই করে থাকেন। দয়াধর্ম প্রশংসনীয় কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা একই সময়ে কাউকে উঁচুতে তোলা, কাউকে নিচুতে নামানোর কি অর্থ আছে? আসলে এ হোল সম্পূর্ণ আজগুবি কাণ্ড।

ব্রাহ্মদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই এ সমালোচনা।

পুজোর ছুটি এসে গেল; দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে এবার তুমুল বিতণ্ডা শুরু হোল। অবশ্য বিতর্কটার সূচনা করে দেয় সমাচার চন্দ্রিকা। যে সব বাবু মুখে সর্বদা পৌত্তলিকতার নিন্দা করেন, অথচ বাড়িতে জাঁকজমক করে দুর্গোৎসব করেন, চন্দ্রিকা তাঁদের নামধাম প্রকাশ করে দিল। এই সংবাদের সূত্র ধরে দ্যরোজিয়ো এই দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করলেন। প্রথমে ১৫ই অক্টোবর এক নিবন্ধে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গৃহে দুর্গোৎসব হচ্ছে জেনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এই বিস্ময়ের অপনোদনে প্রসন্নকুমার নিজে এগিয়ে এলেন না। এগিয়ে এলেন চীৎপুর থেকে তাঁর এক পড়শী, যিনি 'A Native' এই ছদ্ম নামে স্বাক্ষর করেছেন। এই পড়শী জানালেন, প্রসন্নকুমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব পেয়েছেন এই শর্তে যে, তিনি পিতৃপুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড বজায় রাখবেন। প্রসন্ন-কুমার পৌত্তলিকতাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেন, যেমন ঘৃণা করেন ইস্ট ইণ্ডিয়ানের সম্পাদক দ্যরোজিয়ো বা এনকোয়ারের সম্পাদক কৃষ্ণমোহন। নিতান্ত বাধ্য হয়েই তিনি এই পুজো করছেন। পত্র লেখক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তিনি কি

দেখেন নি বাইবেলে যাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, মনে প্রাণে ডীয়িস্ট (deist), অথচ গির্জায় গিয়ে তিনি উপাসনায় যোগ দিচ্ছেন ? এই রকম ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে, তবে তিনি সে ভণ্ডামির মুখোস খুলে দেন না কেন ? এই কাজ করলে তিনি তাঁর অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করতেন না। তিনি তো খ্রীস্টান ; হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁর পক্ষে এ ব্যাপারে নাক ঢুকানো সুবিবেচনার কাজ নয়। আর তা ছাড়া মাধবচন্দ্র মল্লিকের গৃহেও তো দুর্গোৎসব হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাঁরই বা কি বক্তব্য, আর তাঁর সুহৃদ কৃষ্ণমোহনেরই বা কি বক্তব্য ?

দ্যরোজিয়ো এর জবাব দিয়েছিলেন ; তিনি লিখলেন, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড শর্তযুক্ত নয়।

মাধবচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তর নিজেই দিলেন ; তিনি বললেন, তাঁর গৃহে দুর্গোৎসব হচ্ছে, এ খবর সর্বৈব মিথ্যা। রিফর্মার থামল না ; আর একটি নিবন্ধে পৌরাণিক ও নিরাকার উপাসনা তথা বিশুদ্ধ ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করল। অপর দিকে, মাধবচন্দ্র মল্লিকের প্রসঙ্গ ধরে দ্যরোজিয়ো সমকালীন কলকাতার হিন্দুসমাজের একটি বিশ্লেষণাত্মক রূপ উপস্থিত করলেন। তাঁর মতে তখন হিন্দুসমাজ রক্ষণশীল, আধা-সংস্কারপন্থী (Half-liberal), সংস্কারপন্থী—এই তিন দলে বিভক্ত (২১ অক্টোবর, ১৮৩১)। এই নিবন্ধে তাঁর সব থেকে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হোল কট্টর সংস্কারপন্থীদের (radical reformer) উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন, 'প্রতিপক্ষকে কটুভাষায় গালাগাল দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না।'. 'দেশীয় প্রগতির একজন সুহৃদ হিসাবে এই জাতীয় মনোভাব দেখে বেদনাবোধ করছি ; গালাগালি নয়, চাই পরস্পরের মধ্যে সৌজন্য-মূলক ব্যবহার।' শুধু দেশীয়দের নয়, ইউরোপীয় সাংবাদিক ও ধর্মপ্রচারকদের যুক্তিহীন কুৎসা বা গালাগাল বর্ষণকেও তিনি সমালোচনা করেছেন। সে সময়ে ধনীগৃহে দুর্গাপূজা দেখতে বড়লাট, প্রধান সেনাপতি, ছোটলাট থেকে বহু গণ্যমান্য ইংরেজ উপস্থিত হতেন ; এমন কি, মুখ্য বিশপ ও অন্যান্য ধর্মযাজক মহাশয়েরা পর্যন্ত। এই আচরণের সমালোচনা করে তাঁর পত্রিকায় একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল। সম্পাদকের পরোক্ষ সমর্থন ব্যতীত এটি মুদ্রিত হোত না। সব পক্ষের নীতিহীনতা তাঁর কাছে সমান নিন্দনীয়।

পুজোর শেষে বার্ষিক পরীক্ষা এসে পড়ল। জ্ঞান প্রসারে তাঁর সর্বদা আনন্দ। নানা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার খবর তিনি উৎসাহ ভরে ছাপাচ্ছেন। অনেক স্কুলে তিনি নিজে আমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছেন বহিঃপরীক্ষক হিসাবে।

আড়পুলি লেনের স্কুলের পরীক্ষায় যোগদান করতে পেরে তিনি বেশ আনন্দ বোধ করছেন। হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। আর এই সৎ কর্মে সব থেকে বড় সাহায্যকারী হলেন দেশীয় শিক্ষার পরমতম মিত্র ডেভিড হেয়ার। নিবন্ধটি তিনি শেষ করেছেন একটি ল্যাটিন উদ্ধৃতি দিয়ে—

Fortunate senex ! Ergo tua rura
mane bust ; Entibi magna satis.

২রা সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা উৎসব সম্পন্ন হোল।

৬ই ডিসেম্বর বেহালা স্কুলের বহিঃপরীক্ষক হিসাবে হাজির হলেন। দেখে খুসি হলেন তাঁরই প্রিয় ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ এই স্কুলের উদ্যোক্তা। এই সেই হরচন্দ্র ঘোষ, ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার সময় যাঁর লেখা দুটি কবিতা Benaras এবং Firefly প্রদর্শিত হয়েছিল। বেনারস কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—

Where once the glorious wild poetic fire,
There antient Brahmin's bosom, did inspire.
The light of science burst upon the mind,
But to that light, alas ! Their sons are blind
As roses fade, but thorns are left behind,
The fame so lost, an empty name we find.

(John Bull, 18 January, 1828)

Firefly কবিতায় যে 'conceit' আছে, তা সে যুগের বঙ্গসন্তানের পক্ষে অভিনব।

Oh sweet it is to call thy name,
And fondly gaze on thee,
Thou stalest truly from my love,
The art of flying from me.

গভর্নর জেনারেল উত্তর ভারত সফরে যাবেন, তাঁর একজন তরুণ সহযোগী চাই। এই হরচন্দ্র ঘোষই নির্বাচিত হয়েছিলেন ; কিন্তু পরিবারের আপত্তিতে তিনি সে সুযোগ নিতে পারেন নি। শিষ্যের এমন মানবহিতৈষী ও দেশপ্রেম মূলক কাজ দেখে গুরু প্রচুর আনন্দ পেলেন। তবে লক্ষ্য করলেন স্থানীয় অভিভাবকেরা হরচন্দ্র ঘোষের এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ নিচ্ছেন, অথচ নিন্দাবাদও করছেন। দ্যরোজিয়ো জাতীয় চরিত্র বুঝতেন, কারণ তিনি নিজেকে তারই অংশ বলে মনে করতেন। তাই ছাত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখলেন, বলুক এই রকম, সৎকাজ করলে সাধুবাদ না পেলেও আনন্দ পাবে। "Be that as it may, a good man is content with that mental satisfaction which always awaits the performance of good deeds." (May, 1832, Asiatic Journal)।

১২ই ডিসেম্বরে খবরে দেখছি, বৌবাজার স্কুলের পরীক্ষা অনুষ্ঠানে এসেছেন। এই বিদ্যালয়ও তাঁরই ছাত্রদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। এখানে মাধবচন্দ্র মল্লিক একটা রূঢ় সত্যকথা বলেছিলেন। অধিকাংশ ইংরেজ এদেশে আসেন টাকা রোজগার

করতে ; তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন এসেছেন, যাঁরা দেশীয়দের হিতকামী ও হিতকারী। "Most English men came to this country merely to make money ; but there are some who came as benefactors and well-wishers to natives." (Calcutta Literary Gazette, 12 October, 1831)।

পরের দিন আবার আর একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠানে তিনি হাজির। পেরেণ্টাল একাডেমিক ইনস্টিটিউশন তাঁর পূর্ব-পরিচিত বিদ্যায়তন। তিনি পরীক্ষান্ত ভাষণে বললেন যে, এখানকার ছাত্রদের উপকারের জন্য তিনি আইন বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন। দ্যরোজিয়ো রোমিলি (Romilli), ব্লাকস্টোন, বেন্থাম প্রভৃতি আইনতত্ত্ব-বিদদের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ব্রিটিশ ও ফরাসী আইনব্যবস্থার কতটা মধ্যযুগীয়তার নিগড়ে বন্দী, আর কতটা আধুনিক অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা চালিত, সে খবর তিনি রাখতেন। ফরাসী বিপ্লব আইনশাস্ত্রকে গির্জার প্রভাব থেকে মুক্ত করল। অবশ্য তার সূচনা হয় শত বৎসর পূর্বে, যখন মন্তেস্কুই (Montesquieu) (1689-1755) তাঁর Esprit deslois (1748) প্রকাশ করলেন। নেপোলিয়ন-বিধি (Nepoleon Code) আইনকে বিশ্বজনীন রূপ দেবার প্রয়াস দিল। ইংল্যাণ্ডে বুর্জোয়া-তন্ত্রের বিকাশ-যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর বেশি মূল্য দেওয়া হোত। রোমিলী (1757-1818) ও ব্লাকস্টোন (1723-1780) এই নীতির পরিবর্তন চাইলেন। বিশেষ করে ব্লাকস্টোন তাঁর টীকা (commentaries) লিখে ব্রিটিশ বিচার-ব্যবস্থায় নতুন অধ্যায় যোগ করলেন। রোমিলী লঘু পাপে গুরু দণ্ড দানের বিরোধী ছিলেন। একখণ্ড রুমাল চুরি করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোত। নাবিক ও সৈনিকরা তখন খুবই সামান্য বেতন পেত। তারা ভিক্ষা করলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হোত। রোমিলী তখনকার হিতবাদ-দর্শনের প্রভাবে চালিত হয়ে এই সব এলিজাবেথীয় যুগের নৃশংস আইনের সংশোধন দাবী করেন ; এবং সংশোধনে সফল হন। বেন্থাম আইনকে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মিল রেখে ব্যাখ্যা করলেন। বেন্থাম বললেন, "It is in vain to talk of the interest of the community without understanding what is the interest of the individual. A thing is said to promote the interest, or to be for the interest, of an individual, when it tends to add to the sum total of his pleasures, or, what comes to the same thing, to diminish the sum total of his pains." (An Introduction to the Principles of Morals and legislation a Jeremy Bentham. Oxford. Clarendon Press. 1823, Section—V.)

এই অনুষ্ঠানে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক মিঃ স্পীড (Spead) উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাব্রতী তাঁর নিজের শিক্ষা-আশ্রমে ফিরে এলেন। ১৯-এ ডিসেম্বর ধর্মতলা একাডেমীর বার্ষিক পরীক্ষার অনুষ্ঠান। গুরু ড্রামণ্ড তাঁর প্রিয় শিষ্য দ্যরোজিয়োকে সস্নেহে আমন্ত্রণ করে আনলেন। এই পরীক্ষার যে বিবরণ তিনি তাঁর পত্রিকায় লিখেছিলেন, তা একাধারে দেশবাসীর কাছে শিক্ষাবিষয়ে তাঁর শেষ দলিল ও গুরুপ্রণাম। যখন এই বিবরণটি ছাপা হচ্ছে, তখন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছেন।

প্রথমে তিনি বার্ষিক পরীক্ষার খুঁটিনাটি সংবাদ দিয়েছেন। তারপর উল্লেখ করেছেন এই বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতম বিষয় অনুদারতা থেকে মুক্তি। বলছেন, এটি এমন এক চিত্র যা বারবার দেখবার মতো, বলবার মতো। এই বিদ্যালয়ে দেশীয় ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় বৈষম্যশূন্য নীতিতে; এতে শিক্ষকদের কোন আপত্তি নেই, আপত্তি উঠছে কতিপয় অভিভাবকদের কাছ থেকে। কিন্তু ধর্মতলা একাডেমী এখনও সে আপত্তির কাছে নতিস্বীকার করে নি। হিন্দু ও খ্রীস্টান ছেলেরা একত্রে বসে লেখাপড়া করছে। পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ফলে জানতে পারছে, মানব ধর্মের কত সুন্দর সুন্দর দিক আছে, কত প্রশংসনীয় ব্যাপার আছে। আমাদের সকলকে এই মহৎ বাণীটির সমীপে এসে দাঁড়াতে হবে—

"When man to man the world o'er
Shall brithers be, and a' that."

এই নিবন্ধটির একটি অংশ নির্দিষ্ট থাকল, তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের জন্য। সেখানে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়ানদের সতর্ক করে দিলেন এই বলে, তাঁরা যেন কদাচ নিজেদের স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন মনে না করেন। অচিরেই শিক্ষিত হিন্দু ছেলেরা খ্রীস্টান ছেলেদের পাশে যোগ্যতার সঙ্গে দাঁড়াবে। ইস্ট ইণ্ডিয়ানরা এঁদের যেন প্রতিপক্ষ বলে না ভাবেন। সেটা সঙ্গত কাজ হবে না। ইস্ট ইণ্ডিয়ানরা ভাবছেন যে, তাঁরা একঘরে (outcaste); তাই বলে অন্য সম্প্রদায়কে একঘরে ভাবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। দুঃখভোগ আমাদের এই শিক্ষা দিক, আমরা যেন অপরকে দুঃখ না দিই। ইস্ট ইণ্ডিয়ানদের উচিত দেশীয়দের সঙ্গে ঐকবদ্ধ হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। অন্য কোন পথ অনুসরণ করলে ইস্ট ইণ্ডিয়ানরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে বৃহত্তম বিঘ্ন-বিপত্তির দিকে টেনে আনবে। তাদের পক্ষে নতুন করে প্রতিপক্ষ বা শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা বিজ্ঞ-উচিত কাজ হবে না।

আমাদের দেশে অখণ্ড জাতীয়তাবোধ আছে শুধু ধ্যানীর ধ্যানে। সাধারণ মানুষ জাতপাত, ভাষা, আচার-ব্যবহারের পার্থক্য নিয়ে আত্মক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত। দ্যরোজিয়ো অখণ্ড জাতীয়তার ধ্যানে প্রথম ধ্যানী।

এ লেখা যখন মুদ্রাযন্ত্রের কবলে, তখন তিনি করাল ব্যাধির সঙ্গে অন্তিম সংগ্রাম করছেন। ১৯-এ ডিসেম্বরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলেরা ব্যাধির

প্রকোপ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া গেজেটে এক মারাত্মক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে দেখছি, শহর কলকাতার দেশীয় মহল্লায় কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। ভবানীপুরের আশ-পাশের অঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই ব্যাধিতে মারা গেছে। লবণ হ্রদ ও মধ্য কলকাতার মাঝখানে মৃত্যুহারও খুব বেশি ; প্রত্যহ ৪০ থেকে ৫০টি মৃতদেহ কালীঘাট শ্মশানে আনা হচ্ছে। বেহালাতেও কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। শুধু এই বৎসর নয় কয়েক বৎসর ধরেই গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে কলেরার প্রকোপ চলছে। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রত্যহ গড়ে আড়াই শো লোক কলেরায় মারা যাচ্ছে। (Memior of William Yates. D- D. of Calcutta. With an abridgment of his life of W. H. Pearce—James Horby D. D. London. 1847. p. 177)

মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে এতদিন শিক্ষাপ্রেমিক পল্লীতে পল্লীতে ছাত্রদের বাৎসরিক শিক্ষার মান নির্ণয় করে চলেছিলেন। সংক্রামক ব্যাধি এই মহৎ আচরণের জন্য তাঁকে মান্য করল না।

তাঁর অসুস্থতার সংবাদ দ্রুত শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। খবর শুনে দলে দলে ছাত্রেরা আসতে লাগল। তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরাও ছুটে এলেন। এলেন হোরেস উইলসন, ডেভিড হেয়ার, ডাঃ জন গ্রাণ্ট, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মিল, চিকিৎসক ডাঃ টাইটলার। উইলসন, গ্রাণ্ট, টাইটলার সকলেই চিকিৎসক। কিন্তু চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন ডাঃ টাইটলার। অথচ বহু বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধও ছিল ; কিন্তু উভয়ে উভয়ের গুণমুগ্ধ। ভদ্রলোক থাকতেন কাছেই, শাঁখারীটোলায় ; সার্কুলার রোড পার হলেই শাঁখারীটোলা। ছাত্ররা দলে দলে এলেন—কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণানন্দ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ প্রভৃতি। ওঁরা পালা করে সেবা করতে লাগলেন। ছাত্ররা তখন আবার আর একটি দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে ; হিন্দু থিয়েটারের উদ্বোধন রজনী আসন্ন। ২৫-এ ডিসেম্বর পাদপ্রদীপের আলো জ্বলে উঠবে। তাঁর প্রিয় ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। যুক্ত আছেন উইলসন। প্রথমে বারণ করেছিলেন, এখন তো আর বারণ করা চলে না। ওদের ছুটি দিলেন। একদিন ইউনিয়ন চ্যাপেলের অধ্যক্ষ হিল এলেন। ইউনিয়ন চ্যাপেল তাঁর গৃহ থেকে ৬ মিনিটের দূরত্বে। আলেকজাণ্ডার ডাফের গির্জায় বক্তৃতা শুরু করার পূর্বেই তাঁরা পরস্পরের পরিচিত। বিশপকে আসতে দেখে অনেকে ভাবলেন, মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে পাদরীর কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি আস্থা ঘোষণা করবেন। বিশপ মিলও তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বিশপ মিল একাডেমিক এসোসিয়েশনের একাধিক বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন। এই সব সাক্ষাৎ নিতান্ত সৌজন্যমূলক সাক্ষাতকার।

পাদরীদের আনাগোনা নিয়ে কলকাতায় অনেক গুজব ছড়িয়ে পড়ল, কেউ

কেউ মুখ টিপে হাসলেন, কেউ কেউ সরবে হাসলেন। এই তো, এত অবিশ্বাসী, কিন্তু কই, শেষ অবধি শরণ নিতে হোল। মহেশচন্দ্র ঘোষ এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। মহেশচন্দ্র ঘোষ পরে খ্রীস্টান হন এবং কৃষ্ণমোহনের পূর্বেই। সেই খ্রীস্টান মহেশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, তিনি ঈশ্বরের নামে কোন শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন নি। খ্রীস্টমতের প্রতি কোন রূপ আস্থা প্রকাশ করেন নি ; এই মর্মে কোন দলিলেও স্বাক্ষর করেন নি। মহেশচন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্যই সব থেকে প্রামাণিক। কারণ রেভরেণ্ড মিল যখন দেখা করতে আসেন, তখন একমাত্র তিনিই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জীবনীকার এডওয়ার্ডস লিখছেন, "DeRozio died as he had lived, searching for truth." এডওয়ার্ডস তাঁর জীবনী লেখার কালে কৃষ্ণমোহনকে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন তখন খ্রীস্টান ; কিন্তু গুরুর সত্য-জিজ্ঞাসাকে বিকৃত করেন নি। মৃত্যুর পূর্বে বাইবেল নয়, তাঁর প্রিয় কবি ক্যাম্পবেলের 'Pleasures of Hope' থেকে অংশবিশেষ পড়তে বললেন। একদিন আগে ওরা নাটক করে এসেছে, বাজি পুড়িয়েছে, রোশনাই করেছে। আজ একটি দীপ নিভবে।

'Pleasures of Hope' কবিতাটি কোলরিজ সুনজরে দেখেন নি ; বড় কবি হলে পর-দেশ শোষণের নিন্দা করতে হবে, তার বাধ্যবাধকতা কি আছে? ঐ কবিতাটির প্রতিবাদে রজার্স (Rogers) লিখেছিলেন, 'Pleasures of Memory of Human Life'. কবিতাটি কলকাতায় সৈনিক মহলে খুব স্বীকৃতি পেয়েছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রম-প্রসারে যাঁরা উৎফুল্ল, তাঁরা ক্যাম্পবেলকে অদ্ভুত মনে করতেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্যরোজিয়ো এই অনাচারীর কাব্যাংশ শুনতে চাইলেন।

ক্যাম্পবেল তো ব্রিটিশ লুণ্ঠনের বীভৎস ইতিহাস লুকিয়ে রাখেন নি।

Rich in the gems of India's gaudy zone,
And plunder piled from kingdoms not their own,
Degenerate trade ! thy minions could despise
The heart born anguish of a thousand cries ;
Could lock, with impious hands, the faming stool,
While famished nations died along the shore,
Could mock the foams of fellow men and bear
The curse of kingdoms peopled with despair ;
Could stamp disgrace man's polluted name,
And barter,, with their gold, eternal shame.

এত লুণ্ঠন কি অবারিত থাকবে? এর কি অবসান নেই? না, পীড়নের-অপমানের অবসানকল্পে মুক্তিদাতা আসছেন!

To pour redress on India's injured realm,
The oppressor to dethrone, the proud to whelm,
To chase destruction from her plunder'd shore
With arts and arms that truimphed once before,
The Tenth Avatar comes ! at heaven's command
Shall Seriswattee wave her hallow'd wand.

এই মুক্তির মন্ত্র শুনতে শুনতে তাঁর চোখের দীপ নিভে গেল। নিজের মুক্তি নয়, দেশের মুক্তিই হোল তাঁর অন্তিম ইচ্ছা।

দুই-একটি উদাহরণ দিই।

ডেভিড হিউমের অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন। শয্যা পার্শ্বে এডাম স্মিথ। তিনি বলছেন, বেশ শান্তভাবে এই মহান দার্শনিক মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। প্রচলিত বিধিবিধান একটিও মানলেন না। এ দেখে বিস্ময় বোধ করেছেন স্যামুয়েল জনসন, বিস্ময়বোধ করেছেন তাঁর জীবনীকার বসওয়েল। (Hume-Basson—Penguin Books, p. 187)।

মনে পড়ছে আর এক মৃত্যুর কথা।

মৃত্যু আসন্ন জেনে এক ধর্মযাজক এলেন। বললেন, তোমার কি অনুশোচনা হচ্ছে না যে, এমন বাজে কাজে নিজেকে অপব্যয়িত করলে? তার জবাবে তিনি বললেন, কে বলে আমার জীবন অপব্যয়িত হয়েছে? আমি পৃথিবীর কাছে গুরুতর সত্য রেখেছি, মানুষ আজ তার বোধশক্তির দীনতায় তার মূল্য বুঝতে পারে নি। আমি আমার সময়ের ঢের ঢের আগে জন্মেছি। (History of British Socialism – Max Beer, Vol. III, p. 174)।

এই ব্যক্তিটি হলেন রবার্ট আওয়েন।

সুরকার মোৎজার্টও ছিলেন সরকারবিরোধী, পুরোহিতবিরোধী. তাঁর মৃত্যুকালে কোন ধর্মগুরু আহূত হন নি।

দারোজিয়োর মৃত্যুতে ইণ্ডিয়ান রেজিস্টার লিখেছিল, "His life was brief; but he lived not to himself." (Indian Register, Quoted in Bengal Hurkaru—13 January, 1832, p. 726) জীবনে সত্যের সাধক, আর মৃত্যুকালে ঈশ্বর-আনুগত্য! সে যে "anything but sick man's dreams."

মরণে জীবনে সমভাবে সুস্থ; চিরজীবী কিনা জানি না, কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি জীবন্ত।

বহু বছর পরে নির্মিত তাঁর সমাধি স্তম্ভে তাঁরই ১৮২৭ সনে লেখা কবিতা ক্ষোদিত হয়েছিল—

There all in silence, let him sleep, his sleep
No dream shall flit into slumber deep,
No wanderin mortal thither once shall wind,
There nothing over him lent heavens shall bend
But holy stars alone their nightly vigils keep.
There let his ashes lie
Cold and unmourned ;
Be it beside the oceans foamy surge
On an untrodden solitary shore

মৃত্যুও তাঁকে ঘুমুতে দেয় নি !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্যরোজিয়ো : শিক্ষক

দ্যরোজিয়োর জীবন-পর্ব শেষ হল। তাঁর মৃত্যুর পর ছোট বোন এমিলিয়া ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ৭ই জানুয়ারি এক বিজ্ঞাপন দেন—

Prospectus—Encouraged by my friends and more by the East Indian Community to Publish the memoir of my late brother Henry Louis Vivian Derozio, I bring myself before the public and solicit the patronage to the above book. December 29, 1831.

সে স্মৃতিকথা বোধ হয় লেখা হয় নি। তাঁর অকাল প্রয়াণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় তাঁর সহযোগী ও বন্ধু মিঃ রিকেটস সভাপতিত্ব করেন। স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি স্তম্ভ স্থাপন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। (India Gazette, January, 1832)

এমিলিয়ার স্মৃতিকথা রচনার মত এটিও বহু বৎসর যাবৎ সংকল্পই থেকে যায়। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে দ্যরোজিয়োর মা এ্যানা রিভার্সকেও বিজ্ঞাপন দিতে দেখছি— Mrs. Derozio begs to intimate to parents and guardians that her school will open on Monday, the 7th instant. N. B. Mrs. Derozio has accommodation adopted for reception of Ladies on very moderate terms. All applications to her residence No. 1, Circular Road, or at Messrs. Mackintosh & Co. 3 January, 1833.

মৃত্যুর পর সংসারের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। মা তাই শিক্ষিকা বৃত্তিকে আঁকড়ে ধরার সংকল্প নিয়েছেন। কারণ পুত্র দ্যরোজিয়োর শিক্ষক পরিচয়ই প্রধান। কবি হিসাবে তাঁর পুরো শক্তি এই কারণে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ তিনি পান নি। শুধুও হিন্দু কলেজের ছেলেদের শেখাতেন না। তাঁর কাছে অন্য স্কুলের ছেলেরাও শিক্ষালাভ করেছে—সর্বদা বিদ্যালয়ের কক্ষেও নয়। এক অর্থে তিনি ছিলেন লোকশিক্ষক। তাঁর কাছে 'ফর্মাল' শিক্ষা আর 'ইনফর্মাল' শিক্ষার বড় বিভেদ ছিল না। তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, তা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে। যে তীব্র কোলাহল তাঁকে কেন্দ্র করে হয়েছে, তার ফলে তাঁর শিক্ষক পরিচয় জানা কষ্টকর।

দ্যরোজিয়ো 'সর্দার পোড়ো' পদ্ধতি (Monitor System) পছন্দ করতেন না।

দরিদ্র দেশের জন্য এক অপূর্ব দাওয়াই! মাদ্রাজে অনাথ বিদ্যালয়ের (Orphan Asylum) ছাত্রদের জন্য ডক্টর এনড্রু বেল ও ল্যাঙ্কাস্টার এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। একটি বালককে পড়াতেন। কিছুটা বিদ্যা অর্জন করার পর সেই ছাত্রটি শিক্ষকতায় রত হতো।* এই পদ্ধতির শিক্ষা কোন সময়েই একই মাত্রার হতে পারে না। সর্দার পোড়ো নাম-ঘোষার মত করে পড়াত। তাতে কিছু শব্দ আয়ত্ত হত।

দ্যরোজিয়ো হিন্দু কলেজে যোগ দেবার পূর্বে এই পদ্ধতি সেখানে চালু ছিল। যোগ দেবার পরও নীচু ক্লাসে এর অবসান ঘটে নি। রাজনারায়ণ বসু সে গল্প শুনিয়েছেন। অন্যত্র পাচ্ছি, "In the Primary School the pupil is to be instructed according to Lancasterian plan in reading and writing English and in copying." (Government Gazette, 4 July, 1816)

দ্যরোজিয়ো ভাষা-শিক্ষার বিষয়ের ওপর জোর দিতেন, শব্দজ্ঞানের ওপরে নয়। তিনি হ্যামিলটন পদ্ধতি (Hamilton System) অনুসরণ করতেন। এডিনবরা রিভিউ-এ প্রকাশিত হ্যামিলটনের নিবন্ধ তাঁকে মনোবিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কলকাতার বই-এর বাজারে Edinburgh Review জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল। তবে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে হ্যামিলটন স্বদেশেও বিশেষ সম্মান পান নি; কারণ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) ও দর্শনের (Metaphysics) অধ্যাপকের পদ তিনি এই বৎসরই নিযুক্ত হন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছিলেন, দ্যরোজিয়ো হ্যামিলটনের পদ্ধতি ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যবহার করতেন। কিশোরীচাঁদ তাঁর ছাত্র নন; তবে ছাত্রের ছোট ভাই। কিছুটা প্যারীচাঁদের মুখে, কিছুটা সমকালের কাছ থেকে এই তথ্য তিনি সংগ্রহ করে থাকতে পারেন।

তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, তিনি শব্দ-জ্ঞান বিতরণে আদৌ নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। শব্দ ও বাক্য যে বিষয়কে ধরে রাখে, তাই বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য, সারা জীবনের সাধনা। এখন প্রশ্ন জাগছে, শিক্ষক তিনি কেমন ছিলেন। শিক্ষক তিনি কেমন ছিলেন, এ খবর আমরা তাঁর ছাত্রদের মুখ থেকেই প্রথম শুনব।

"Derozio had been very indifferent to systematic teaching. Every teacher had to submit a monthly progress report to the Headmaster D'Anselme. On one occasion Derozio took the

* রেভারেণ্ড এনড্রু বেল ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে জন্মেছিলেন। তিনিই Madras Orphan Asylum-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করে মোটা অঙ্কের পেনশন নিয়ে দেশে চলে যান। ১৮৩২-এ তাঁর মৃত্যু হয়। (Memoirs of Madras—Sir Charles Lawson. London 1905, p. 209)।

report to him while Hare was standing near his desk. The sight of the report so exasperated D'Anselme that he lifted his hand to strike Derozio, who averted it by receding. (Life of David Hare—P. C. Mitra)

"Derozio appeared to have made strong impression on his pupils as they regularly visited him at his house and spent hours in conversation with him. He continued to teach at home what he had taught at school.

He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the idols mentioned by Bacon—to live and die for truth—to cultivate and practice all the virtues shunning vice in every shape. He often read examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy, and self-abnegation, and the way in which he set forth the points stirred up the minds of his pupils. Some were impressed with the excellence of justice, some with the paramount importance of truth, somewith patriotism, some with philanthropy. Ibid, p. 27-28)

সে-যুগের যত কিছু সদর্থক ভাবনা-চিন্তা আছে, একজন শিক্ষক সবই ছাত্রদের কাছে তুলে ধরেছেন। তবু তাঁকেই শুনতে হয়েছে, যত নষ্টের মূল! ব্যক্তিগতভাবে প্যারীচাঁদ কি পেয়েছিলেন, তা নিজেই লিখেছেন বেঙ্গল স্পেকটেটারে।

"Some of our readers will probably recollect that the period of 1830 to 1833 was remarkable for the uproar that was created in Hindu Society...The crime having eaten a biscuit from a Mohammedan shop was blazoned forth and went the round of the native papers ; and beating and imprisonment and poisoning was resorted to in private families. Thus it was that half a dozen of DeRozian boys caused a furore in society and gave fast shock to Hinduism. A strict and reverent adherence to what they were taught as their principles are almost romantic attachment to what they deemed the spirit of truth characterised these youngmen.

There was indeed such a singleness of purpose, such a devotion to the cause of truth, such unflinching attachment to principle, and such burning and pervading enthusiasm that one might have predicted without extravagance, as the consequence, a revolution in the manners, the morals, and the religion of the Hindoos." (Bengal Spectator. Vol. I, No. 1, September, 1842)।

পরবর্তী কালে প্যারীচাঁদ তাঁর 'On the Soul : Its Nature and Development' (1881) গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সহপাঠীদের কথা বলেছেন, গুরুর কথা বলেন নি। তখন তিনি 'theosophist'—'থিয়সফিস্ট'। তাই বলেছেন, "My desire to understand god and his Providence was earnest from my reading of standard works ......"

তাঁর অন্যতম প্রধান ছাত্র কৃষ্ণমোহন অনতিকাল পরে খ্রীস্টান হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গুরুর কাছে metaphysics পড়েছিলেন, তখন তিনি পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক। "About this time a spirit of metaphysical reading was fast spreading among the students of the Hindoo College. Mr. H. L. V. DeRozio was himself fond of speculations and infused similar desire in the minds of his pupils. Although under his tuition while at college, yet he caught the general infection—and incorporated himself into the newly formed party of Hindoo reformers." (Nov. 27, 1829 Bengal Hurkaru)। এই হল কৃষ্ণমোহনের অবস্থা।

রসিককৃষ্ণ লিখেছেন একটু পরে "It was he (Derozio) at first awakened in the minds of the pupils a curiosity and a thirst for knowledge." (25 May, 1835—Englishman)।

রাধানাথ সিকদার লিখেছেন, "দ্যারোজিয়ো দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিদ্বান ছিলেন। তিনি প্রথমত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আজও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত ও আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি।" (কার্তিক, ১২৯১, আর্যদর্শন)।

"It may safely be affirmed that he has been the sole cause and the soul cause of spirit of enquiry after truth and that

contempt of vice which are so fashionable among the enlightened portion of the country and which cannot but be beneficial to India. ....DeRozio was very kind and indulgent teacher, though often vain of his attainments was nevertheless a learned man." (আর্যদর্শন, ১২৯১, আশ্বিন)।

শিবচন্দ্র দেব পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হিসাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন, দারোজিয়োর ছাত্র ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক ছোট্ট নিবন্ধে লিখেছেন, "When I was studying in the 4th class of the late Hindoo College under the tuition of D'Rozio, religious discussious were carried on under his guidance both in and out of the college, the result of which was that my faith in the Hindu religion was gone and I became a believer, in one God, in other word a deist." (শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্মিণীর জীবনালেখ্য—অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা, ১৩১৮, পৃ-৩৫)।

রামতনু লাহিড়ী সাধু ব্যক্তি হিসাবে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে ডাইরীতে লিখেছেন, 'Oh DeRozio, my gurroo, my preceptor.' পিতামহের বয়সে পা দিয়েও সদ্যযুবক শিক্ষকের উদ্দেশে এই প্রণতি অযথা আসে না।

রামগোপাল ঘোষ পরবর্তী কালে সব থেকে খ্যাতিমান। তিনিও এই শিক্ষকের কাছে পাঠ নিতেন। গুরুর একটি 'casual' লেখায় এই সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে পনের বৎসর বয়স্ক বালক তরুণ শিক্ষকের কাছে লকের 'Essay Concerning Human Understanding' পড়ছিলেন। হঠাৎ বালক-পড়ুয়া লকের রচনাশৈলী ও দার্শনিক প্রজ্ঞা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করে উঠলেন। শিক্ষক লিখছেন, লক সম্বন্ধে আমি এর থেকে ভালো কিছু শুনি নি (I have never heard anything better said of Locke)। রামগোপাল বলেছিলেন, লকের জিভটা শিশুর মতো, আর মাথাটা শত বৎসর বয়স্ক প্রবীণের। (Calcutta Literary Gazette, January, 1835)। গুরুর উৎসাহে একাডেমিক এসোসিয়েশনের বৈঠকে একবার নীতিশাস্ত্র, আর একবার সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। (Speeches of RamGopal Ghose—A. L. Bose, 1885, p. v) রামগোপালের শোক-সংবাদে হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখেছিল, "What Oxford and Cambridge clubs are to these universities, the Academic Association to the Hindu College. As the greatest senators and statesmen of England cultivate oratory in these clubs, so did the first

alumni of the Hindu College who have in after life so eminently distinguished themselves, cultivated the debating powers in that Association." (26 January, 1868, Hindu Patriot.) হিন্দু প্যাট্রিয়ট একটু ভুল করেছে। রামগোপাল যখন ছাত্র, তখন কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড ধর্মীয় শিক্ষার বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে নি। তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এই কারণেই এবং সেটা হয়ে উঠল "unconventional teaching centre, keeping theology out of syllabus, having no religious test for teachers and the taught. The tendency of the embryo university was towards modern studies, including sciences." (1834, Bengal Chronicle)

প্যারীচাঁদের ছোট ভাই কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, "He was not a fluent but an impressive speaker. What he said was suggestive and contained bone and sinew.

His career as an educator was marked by singular success. His appreciation of duties of a teacher was higher and truer than that of the herd of professors and school masters. He felt it his duty as such to teach not only words but things, to touch not only the head but the heart. He sought not to cram the mind but to inoculate it with large and liberal ideas. Acting on this prinbiple, he opened the eyes of his pupils' understandings. He taught them to think and throw off the fetters of that antiquated bigotry which still clung to their countrymen." (Presidency College—Kissorychund Mitra. October, 1873, Bengal Magazine.)।

মৃত্যুর পর নানা আলোচনা চলতে থাকে। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে দ্যরোজিয়ো যুগের লোক বলে আত্মপরিচয় দিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়; ঐ চিঠিতে পত্রলেখক লিখছেন, "The master-spirit of these young men whose premature death will be deplored by every friend of humanity and literature, called forth all the energies of human breast. The charms of his eloquence nerved his young disciples to the most daring—yet the noblest acts, doing what is unparalleled in the annals of any College, or even in the history of mankind. He infused into the infants sternness

of manhood and taught them to sacrifice home and every kindred tie at the altar of truth.***

I remember with feelings of pleaesure the glow or enthusiasm visible on every countenance assembled on these occasions. Love, gratitude, truth, honour appear to have been the prominent features of his short but brilliant career, the spell that bound his pupils around him, served alike to animate them to almost superhuman exertions. Those who benefitted most by his instruction have wrought themselves conspicuously forward. Some editing periodicals, others aiding by contributions, while a third class, moved by congenial spirit, have spread themselve abroad and are benefitting their fellow countrymen by the establishment of gratuitous seminaries, devoting thus not only their heads but their purse in the glorious cause of moral improvement." (Calcutta Courier, 5 January, 1833)

একটা কাল, তা যত ছোটোই হোক, তার সঙ্গে একটা ব্যক্তি একাত্ম হয়ে গেছেন।

স্কুলের বাইরে তাঁর যে জীবন তা স্কুল জীবনেরই একটা অপরিহার্য অংশ। 'Formal education' ও 'Non-formal education' যথার্থ হাত ধরাধরি করে চলেছে।

"Who does not remember the enormities they used to commit almost every night on their return from Mr. Hare's School, where the late Mr. DeRozio then delivered a course of lectures on metaphysics ? Who will have the hardihood to deny that young students of those days were most unruly and most ungovernable ?" (Calcutta Christian Observer, 18 August, 1840)

২২-এ তারিখে ক্যালকাটা কুরিয়ের আবার লিখেছিল "That this was once the religious creed of the collegians, no one who knows anything of the Hindu Society can have the hardihood to gain say. Paine's Age of Reason was not known to the young illuminate of the college, before he was introduced to their notice by the late Mr. Derozio, not would Mr. Hume's

objection to the posterior argument, grounded on the assertive that the world is a single effect, have found a responsive echo in their bosom." (Calcutta Courier, 22 August, 1840)

একাডেমিক এসোসিয়েশনের বিতর্কসভার পাশাপাশি পটলডাঙ্গা স্কুলে দ্যরোজিয়ো বক্তৃতা করছিলেন। প্রায় দেড়শত কিশোর নিরমিত সে বক্তৃতা শুনতে আসত। কলকাতায় তখনকার শিক্ষিত যুবকের অনুপাতে এই সংখ্যাটি আদৌ অবহেলার যোগ্য নয়। (Calcutta Christian Observer, August 1831 ; p. 124)

অধ্যাপক এ. এফ. সালাউদ্দিন বলেছেন, শেলী ও বাইরনের রোম্যাণ্টিকতা-বাদের সঙ্গে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) বেন্থামের হিতবাদ (utilitarianism), এই নবীন যুবকদের মনোভঙ্গির উপর প্রভূত প্রভাব ফেলেছিল। (Social Ideas and Social Changes in Bengal, 1818-1835......... A. F. Salauddin. Riddhi. Second Edition. India ; 1976, p. 30)

অধ্যাপক সালাউদ্দিন দ্যরোজিয়োপন্থীদের ওপর বালহ্যাচেটের পশ্চিম ভারতের ছক প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুল করেছেন। বেন্থাম ও শেলি ইয়ং বেঙ্গলদের ওপর একই মাত্রায় ঐ সময়-পর্বে প্রভাব ফেলেন নি। শেলীর প্রভাবের জন্য আমাদের দশ-পনের বৎসর আরো অপেক্ষা করতে হবে। তবে একথা ঠিক যে, তাঁর সৃষ্ট শিক্ষাদর্শ এমন কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যা তখন অভিপ্রেত নয়। নিজের মতে স'রে আসার অর্থ অপরের বিশ্বাসে আঘাত করা নয়। ভারতীয় আচার-ব্যবহার একদিনে জন্মে নি, তার তাবৎ বিশ্বাস তার সভ্যতার মতই প্রাচীন। সংস্কারের অবশ্যই পরিবর্তন প্রয়োজন। তবে রামমোহন যেমন চেয়ে ছিলেন, তা কতদূর নীতিসম্মত তা বিবেচনাসাপেক্ষ। "It is, I think, neccssary some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort." (18 January, 1828)

রামমোহন-কৃত ধর্ম সংস্কারের পিছনে কোন 'absolute' সত্য নয়, 'pragmatic' সত্য আছে। রামমোহনের সঙ্গে বেন্থামের মতের তাই মিল। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা অপ্রবীণ, তাই এত হিসাবনিকাশ করে ধর্মের ক্ষেত্রে বিদ্রোহের পতাকা তোলেনি।

"The convulsion caused by Derozio was great. It pervaded the home of every advanced student. Down with Hinduism, down with orthodoxy was the cry everywhere." (P. C. Mitra)

কৃষ্ণমোহনের গৃহের ঘটনা একই বক্তব্যকে পুষ্ট করছে। তবে যৌবনের ধর্মই আতিশয্য ; যা প্রয়োজন, তাকে সে উপছে যাবে। কাজেই বিদ্রোহ নীরবে হয়

না, ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই ঘটে। যারা নতুন মতকে গ্রহণ করতে পারে না, তারা ভাঙ্গার কোলাহলকে বড় করে দেখেছে, গড়ার ব্যাপার দেখে নি। এত যে স্কুল হোল, সভাসমিতি হোল, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেল ; সে কি জীবনের রচনাত্মক দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে না ? শিক্ষকশ্রেষ্ঠের কাজে একটি নঞর্থক দিক অবশ্যই ছিল, পাদ্রী মহোদয়েরা তাতে পুলকিত হয়েছিলেন। তাঁরা এই পরিবর্তনের সদর্থক দিক দেখতে পান নি।

"We rejoiced in June 1830 when in the Metropolis of British India we firmly came in contact with a rising body of natives who had learned to think and discuss all subjects with unshackled freedom—though that freedom was ever apt to degenerate into licence in attempting to demolish the claims and pretensions of the Christian and as well as profusely revealed faith."

ঈশ্বর না-জানা আর অলৌকিকত্বে বিশ্বাস-হারানো যে এক নয়, একথা তাঁরা বুঝতে চাইলেন না ; ধর্মে বিশ্বাসহীনতা ও নীতিশূন্যতা যে এক নয়, এটাও তাঁরা বুঝতে পারেন নি।

পুরানো ধর্ম-বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে দেখে আলেকজাণ্ডার ডাফ পুলকিত হয়েছিলেন। পুলকিত হয়েছিলেন বিশপ করি, পুলকিত হয়েছিলেন বিশপ ইয়েটস্।

ডাফ বলছেন, "We hailed the circumstance, as indicating the approach of a period for which we had waited and longed and prayed."

তিনিই নিজে বলেছেন, ছেলেরা ইতিহাস হলে রবার্টসন ও গিবন, রাজনীতি হলে এ্যাডাম স্মিথ ও বেন্থাম, ধর্মশাস্ত্র হলে ডুগালড স্টুয়ার্ট ও ব্রাউন, দর্শনশাস্ত্র (metaphysics) হলে লক, হিউম ও টম পেইনের শরণ নিচ্ছে। (India and India Mission—Rev. A. Duff. p. 616-632)।

এ সব বই যারা পড়ছে, তারা খ্রীস্টীয় মত গ্রহণেরই ক্ষেত্র তৈরি করছে, এ কথা কেন বলছেন ?

হিন্দু কলেজের ছেলেদের এই নতুন জীবনের আস্বাদকে স্বেচ্ছাচারিতা বলে ভুল করা হচ্ছে—ভুল ডাফ করেছেন, তাঁর জীবনীকার স্মিথও করেছেন। স্মিথ বলছেন, ছাত্রদের এই স্বেচ্ছাচারিতার খবর পেয়েই কোন এক বদ মার্কিন ব্যবসায়ী টম পেইনের 'Age of Reason' রপ্তানি করেছিল। 'Age of Reason' এ দেশে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই আসছে। জ্ঞান ভূগোলের সীমান্তরেখা মেনে চলে না। এখানেই তাঁদের ভুল।

বিশপ করি (Corrie) লিখছেন, "The Hindu College has borne some fruit, not agreeable to those who planted it. The young men, many of them, are scoffers at all that is good."

(Memoirs of Bishop Corrie, p. 446)

'সৎ' শব্দের এখানে অর্থ সংকোচন ঘটেছে।

লাট সাহেব লর্ড বেণ্টিঙ্ককেও তিনি জানালেন, "The Hindu College was breeding up a race of infidels and philosophers so called."

দুশ্চিন্তার কারণ আরও বিশদভাবে তিনি বলেছেন, "The Hindu College is working for the ruins of the caste ; and unless better principles be insinuated, the ruins of British interests."

এখানেই তিনি থামেন নি, একটি চিঠিতে লিখছেন, "The youngmen say, they will no longer be guilty of the hypocrisy of upholding Hindooism. Christianity they have been warned against as an English prejudice ; and they seem to hate Christianity and England heartily." (30 April, 1830)

ডাফও প্রায় একই কথা বলেছেন। একাডেমিক এসোসিয়েশনের একাধিক অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তাঁর অভিজ্ঞতাও একই প্রকার ; "When discussions in Science and government happen to come up, France is eulogized undoubtedly, not England ; if referred to, always depreciated. Thus our Rulers are preparing a scourge for their own backs." (India and India Mission, p. 614-632)

উইলিয়ম ইয়েটস বলছেন, "While those public movements, though painful in themselves, are such as give us mingled pleasure, because we concieve them essential to the progress of truth. (Memoirs of William Yates. D. D. of Calcutta, with an abridgement of his life by W. H. Pearce. James Hoby. D. D. London, 1847, p. 268). ডাফ ও করির মত ইয়েটস যে তত বোদ্ধা ছিলেন না, এটা সৌভাগ্যের কথা।

দ্যরোজিয়োর মৃত্যুর চার-পাঁচ বৎসর পরে কৃষ্ণমোহন বলছেন, (তখনই তিনি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন) উচ্ছৃঙ্খলতা, বা নাস্তিকতা নয়, এই বিচলিত অবস্থায় দ্যরোজিয়ো তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মৌল শ্রেয়োবোধ ও উচ্চ নৈতিক আদর্শ সঞ্চারিত করেছিলেন। নাস্তিকতা নৈতিক মূল্যবোধের কণ্ঠরোধ করে নি। (1st Feb., 1835, Enquirer, p. 39-40)। এর সঙ্গে প্যারীচাঁদের বক্তব্য মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে,—"সত্যের জন্য বাঁচো, সত্যের জন্য জীবন দান করো, বেকনের এই অনুজ্ঞা তিনি ছেলেদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।" বেকনেরও পরে লেখা তাঁর

সনেট তাই সৌখীন মজদুরি নয়। 'New Atlantis'-এ যে দেশের স্বপ্ন দেখেছেন, তা সম্পূর্ণ রূপকথার আজবনগর নয়, সে ভবিষ্যতের জগৎ, যে জগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান। এ স্বপ্ন বিলাসীর স্বপ্ন নয়, বিপ্লবীর স্বপ্ন। শিষ্যেরা সত্যানুসন্ধানী বলে যে বারবার দাবী করেছিল, তা মিথ্যাভাষণ নয়। হরমোহন চট্টোপাধ্যায় যে লিখেছিলেন, "A college boy is a synonym with truth," —তাও মিথ্যা ওকালতি নয়। এই সম্মান সহজে তো মেলে নি। তাঁর রোজনামচায় একটি ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন; আমরা সেটি তুলে দিচ্ছি—"১৮২৯ সালে ১৯ অক্টোবর একটি ছাত্রকে আমি বকলাম, সে অসত্য বলেছে এই ধারণায়। পরে বুঝতে পারলাম, ভুলটা আমারই। পরের দিন সারা ক্লাসের সামনে আমি আমার অপরাধটা কবুল করলাম। কেউ কেউ বলবেন, আমি ছেলেদের বেশি আস্কারা দিলাম। আচ্ছা, এর থেকে কম আর আমি কি করতে পারতাম! আমি-ই তো ছেলেটির আঁতে ঘা দিয়েছিলাম। সে ক্ষতিপূরণ তো আমাকেই করতে হবে।" (Calcutta Literary Gazette, 3 January, 1835)

ঘটনা তুচ্ছ; কিন্তু তুচ্ছ নয়।

শিক্ষকের যেটুকু আসল পরিচয়, তা এখানে বেরিয়ে এল।

শ্রদ্ধা তো অশ্রদ্ধা দিয়ে মেলে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কবি ও দর্শন-ভাবুক

দ্যরোজিয়ো ইংরেজিতে কবিতা লিখেছেন ; কিন্তু তার বিচার ইংরেজ কবি হিসাবে করব না। কবিতার ভাষা কবিতার সবটুকু নয়। তবু দত্ত ওই ব্যাপারটি সবার আগে ধরতে পেরেছিলেন—"These are not Eurasian poets at all. They are pure Indian or Asiatic writings in European Language." (The Bengal Magazine, Vol. III, No. 5, December, 1874)। Dunn এটা ধরতে পারেন নি। তিনি তাঁর সংকলনে দ্যরোজিয়োকে বাদ দিয়েছেন।

দ্যরোজিয়ো যে ভাষায় লিখুন, তিনি আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। সে-যুগে যা কেউ বলেন নি, তিনি তা বলেছেন। কবিতার মধ্য দিয়েই বলেছিলেন। ভাগলপুরে যে সব কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে তাঁর দেশ-নৈকট্য স্বীকৃতি পেয়েছে। ভাগলপুর থেকে ফিরে যে পত্রিকা প্রকাশ করলেন, তার নামও 'India Magazine'। এটিও ছোট ঘটনা নয়।

তারও আগে ভাগলপুর থেকে ফিরলে ডাঃ গ্রান্টের অনুরোধে তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটের সহসম্পাদকের কাজ নেন। ঐ পত্রিকায় তাঁর 'Education in India' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। এই প্রবন্ধে তিনি বললেন, "**I was born in India and have been bred here ; I am proud to acknowledge my country, and to do my best in her service, even love of country shall not hinder me from expressing what I believe to be right.**" (Quoted in Calcutta Monthly Journal, August, 1826)। দেশের কল্যাণে দরকার হলে অপ্রিয় সত্য বলব, এমন কথা ক'জনা বলতে পারেন!

তিনি যখন 'East Indian Association' গড়ার একজন উৎসাহী কর্মী, বা 'East Indian' পত্রিকা প্রকাশ করছেন, তখনও তিনি একজন ভারতীয় বলেই আত্মপরিচয় দিচ্ছেন। 'Poems' (1826) কাব্যের প্রথম কবিতা হল 'Harp of India' ; 'The Faqueer of Junghiera' কাব্যের উৎসর্গ-কবিতা 'To India, My Native Land'.

দ্যরোজিয়ো কলম ধরবার আগে নগর কলকাতায় কেউ কবিতা লিখতেন না, তা নয়। তখন 'ওয়েলিংটন স্কুল অব পোয়েট্রি' 'লালদীঘি স্কুল অব পোয়েট্রি' নামে দুই কবিগোষ্ঠী কবিতা লিখতেন। (Calcutta Monthly Journal, November, 1824)। এই সব কবি সুন্দরীর ললাম কপোলের সঙ্গে গোলাপের সাদৃশ্য খুঁজে পেতেই পরিশ্রান্ত হয়েছেন। (Asiatic Journal, October, 1826)।

এ ছাড়া এমন অনেক কবি ছিলেন, যাঁরা এদেশে বাস করেও ইংলণ্ডের নিসর্গ ও অন্য প্রসঙ্গে আকুলিত হতেন। এ'রা হলেন চিরকালের পরদেশী। ডাঃ লিডেন বহু কবিতা লিখেছেন, তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ। ফারসী, সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ করেছেন। বৃত্তি ছিল তাঁর চিকিৎসকের ; তাঁর কবিতায় ভারত প্রসঙ্গ থাকত। এই রকম এক কবি হলেন ক্যাপটেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন (D.L R.)। সৈন্যবিভাগের এই প্রাক্তন কর্মচারী হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, পরে ইংরাজি সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক। তিনি কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচকও বটে। ক্যাপটেন রিচার্ডসন ভারত বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন ; তাঁর The Ganges, Banks of Hooghly, A Breeze at Midnight, A Calm at Midday-তে বাংলাদেশ রয়েছে, কিন্তু পর্যটকের মেজাজে। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে ২৪-এ ফেব্রুয়ারি লিখলেন "On the Capture of Bhurutpore" —এ হোল শাসকদলের মেজাজ। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তাঁর অনেকগুলি কবিতা ছাপা হোল—Sonnet of Leaving India, Lines on the Death of an Officer in India। সব কয়টি কবিতাতেই যে মনোভাব দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গে ভারতবাসীর স্বতন্ত্র ইচ্ছার কোন যোগ নেই। 'Suttee' শীর্ষক কবিতায়ও বেদনাবোধ নেই—আছে ঘটনার ভয়াবহতার তীব্র প্রতিফলন। তাঁর কবি-স্বরূপের ঠিকানা পেতে আমাদের মুশকিল হয় না, যখন পড়ি— "Home Visions Written in India." ইংরেজদের ভিতর এদেশের বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লেখার মত লোকের অভাব ছিল না, যেমন এ্যাটকিনসনের (Atkinson) 'City of Palaces and Other Poems' কাব্য-সঙ্কলন বের হয়েছে। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দেই লেখা হয়েছে একটি রোম্যাণ্টিক আখ্যান-কবিতা 'Heera, a maid'। ভারতপ্রসঙ্গ যেমন টমাস মুরের কাব্যে আছে, তেমনি আছে সাদে (Southey)-র কাব্য The Curse of Kehama-তে।

ভারত প্রসঙ্গে ইংরেজ কবিদের মধ্যে যাঁর কবিতায় আন্তরিকতার সুর বেজেছে, তিনি হলেন বিশপ হিবার। তিনি জাতি-বিদ্বেষী ছিলেন না ; সুন্দরকে দেখবার মত চোখ তাঁর ছিল। তাই গোরাই নদীর তীরে কুমারখালীর কাছে জেলেরা ইলিশ মাছ ধরছে, সেই উজ্জ্বলকান্তি মৎস্য নয়, সেই কৃষ্ণকান্তি জেলেরাই তাঁর মনোহরণ করেছে। (Journal in India, 1827) গ্রাম-বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামশোভা তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছে, এমন কি রাতে শেয়ালের ডাকটি পর্যন্ত। স্ত্রীকে সম্বোধন করে যে কবিতা লিখছেন, সেখানেও বাংলার ভূগোলের শ্যামশোভা তার ওপর ছায়া ফেলেছে।

If thou wert by my side, my love,
How fast would evening fall

> **In green Bangala's palmy grove**
> **Listening the nightingale.**

(Poetical Works of Reginald Heber, D. D. London, 1827, p. 365-366)

এমা রবার্টস ছিলেন দ্যরোজিও-র কাব্যের অনুরাগী পাঠিকা। তাঁর কাব্য-সঙ্কলনের ভূমিকায় তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে এই কিশোর কবির কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন।

১৮২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে দ্যরোজিয়োর কবি-জীবনের সূচনা। তখনকার সৌখীন কবিদের নানা ছলাকলা (conceit) তাঁর কবিতাতেও ছিল। জুভেনিস (Juvenis) ছদ্মনামে তিনি সর্বপ্রথম ইণ্ডিয়া গেজেটে তিনটি কবিতা পাঠালেন ; কবিতা তিনটি এই ১. To ; ২. Good night ; ৩. To

ফেব্রুয়ারি মাসে ১. Woman's Smile, ২. Women's Tears, ৩. Poet's Grave, ৪. The Days gone by.

মার্চ মাসে ২টি কবিতা, এপ্রিল মাসে ১টি কবিতা, মে মাসে ৩টি কবিতা। তিনটির মধ্যে একটিতে তাঁর বিশিষ্ট সুর বেজে উঠল। কবিতাটির নাম 'Greeks at Marathon.'

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে কবি বাইরন মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগেই কলকাতায় এসে পৌঁছাল। আর এই মৃত্যুর সঙ্গে গ্রীসের মুক্তিযুদ্ধের যে একটা সম্পর্ক আছে, তা কবিতার পাঠক মাত্রেই জানেন।

'Geeeks at Marathon' কবিতার সঙ্গে একটি টীকা অছে ; তাঁর প্রথম যুগের গদ্য রচনার সেটিও এক নিদর্শন।

১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে Don Juanics নাম দিয়ে তাঁর এক দীর্ঘ কবিতা ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে লাগল। বাইরনের ডন জুয়ানের আদর্শেই লেখা। ডন জুয়ান ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে লেখা হয়। কিশোর কবি ইংরেজী কাব্যের কত সাম্প্রতিকতম বিষয় সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ডন জুয়ানিকস যেন তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি তুলে ধরেছে ঃ

> Before him stood a table, whereon piled,
> With pens, sealing wax, and letters filed,
> Pen knives, red tape, and pencils were at hand ;
> His name was Discount, he Esquire was styled—
> Behind his chair, awaiting his command
> Stood a good looking man yellowsad Sircar (a
> Man of bright metal) a still Hurkaru.

Don Juan also figured on a horse
He rode with elegance, ease and skill.
He drove on a dashing stanhope on the course
He waltzed with grace, was perfect in quadrills.

কবি ভাগলপুর থেকে ফিরে এসেছেন, কবিতার তলায় ঠিকানা থাকত সার্কুলার রোড। সমকাল ও স্বদেশ তাঁর কবিতার বুকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে ; Don Juanics-এ ব্রহ্মযুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে, তবে সেখানে বিজয়ীর বা লুণ্ঠনকারীর আত্মপ্রসাদ নেই। বরং আছে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ। অথচ এক বৎসর পরে শোভাবাজার রাজবাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল—'A Dance by Burmese Females—Blooming girls all in their teens, direct from that Empire of the Golden Feet." (Bengal Hurkaru, September, 1826) যুদ্ধ সব শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধান্তে লুটের মাল কত ভাবেই না কত সজ্জনের গৃহে ঢুকেছে! মুর্শিদাবাদে তোষাখানার লুটের বখরা যারা পায়, বর্মা লুঠের বখরা তো তারা পাবেই!

১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে দ্যারোজিয়ো নিজেই একটা পত্রিকা বের করলেন, তার নাম 'India Magazine'. প্রথম সংখ্যায় থাকল—

১. Address to the Greeks, ২. The Ruins of Rajmahal. এই সময়ে তাঁর সহযোগী কবি H. M. Parker লিখেছেন, 'The Ruins of Babylon'.

রাজমহলের ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি দুঃখ পেয়েছেন ; অথচ ঐ রাজমহলের নবাবী মসজিদের নকসা-করা টালি খুলে এনে লাল দীঘির গির্জা তৈরির জন্য উপঢৌকন দিয়েছেন শোভাবাজারের ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিটি।

ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বের হোল—১. Heaven, ২. The Enchantress of a Cave ; ৩. Ode to the Setting Moon ; ৪. Ode from the Persian of Hafiz.

এই সংখ্যায় তাঁর দুটি অসামান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—"On the Burning of Widows', আর 'Improvement of India'. 'Enchantress of a Cave'-এ মুসলিম প্রসঙ্গ আছে ; মুসলিম সংস্কৃতির অনেক খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ তিনি আয়ত্ত করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের বৃহৎ ও বিচিত্র পরিচয় বুঝতে চাইছেন।

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'Poems' প্রকাশিত হোল। এতে বাইরনি দুঃখবাদ আছে ; তার কিছুটা আন্তরিকও হতে পারে। হিন্দু কলেজে চাকরী পেয়েছেন। তবু পরিবারে দুঃখ-দুর্দশা আছে। ক্যালকাটা লিটারারী গেজেটে Sextus ছদ্মনামে একজন তাঁর প্রশস্তি গাইলেন—

Come, let me twine a wreath for thee
A guerdon for thy ministralsy. (August, 1827)

Bengal Government Gazettee-এর লেখক তবু মন্তব্য করলেন "it is less likely to be found amidst the lifeless frame of society." এখন থেকেই বলা শুরু হোল যে তিনি মুর ও বাইরনের দ্বারা খুবই প্রভাবিত।

তাঁকে মুর ও বাইরনের দ্বারা প্রভাবিত বলা হয়। আসলে মুর (Thomas Moore. 1779-1852) বাইরনের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর 'Irish Melodies' তাঁর স্বদেশ Ireland-এর নানা অনুভব ও সুর-বৈচিত্র্যকে ধরবার চেষ্টা করেছে। কিছু সেখানে তিনি বসে থাকেন নি; তারপর তিনি প্রাচ্য পটভূমি ব্যবহার করলেন; এরও ইসারা তিনি পেয়েছিলেন বাইরনের 'The Giaour; A Fragment of A Turkish Tale' থেকে—১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে এই গাথা-কবিতাটি লেখা হয়! প্রথম কাব্য-সংকলন 'Poems'-এ পাঁচটি গ্রীস সম্বন্ধীয় কবিতা আছে—Thermopylae, Greece, The Greeks at Marathon, The Greecian Sire and Son, Address to the Greeks.

Don Juan কাব্যে গ্রীসের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে একাধিকবার, বিশেষ করে তৃতীয় সর্গে LXXXVI চিহ্নিত স্তবকে গ্রীসের প্রাচীন গৌরবগাথা স্মরণ করেছেন ১৬টি গীতিগুচ্ছে। তারও পূর্বে লেখা Childe Harold's Pilgrimage কাব্যে দ্বিতীয় সর্গে LXXIII স্তবকে বলছেন,

Fair Greece! sad relic of departed worth!
Immortal, though no more; though fallen, great!
Who now shall lead thy scatter'd Children forth,
And long accustom'd bondage uncreate?

কলকাতার সমালোচকেরা তাঁর লেখায় বাইরনের অনুকরণ দেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছেন। তাঁরা অনুকরণটা দেখলেন, কিন্তু কী অনুকরণ করা হচ্ছে তা দেখলেন না। তাঁরা জানেন না যে, বাইরন তখন একটা আন্তর্জাতিক প্রভাব। রুশ সাহিত্যের স্রষ্টা পুশকিনকে বাইরনের পাশে বসাতে পেরে মহৎ রুশ সমালোচক ভি. জি. বেলিনস্কী (Belinsky) গৌরববোধ করেছেন। "Our Pushkin has managed a very brief space of time to take his place with Byron and become the representative of humanity." (Selected Philosophical Works—V. G. Belinsky. Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1948, p. 6)। বেলিনস্কী পুশকিনের ওপর বাইরনের প্রভাব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন; কিন্তু লজ্জাবোধ

করেন নি। আর এই অনুকরণের তাৎপর্য যে কী, তা চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন গোগোল।

"a poet may be national even when he is describing an entirely alien world, which, however, he regards through the eyes of the whole nation, when he feels and speaks in a way which makes his countrymen believe that it is they themselves who are thus feeling and speaking. (উদ্ধৃত, বেলিনস্কীর রচনাবলী, পৃঃ ২০৩)।

সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী ও আশ্রয়পুষ্ট সাংবাদিক-সমালোচকদের সাধ্য কী এর মর্ম উপলব্ধি করেন! 'Poems' কবিতা সংকলনে তিনি টমাস মুরের Irish Melodies (1807) থেকে 'Harp of Erin' কবিতার এই অংশটি উদ্ধৃত করেন—

If the pulse of the patriot, soldier or lover
  Have throbbed at our lay, it was thy glory alone,
I was but as the wind passing heedless over,
And all the wild sweetness I was waked was thy own.

সমগ্র কাব্যের মূল সুরটি এখানে ধরে দেওয়া আছে; এ অনুকরণ নয়, আদর্শ। তখনকার জন বুল, ওরিয়েণ্টাল হেরাল্ড এই অনুকরণের তাৎপর্য বুঝতে পারে নি। ভারতবর্ষ পরাধীন; সেখানে যে-কোন দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ উচ্চারণ করার ভিন্ন অর্থ থাকে।

আমেরিকা মুক্তিযুদ্ধ যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, ফরাসী বিপ্লবের অগ্নি-শিখা যেমন নিপীড়িত মানুষের বুকে আশার আলো জ্বেলে দিয়েছিল, গ্রীসের মুক্তিযুদ্ধও তেমনি মুক্তির বাণীই বয়ে এনেছে।

দ্যরোজিয়ো গ্রীস প্রসঙ্গে অন্তত ১০টি কবিতা লিখেছেন। প্রাচীন গ্রীসের গৌরবগাথা যেমন লিখেছেন, যথা Thermopylae, The Greeks at Marathon, তেমনি লিখেছেন গ্রীসের সমকালীন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। ১৮২০-২১ খ্রীস্টাব্দে গ্রীসের মুক্তির লড়াই শুরু হয়েছে। হিটাইরিয়া ফিলিকি (Hitaria Philike) নামে এক মরণব্রতী স্বেচ্ছাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে। এটা মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধ নয়। এর আবেদন আলাদা। এই লড়াই যখন শুরু হয় তখন দ্যরোজিয়ো ড্রামণ্ড-বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে নাভারিনোর যুদ্ধে তুরস্ক ও মিশরের যুগ্ম নৌবহর পর্যুদস্ত হোল। দ্যরোজিয়ো এই সাম্প্রতিকতম ঘটনার ওপর কবিতা লিখেছেন। এ কি শুধু গ্রীসের স্বার্থ ভেবে?

মৃত্যুর কয়েক মাস পরে 'Orient Pearl'-পত্রিকায় তাঁর লেখা 'Independence' কবিতাটি ছাপা হয়। শংকা জয়ের কথা আছে। অত্যাচারীর আক্রমণে স্বাধীনতার উদ্যোগ স্তব্ধ হতে যাচ্ছে। কিন্তু তাই কি কাম্য ?

And wilt thou tremble, so, my heart,
When the mighty breathe on thee ?
And shall thy light, like this, depart ?
Away—it cannot be ?

(Orient Pearl, 1832)

১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'The Faqueer of Junghiera' প্রকাশ পেল। ভারতবর্ষের কাব্যের বিষয়-ভুবনের সীমানা তিনি ভেঙে ফেললেন। সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সের যুবকের পক্ষে এতদূর সাহসী হতে বাধা নেই। কিন্তু মৌলিকতা ?. সেখানেই প্রতিভার প্রয়োজন। এক মুসলমান (যে একদা দস্যু বৃত্তি অনুসরণ করত) আর এক মৃত্যুপথযাত্রী তরুণী হিন্দু বিধবার প্রেম ! তখনকার পরিবেশে কত অভিনব এই বিষয়বস্তু ! রবীন্দ্রনাথের 'সতী' নাটিকা রচনার বহু বৎসর পূর্বে এই দুঃসাহসী যুবক জাতপাতের প্রশ্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন।

এই কাব্যে প্রধান ও শেষ বক্তব্য ঈশ্বরে এসে স্থির হয় নি ; নলিনীর কাছে পৌঁছে ফকির বলছেন,

Henceforth I turn my willing knee
From Alla, Prophet, Heaven to thee !

আহত ফকীর মারা যাবে ; নলিনীও আত্মঘাতিনী হবে। ওই মৃত্যু নলিনীর (Nullinee) মৃত্যু নয় ! মৃত্যুকে জয় করা।*

ফকির অব জঙ্গীরায় সূর্য-স্তব, অগ্নি-স্তব আছে। এক নবীন গবেষক (ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও—পল্লব সেনগুপ্ত। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। নূতন সংস্করণ—১৮২৮, মূল্য পনের টাকা) খুব সঙ্গত ভাবেই এই প্রসঙ্গে জোন্স ও উইলসনের গবেষণার কথা, বা তাঁদের কৃত অনুবাদের কথা বলেছেন। ভারত-বিদ্যা চর্চার বহু প্রসঙ্গের সঙ্গেই দ্যরোজিয়ো পরিচিত ছিলেন। শুধু হিন্দু পুরাণ নয়, মুসলমান সংস্কার ও আচার-ব্যবহার তিনি জানতেন। এক্ষেত্রে তিনি উইলসন

* নলিনী ইঙ্গ-ভারতীয় কাব্যে যেন বহুদিন ধরে পরিচয়ের মালা গেঁথে চলবে। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে পাচ্ছি

Woe ! Woe ! Nealliny
The young Nealliny
They strip her ornaments away.'

(Asiatic Annual Register 1809, p-485)

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নলিনী বারবার আসবে।

বা জোন্সের মত টমাস ক্যাম্পবেল বা টমাস মুরের দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এমন কি, বাইরনের 'Childe Harold's Pilgrimage'-এর প্রভাবও অদৃশ্য নয়। পরিবেশ বা অনুষঙ্গ ব্যবহারে টমাস মুর, বিশেষ করে 'Lalla Rookh' কাব্যের 'Paradise and Peri' কাব্যাংশের অগ্নি-উপাসকদের (Fireworshippers) প্রসঙ্গ তাঁকে সহায়তা করেছে। (Poetical Works of Thomas Moore—Edited by D. Godley. London, O. U. P. 1910, p. 405-411) সংস্কৃত তিনি জানতেন না, বাংলা জানতেন। তবে পড়তে পারতেন, এমন কথা শুনি নি। অবশ্যই রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থসমূহ ইংরেজির মাধ্যমে তিনি পড়েছিলেন। ফরাসী তিনি বালক বয়স থেকেই জানতেন। এ ক্ষেত্রে ফরাসী সূত্র ব্যবহারও অকল্পনীয় নয়। 'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা' তাঁর ব্যক্তিত্বকে বুঝবার পক্ষে প্রয়োজন। তিনি থাকতেন ভাগলপুরের অদূরে তারাপুরে; একবারই তাঁর জঙ্গীরা পাহাড় দেখার সুযোগ হয়েছে। জঙ্গীরা পাহাড় সুলতান গঞ্জে গঙ্গার বুকের মধ্যে। তবে যে-লোকগাথা ফকীরকে নিয়ে এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তাকে অবলম্বন করে তিনি এই 'Metrical Tale' রচনা করলেন। হিন্দু-মুসলমান ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বলোকে তিনি কাহিনীকে স্থাপন করলেন।

১ম সর্গে তিনি যে টীকা দিয়েছেন, তার গুরুত্ব একটু বেশি; যেন 'India Magazine'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের সমৃদ্ধিকরণ।

"The whole of the passage has a reference to a mistaken opinion, somewhat, general in Europe, namely, that the Hindu widow burning herself with the corpse of her husband, is an act of unparalleled magnanimity and devotion. To back those illusions which are pleasing to the mind seems to be a task which no one is thanked for performing; nevertheless, he who does so, serves the cause of Truth. The fact is, that so far from any display of any enthusiastic affection, a suttee is a spectacle of misery, exciting in the spectator a melancholy reflection upon the tyranny of superstition and priestcraft."

* * * *

তবে তিনি দেখেছেন, কিছু সংখ্যক মানবহিতৈষী ব্যক্তি এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। দ্যরোজিয়ো তাঁদের সমীপেও দুই একটি যুক্তিপূর্ণ কথা নিবেদন করলেন।

"The philanthropic views of some individuals are directed to the abolition of widow-burning; but they should full ensure comfort of those unhappy women in the widowhood,

otherwise, instead of conferring a boon upon them, existence will be to many a drudge and a load.

দ্বিতীয় সর্গে প্রসঙ্গটি একেবারে ভিন্নতর। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বকে বুঝতে খুবই প্রয়োজনীয়। সুজার রাজমহলের দরবার; সেখানে তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প শোনাবেন। সম্প্রতি ছিদামচন্দ্র দাস হিন্দী বেতাল পঁইচিশীর এক ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। হিন্দু কলেজের এক ছাত্র বইটি তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়েছে। যে গল্পটি তিনি বেছে নিয়েছেন, তা কোনরূপ কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়। তিনি বলছেন গল্পটি -"Struck me for its wildness" অর্থাৎ তার কাব্যগত উপযোগিতাই নির্বাচন-যোগ্যতা দিয়েছে।

এই সব লেখা থেকে একটি প্রসঙ্গই বেরিয়ে আসছে। তিনি ভারতবর্ষ বলতে একটি অখণ্ড দেশের কথাই বুঝতেন, ভারতবাসী বলতে এক অখণ্ড জাতির কথাই বুঝতেন। সেখানে নানা সম্প্রদায় আছে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ইস্ট ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি, কিন্তু জাতি একটিই।

জনৈক আমলা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "আমি হাইলেবেরি কলেজ থেকে বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের বৃহত্তম সুখের আদর্শ নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলাম।" (Memoirs of My Indian Career—Sir George Campbell, Vol. I, p. 10)। বেণ্টিঙ্ক, মুনরো, মেকলে, ম্যাকেঞ্জি সবাই নাকি বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের সুখের সন্ধান করেছেন। অধুনা খ্যাতির অধিকারিণী এরিক স্টোকস লিখেছেন, ক্লাইভ ও হেস্টিংস চাইতেন ভারতবর্ষকে (তখন পর্যন্ত যে সামান্য ভূখণ্ড অধিকৃত হয়েছে) মুঘল বা প্রাচ্য নীতিতে শাসন করতে! আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাকি "a frank attempt to apply English Whig philosophy" (Utilitarians in India—Eric Stokes, p. 52)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে কোন কোনটি প্রগতিশীল ধারা, তা বিশ্লেষণ করা ভদ্রমহিলার উচিত ছিল, এবং এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক, সংক্ষেপে ভূমি-ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন হোল কিনা তাও খুলে বলা উচিত ছিল। বরং ধারাগুলি পড়লে তিনি জানতে পারতেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল রাজস্বের একটি সুস্থির অংক নির্দিষ্ট করে রাখার জন্য; এর ফলে ইংরেজ হামলাবাজরা সর্বদা প্রয়োজনীয় অর্থ পাবে। ভারতবর্ষে প্রগতিশীলতা বিচার হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণে সহযোগিতার পরিমাণ দেখে।

রামমোহন ভিকটর জ্যাকম-এর কাছে বলেছিলেন, "National independence is not an absolute good; the object, the goal, so to say, of society, is to secure the happiness of the greatest possible number, and when, left itself, a nation cannot

attain this object when it does not contain within itself, the principle of future progress, it is better for it than it should be guided by the example and even by the authority of conquering people who are more civilised." (Journal—Victor Jacquemont)।

এই কথা যিনি বলেন, তিনি অবশ্যই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি কোরান পড়েছিলেন, একেশ্বরবাদে পৌঁছুতে তাঁর সাহস ছিল। মুসলমান দরবারের পোশাকই চিরকাল পরেছেন, মুসলমান বাইজীর নৃত্যগীত সানন্দে উপভোগ করেছেন। কিন্তু ভারতে মুসলমান রাজত্ব যে বিদেশী রাজত্ব, এই সিদ্ধান্ত তিনি পালটাতে পারেন নি। দ্বারকানাথের মন্তব্যও এক্ষেত্রে সমান বিভ্রান্তিকর। রিফর্মারে যে লেখা হোল, "If we were to be asked, what Government, we would prefer—English or any other ? We would one and all reply, English by all means—ay, even in preference to a Hindu Government". (The Reformer, 3 July, 1832, Quoted in India Gazette)।

হিন্দু কলেজের ছেলেরা অন্য কথা বলতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে গুরুর আদর্শ এবং অংশত বিদেশ থেকে আনা নানা বই প্রভাব ফেলেছে।

'Happiness' তাঁদের লক্ষ্য আর থাকতে পারছেনা, তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে 'Liberty'. বৃহত্তম সংখ্যক মানুষই সব থেকে স্বল্পসংখ্যক, এ কি বুঝিয়ে বলার বিষয় ? সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা কত, সুবিধাভোগীর সংখ্যাই বা কত ? তাদের অধিকতর সুখবিধান কি কোন সামাজিক কল্যাণ আনতে পারে ?

দ্যারোজিয়োর মধ্যে দুটি ধারার মিলন দেখা যায়; একদিকে বার্ণস, যিনি সর্বমানুষের সমভ্রাতৃত্বের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, আর এক দিকে টমাস ক্যাম্পবেল, যিনি উৎপীড়িত ও পর-পদানত জাতির বিদ্রোহের অধিকার স্বীকার করেছেন। দর্শনে তাঁর ওপর দুটি ধারারই কমবেশি চাপ ছিল। তিনি বেকন থেকে হেটে লক-হিউমে পৌঁছেছেন ঃ হিউম থেকে মন্তেস্কু পর্যন্ত এসেছেন। বেকনের ন্যায়শাস্ত্র ছিল কর্মের পথপ্রদর্শক। এ্যারিস্টটল থেকে এখানে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিজ্ঞান চিন্তার পথ পরিষ্কার করে, কর্মের পথ নয়। দ্যারোজিয়ো ধ্রুপদী আইনব্যবস্থা ছেড়ে মন্তেস্কু পর্যন্ত এসেছেন। আইন ব্যবস্থা যে সমাজকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত, তা মনে করতেন। নেপোলিয়নকৃত 'কোড' তিনি জানতেন। স্যামুয়েল রোমিলি ও ব্লাকস্টোন এক সময়ে ইংলণ্ডের বিচার ব্যবস্থার উপর নানা মত প্রকাশ করেছেন। দোকান থেকে মাত্র ৫ শিলিং চুরি করলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হোত,—রোমিলি এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিলেন। পার্লামেণ্টে প্রস্তাব এনেছেন, কিন্তু পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের

ভোট এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গেছে। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তুচ্ছ 'অসামাজিক' কাজের জন্য প্রাণদণ্ড হোত! রোমিলির সময়ে ব্যবসায়ীরা কত শোষণ ও পীড়নের মধ্য দিয়ে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করতেন। সামাজিক সুবিচার শিল্প-পতিদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনি করতে চেয়েছিলেন। তখনও ডিকেন্স জন্মান নি।

ব্লাকস্টোন (১৭২৩-১৭৮০) দল বা পার্টি-নির্বাচিত বিচারক নিয়োগের বিরোধী ছিলেন। এক্ষেত্রে ফরাসী আইনশাস্ত্রী মন্তেস্কু (Montesquieu—(1689-1755)-এর তিনি সমর্থক ছিলেন। তিনি বিচার কার্যে জুরি প্রথার প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেন। মন্তেস্কু বিচার, আইন ও প্রশাসনকে পৃথক করার কথা বলেন তাঁর Espirit des Lois—Spirit of Law গ্রন্থে।

এ'দের যুগ শেষ হতে না হতে জেরেমি বেন্থাম এলেন (১৭৪৮-১৮৩২)। তিনি শিল্পবিপ্লব-উত্তর ইংল্যাণ্ডের সমাজ-জীবন ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়নের আন্দোলন সৃষ্টি করলেন। তিনি ব্লাকস্টোনের সমালোচনা করে ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ আইন-জগতে দেখা দিলেন। এতদিন ব্লাকস্টোনের 'Commentaries' ছিল আইন ও বিচার ব্যবস্থার বড় নির্ভরতা। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'Introduction to Principles of Morals and Legislation' বের হোল। হিতবাদ আর আইন এক সূত্রে গাঁথা রইল। এ হিতবাদ যে বণিক, শিল্পপতি সাম্রাজ্য-প্রশাসকদের হিতবাদ, তা অনেকেই বুঝতে পারেন নি। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে 'Discourse on Civil and Penal Legislation' প্রকাশিত হোল। বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তবু ইংলণ্ডে মধ্যযুগীয় বিধিব্যবস্থা একেবারে লোপ পেল না। তাই ইংল্যাণ্ডের সমাজ-ইতিহাস লেখক জি. এম. ট্রিভেলিয়ান লিখছেন, "England was a museum of constitutional archaeology where the relics of the past ages accumulated." (England in the Nineteenth Century. p. 150)। কলকাতা শহরে একজন ফকির সামান্য চুরির দায়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, আর শহরবাসী তাই দেখতে ভিড় করেছে। (Bengal Chronicle, 24 January, 1828। দ্যরোজিয়ো এ সব ঘটনা বা বিতর্কের সময়ে বর্তমান ছিলেন। পটলডাঙ্গার স্কুলে তাঁর বক্তৃতায় আইন প্রসঙ্গ থাকত। মৃত্যুর পূর্বে 'Parental Academic Institution'-এর বার্ষিক পরীক্ষা নিতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ছাত্রদের কাছে আইন বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন। তাঁকে আইনের অধ্যাপনার সুযোগ দেবার জন্য হিন্দু কলেজে একটি পদও সৃষ্টি হয়। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে জুরি প্রথা কলকাতায় চালু হয়।

দ্যরোজিয়ো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন বা করতেন না, এমন তর্ক অবান্তর। বিভিন্ন দার্শনিকের মত তিনি উপস্থাপিত করতেন। তবে এটা

ঠিক, স্পিনোজার মতো তিনি বলতেন না ঈশ্বরের প্রতি আস্থা মানুষের সহজাত। অথচ স্পিনোজাই বলেছিলেন, 'Ignorantia argumentum—ignorance is not an argument.' স্পিনোজা দর্শনে যুক্তির এলাকা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু ঈশ্বরকে সে এলাকার মধ্যে আনলেন না। দ্যরোজিয়ো জন লকের অনেক বক্তব্য সমর্থন করতেন ; বিশেষ করে জ্ঞান যে অভিজ্ঞতা চুইয়ে জন্মে এবং তা যে বুদ্ধির দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়, তা তিনি মানতেন। মানতেন না বার্কলির মত : ঈশ্বর, আত্মা ও মন ও ভাবনা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। তিনি এর মধ্যে মানুষের দুর্বলতা, মেকি অহংকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান নি। দার্শনিকদের সকল প্রশ্নই তিনি ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতেন। এই ধরাটাই ত তাঁর ধর্ম, শিক্ষকোচিত ধর্ম। Scepticism-কে তিনি অবিশ্বাসের দর্শন বলে মনে করতেন না। এই দর্শনের যিনি জনক, সেই সেক্সটাস (Sextus Empericus)-এর ন্যায় তিনি স্বীকার করতেন, স্কেপটিকের কোন নির্দিষ্ট তত্ত্ব নেই, বরং তাদের যা আছে, তা হোল একটি বিশেষ অনুসন্ধান-পদ্ধতি। তারা একটি লক্ষ্যে পৌঁছুতে চায়। কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, 'দ্যরোজিয়ো কদাচ বলেন নি, তুমি নাস্তিক হও। উচ্ছৃঙ্খল হও। বরং বলেছেন, তুমি জিজ্ঞাসু হও। উচ্চ নৈতিক আদর্শের উপর জীবনের প্রয়োজনবোধকে স্থাপন করো। নাস্তিকতা বড়ো মূল্যবোধের পরিপন্থী।' (Enquirer, 1835, February, p. 39-40)। বেকনের মত তিনি কোন 'idol' মানতেন না ; গ্রীকরা বলতেন, 'Knowledge is virtue' ; আর বেকনের কাছে তিনি শিখেছেন, "Knowledge is power."

তাই তাঁর দুই প্রিয় ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণানন্দ মুখার্জি যখন 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করলেন, তার শিরোভূষণ থাকল এই শ্লোকটি—

এহি জ্ঞান মনুষ্যানাম্ জ্ঞানতিমিরং হর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর।

(১৮ জুন, ১৮৩১)

আর এক অনুরাগী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পত্রিকা প্রকাশ করলেন, তার নাম দিলেন 'Enquirer',-সত্যের সন্ধানী।

তবে দ্যরোজিয়ো একদেশদর্শী ছিলেন না। ভিন্ন মতও শুনতেন। এ ব্যাপারে আলেকজাণ্ডার ডাফের সাক্ষ্য স্মরণ করা যেতে পারে, যদিও তা এক-পেশে। তিনি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের পাশাপাশি মন্ময়বাদী দার্শনিকদের বক্তব্যও তুলে ধরতেন। Empiricist আর Intuitionist—দুই দলের বক্তব্য তিনি হাজির করতেন, ডুগালড স্টুয়ার্টের পাশে হার্বাট রীড। হিউম বলেছিলেন দার্শনিক গ্রন্থে শুধু কি চাইব "any abstract reasoning concerning quality of number" ? বরং এই গ্রন্থে আছে কি "any experimental reasoning"

এই তাঁর জিজ্ঞাসা ? আছে কি কোন বক্তব্য যা "concerning matter of facts and existence" ? যদি তা না পাও, তবে—"Commit it then to the flames ; for it contains nothing but sophistry and illusion. (Enquiry Concerning Human Understanding, Book I)।

এই ভাবে বিজ্ঞানের ধাক্কায় অধ্যাত্মবিদ্যা থেকে প্রাকৃতিক ধর্ম (Natural Religion) জেগে উঠেছে। দেকার্তে-ব্যাখ্যাত 'vortices' তত্ত্ব নিউটন বদলে দিলেন। নিউটনের 'Optics' গ্রন্থের উপসংহারের কথা কয়টি মনে পড়ছে—"For what so far we can know by natural philosophy what is first cause, what Power he has over us, and what Benefit we receive from Him, so far our duty towards Him, as well as that towards one another, will appear to us by the light of Nature." (1704)

নিউটন গণিত বুঝতেন, পদার্থবিদ্যার নতুন জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞান বুঝতেন না ; তাই 'হিদেন'রা কেন সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি নৈসর্গিক বিষয়-সমূহকে পূজো করে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। নিউটনের তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে দেড় শত বৎসর পরে ডারউইন আর এক পর্যায়ে পৌঁছে দেবেন। (The Extension of Man—The History of Physics before the Modern Age—J. D. Bernal. 1932, p. 238-239)।

তবে সাধনা ত বসে থাকে না। ফরাসী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানচিন্তাকে সমাজ-ইতিহাসের সঙ্গে বাঁধতে চাইলেন। বিশ্বকোষপন্থীরা (Encyclopaedist) ছিলেন ওই জাতের দার্শনিক। এই ফরাসী দেশেই জন্মালেন পিয়ের লুই মোরো দ্য-মোপার্তুই (Piere Louis Moreau de-Maupertuis—1698—1759)। তিনি দেকার্তে-বর্ণিত 'Theory of vortices' উৎখাত করেন ; ঘূর্ণাবর্ত তত্ত্ব আর ফরাসী কূটনীতিবিদ কুবিয়ের (Cuvier)-ভাষিত পুনরাবর্তন তত্ত্ব একই জাতের। নিউটনের 'Theory of Gravitation' অবলম্বন করে মোপার্তুই ল্যাপল্যাণ্ড পর্যন্ত গিয়েছিলেন পৃথিবী জরিপ করতে। তাই বলা হোল, "His able advocacy of Newton's physical theory helped to overthrow the strongly entrenched Cartesian philosophy". (Chamber's Encyclopaedia. vol 9)।

তাঁর 'Discours Sur la Figure des Astres' ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হল, আর 'Essai de Philosophic Morale' ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে। তিনি শক্তির উদ্ভব নির্ণয়ে অবরোহপদ্ধতি (deductive) শ্রেয়ঃ মনে করতেন। শক্তির উদ্ভব শুধু দেহে ঘটে না, মনেও ঘটে—'Essai de Cosmologie' গ্রন্থে বললেন, প্রকৃতির মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিলে জানবে এর পিছনে সম পরিমাণ কর্মশক্তি ব্যয়িত হয়েছে। দেকার্তে চিন্তা ও পরিধির মধ্যে যে পার্থক্য

অনুমান করেছিলেন, এই নতুন দার্শনিক মোপাতুর্ই তা থেকে সরে গেলেন। Thought ও Extension-এর বিরোধ এক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পেল। সম্প্রতি-কালে খ্যাতনামা এক দার্শনিক মোপাতুর্ইয়ের অবদান স্বীকার করেছেন। "Maupertuis's writings contributed to the growth of materialism." (A History of Philosophy—vol. VI. Wolff to Kant —Frederick Coplestone, London, 1932)। কান্ট জ্যোতির্মণ্ডলীর স্বরূপ বুঝাতে দেকার্তে ছেড়ে মোপার্তুই-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পেয়েছিলেন 'a progressive relationship of worlds and systems'. (Universal Natural History and Theory of Heavens-Immanuel Kant. 1755. Translated by W. Hastie 1900. উদ্ধৃত—Science—Past and Present—F. Sherwood Taylor. London 1953. p. 240)*

তাঁর থেকে এক ধাপ এগিয়েছেন ফয়ারবাক।

দ্যরোজিয়ো হেগেলীয় চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না; কারণ কোথাও তাঁর প্রসঙ্গ পাই না। উভয়ের মৃত্যু একই বর্ষে। তিনি যে কান্টের সমালোচনা লিখেছিলেন, সেখানে মোপাতুর্ই তাঁকে সাহায্য করেছেন—"in the transition of Philosophical thinking from classical metaphysies to critical position adopted by Kant."। জীবনীকার এডওয়ার্ডস এই প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন (পৃঃ-৪০)। এডওয়ার্ডস খবরটি 'Oriental Magazine' থেকেই পেয়েছিলেন; যেখানে বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মিলের প্রশংসার কথাও উল্লিখিত ছিল।

* The discovery that the principles of mechanics can be given such external formulations was once considered as evidence for the operation of a divine plan throughout nature. This view was made Prominent by Maupertuis, an eighteenth-century thinker who was perhaps the first to state mechanics in variational form ; and it was widely accepted in the eighteenth and nineteenth centuries. Such theological interpretations of external principles are now almost universally recognised to be entirely gratuitous, and with rare exceptions, physicists today do not accpt the earlier claims that external prineiples entail the assumption of a plan or purpose animating physical processes."

বই তিনি পড়তেন, বই তিনি কিনতেন, বই তিনি ছাত্রদের ধার দিতেন। 'Oriental Magazine' লিখেছে, "His library was an extensive one. and the first book reached Calcutta found its place in his shelf." (1843, October 7)।

ধ্যানে জ্ঞান আসে না, আসে অধ্যয়নে, অভিজ্ঞতায়। তাই বই, বই তাঁর চাই।

তাঁর জীবনীকারেরা তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা উদ্ভবে সাহায্য করেছেন, যেমন তিনি রামমোহন-বিরোধী ছিলেন। কথাটা সত্য নয়। তিনি সমালোচনা করেছেন, অশ্রদ্ধা করেন নি। যেদিন সতীদাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ হয়, সেদিন তাঁর প্রিয় ছাত্রেরা অন্য বিষয় নিয়ে মশগুল ছিল। তিনি ভৎ'সনা করে বললেন, জানো না আজ কী শুভদিন!

তাঁর সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করার উপর লেখা কবিতায় তিনি শ্রদ্ধাভরে এই নব্য ভাবনার উদ্ভাবকের প্রশস্তি গেয়েছেন। একবার ভাদ্র-উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-বিদায় দেখে তিনি সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, বর্তমান কর্তাব্যক্তিরা ভুলে গেছেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কে? সমালোচনা আর অশ্রদ্ধাকে পরনিন্দুক সমাজে একাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়।

তিনি একই রকম ঘটনার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন 'রিফর্মার' পত্রিকা নতুন ভাবনা প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর এক কন্যার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে ক্যালকাটা কুরিয়ের লিখেছিল, "She was the 'Lady Russel' of the Hindu Community. She was not only versed in English but equally proficient in all the fine arts of a polite life. We have been told by some who have seen her composition in English that they would not do discredit to the best alumni of the Hindu College" (Calcutta Courier, 26 May, 1840)

আমি বিশ্বাস করি দ্যরোজিয়ো বেঁচে থাকলে এই কন্যাটির জন্য অশ্রু বিসর্জন করতেন। কারণ তিনি মেয়েদের শিক্ষা, মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার ছিলেন এক বড়ো সমর্থক।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ বদলে গেছেন; তবে বদলান নি, এমন ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয়। রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার শেষ পর্যন্ত মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। রামতনু ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। রসিককৃষ্ণ বৈষ্ণব ঘরের ছেলে, পরে পারিবারিক ধর্মকর্মে যোগ দিতেন। তাতে তাঁর যৌবনের ক্রিয়াকাণ্ড মূল্যহীন হয়ে পড়ে না। কৃষ্ণমোহন তাঁর প্রিয় শিষ্য; খ্রীস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক মান্য ব্যক্তি যখন ইণ্ডিয়ান -এসোসিয়েশনের সভাপতি হতে গররাজি হলেন, তখন বৃদ্ধ বয়সে তিনিই

সে পদ গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণানন্দ পরে দক্ষিণারঞ্জন হয়ে অযোধ্যার ভূস্বামী হন, 'সিপাহী' বিদ্রোহ কালে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কিন্তু একদা তিনি কত চাঞ্চল্যকর ঘটনার নায়ক; এদেশে ইংরেজের পুলিশী শাসনের তিনিই প্রথম প্রকাশ্য সমালোচক।

'Idea' বা চেতনা সর্বদাই একই বাহকের কাঁধে চেপে বিশ্বজয়ে না-ও বের হতে পারে। সামান্য পাল্কী বইতেও বেহারাকে কাঁধ বদলাতে হয়।

দ্যরোজিয়ো মুসলমান জীবন জানতেন, হিন্দুদের চিনতেন। 'Song of the Hindoostanee Minstrel' কবিতায় সুরমা প্রসঙ্গ আছে, বসরার গোলাপ আছে, সেতার আছে। গোটা পরিবেশ না হোক, অংশত একটা আবহাওয়া তিনি তৈরি করেছেন। 'ফকীর অব জঙ্গীরা'তেও মুসলমান প্রসঙ্গ শ্রদ্ধার সঙ্গে আছে। যা নেই, তা হোল নীচুতলার জন্য কোন ঔৎসুক্য বা সমবেদনা। তিনি তাই লিখতে পেরেছেন 'The Ruins of Rajmahal' কবিতার সঙ্গে এই জাতীয় টীকা।

"The names of many now "Sleep that sleep knows no breaking," once inscribed upon the walls of the Singhee Dulan and Sona Musjeed. In a few years these names may be effaced and forgotten; but there is one which still live, when one stone of these ruins shall remain upon another —the name of Late August Cleveland, whose memory is still near to the natives throughout the district of Bhagalpoor, Rajmahal and Monghir. The gentleman kept Singhee Dulan and Sona Musjid in good order about fifty years ago; but from total neglect, these buildings, in less than fifty years more, may be in the Ganges. At present the jackal makes there his den." (Poems—p. 156, 1827)। দ্যরোজিয়ো জানেন না কলকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ সোনা মসজিদের জালির কাজ খুলে নিয়ে লালদীঘির গির্জা তৈরীতে দান করেছিলেন। আর ঐ ক্লীভল্যাণ্ড পুরানা স্মৃতিসৌধ রক্ষার চেষ্টা করেছেন, সেটা সাধু উদ্যোগ সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনিই কি চুয়াড় বিদ্রোহীদের নৃশংসতার সঙ্গে দমন করেন নি? এক বিদ্রোহীর নিক্ষিপ্ত তীরে কি নিহত হন নি? এই জবরদস্ত শাসক ব্যক্তির প্রতিমূর্তি ভাগলপুরের জেলা কোর্টের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরাই, যাঁরা ইংরেজ শাসকদের ছত্রছায়ায় অরণ্যবাসীদের অবাধে শোষণ করতে পেরেছিলেন! কৃতজ্ঞতার কী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

দ্যরোজিয়োর জীবৎকালেই নীলকরদের অত্যাচারে চাষীরা অতিষ্ঠ হয়ে

উঠেছে। কলকাতার কাছেই সে সব ঘটনার প্রকাশ হচ্ছে। তিতুমীর বিদ্রোহ করেছেন। সে বিদ্রোহ বর্বরতার সঙ্গে দমন করা হয়েছে। তাঁর কাটা মুণ্ডু নিয়ে কলকাতার ইংরেজ সিপাহীরা শোভাযাত্রা করেছে, সে হোল ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ২৭শে নভেম্বরের ঘটনা। (Selections from Jnanannesan—S. C. Moitra. 1953. P. 38, 40)। ঠিক এক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হবে। কত বিদ্যালয়ের কত পরীক্ষার উৎসবের তিনি মূল্যায়ন করবেন। এত বড় পরীক্ষা তাঁর দৃষ্টির বাইরে থেকে গেল। যে ধরণের ঐক্যের স্বপ্ন তিনি দেখতেন তা সমাজের নীচুতলা থেকে উঠে না এলে সার্থক হতে পারে না। তিতুমীর ছিলেন মুসলমান। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাঁর পতাকার তলে মুসলমানদের পাশে নিম্ন জাতের হিন্দুও এসে দাঁড়িয়ে ছিল। অনুন্নত শ্রেণীর কোন জাত নেই। কিন্তু তখনও এত বোধ জন্মে নি, বুদ্ধির মুক্তিই কেবল সেদিন প্রার্থিত।*

সমাজ-চেতনার বিকাশের স্তর-পরম্পরা আছে। দ্যারোজিয়ো এক স্তরে এসে থমকে আছেন।

স্বল্পজীবী তিনি ছিলেন। ভবিষ্যতে তিনি কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করতেন, তা আমরা জানি না। যেটুকু জেনেছি, তার জন্যই বলতে পারি কি তাঁরই ভাষায় ?

> There let his ashes lie
> Cold and unmourned ;
> Be it beside ocean foamy surge,
> On an untrodden solitary shore.
>
> (A Poet's Grave—1827)

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে লেখা এই কবিতার কোন পঙ্‌ক্তিই তাঁর জীবনের সঙ্গে মেলে না, মরণের সঙ্গেও মিলছে না! তিনি থাকবেন না শীতল, অসাড় ও শোক-শূন্য। পথিকের পথরেখা-বঞ্চিত সমুদ্রের উপকূল তাঁর সমাধি ভূমি হবে না। তিনি আছেন জীবন্তভাবে, এবং লোক-ঔৎসুক্যে ও নিরন্তর জিজ্ঞাসার মধ্যে। সে-ভাবে ত কোন জিজ্ঞাসুরই কোনদিন মৃত্যু ঘটে না!

* তিতুমীরের অর্থনৈতিক সংগ্রাম অবহেলিত হয়েছে; কিন্তু তাঁর ধর্মীয় জিজ্ঞাসা অবহেলিত হয় নি। "The sect and its adherents did not appear to be strictly speaking Moossulmans, but rather Deists holding the mosques, idol temples in equal contempt".
(India Gazette, Nov. 22, 1831)

পরিশিষ্ট—১

[হিন্দু কলেজের হস্ত-লিখিত কার্যবিবরণীর অংশবিশেষ।]

To

H. H. Wilson etc. etc. etc.

After a special meeting of the Director-s of the Hindoo College held at the College House on Saturday the 23rd April 1831.

Present

Baboo Chundro Coomar Tagore	Governor
H. H. Wilson Esqr.	Vice President
Baboo Radha Madub Banerjea Radha Canto Deb Ramcomul Sen D. Hare Esqr Baboo Russomoy Dutt Baboo Prasanno Coomar Tagore „ Srikishen Singh	Directors
„ Luckynarain Mookerjea	Secretary

Read the following Memorandum on the occasion of calling the present Meeting.

"The object of convening this meeting is the necessity of checking the growing evil and the Public alarm arising from the very unwarranted arrangement and misconduct of a certain Teacher in whom great many children have been instructed, who it appears has naturally injured their Morals and introduced some strange system, the tendency of which is destruction to their Moral character and to the peace in society.

The affair is well known to almost every one and need not require to be stated. The consequence of his misunderstanding no less than 25 pupils of respectable families have been withdrawn from the College, a list of which is submitted. There are no less than 160 boys absent, some of whom are supposed to be sick, but many have proposed to remove

unless proper remedies are adopted, a list of them is also submitted. There have been much said and much heard in the business but from the substance of the letters received and the opinion of the several Directors obtained, the following rules and arrangements are submitted for the consideration and orders of the meeting.

Read also various letters withdrawing boys from the College.

Read the following Memorandum.

Memorandum for the proposed rules and arrangements.

1. Mr. Derozio being the root of all evils and cause of public alarm should be discharged from the college and all communication, between him and the pupils be cut off.

2. Such of the students of the higher class whose bad habits and practices are known and who were in the dining party should bc removed.

3. All those students who are publicly hostile to Hindooism and the established custom of the country and who have provcd themselves as such by their conduct should be turned out.

4. The age of admission and the time of the College study to be fixed 10 to 12 and 18 to 20.

5. Corporal punishment to be introduced when admonition fails for all crimes committed by the boys. This should be left at the discretion of the Head Teacher.

6. Boys should not be admitted indiscriminately without previous enquiry regarding their character.

7. Whenever Europeans are procurable a preference shall be given to them in future, their character and religion being ascertained before admission.

8. Evening lectures be discontinued.

9. Boys are not to be allowed to remain in the College after school hours.

10. If any of the boys go to see or attend private lectures or Meetings to be dismissed.

11. Books to be read and time for each study to be fixed.

12. Such books as may injure their morals should not be allowed to be brought, taught or read in the College.

13 More time for studying Persian and Bengalee should be allowed to the boys.

14. The Sanscrit should be studied by the senior classes.

15. Monthly stipend be granted only to those who bear good character, respectable proficiency and whose further stay in the college be considered beneficial.

16. The student wishing to get allowance must have respectable proficiency in Sanscrit or Arabic.

17. The boys transferred from the School Society's establishment to be admitted in the usual way and not as hitherto and their posting to classes to be left to the Head Teacher.

18. The practice of teaching boys in a doorshut room should be discontinued.

19. A separate place be fitted for the teachers for their dining and the practice of eating upon the school table be discontinued.

With reference to the lst article of the above the following proposition was submitted to the Meeting and put to the vote.

Whether the Managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his scholars are such as to render him an improper person to be entrusted with the education of youth.

Baboo Chundro Coommar stated that he knew nothing of the ill effects of Mr. Derozio's instructions except from report.

Mr. Wilson stated that he had never observed any ill effects from them and that he considered Mr. Derozio to be a teacher of superior ability.

Baboo Radhacanto Deb stated that he considered Mr. Derozio a very improper person to be entrusted with the education of youth.

Baboo Russomoy Dutt stated that he knew nothing of Mr. Derozio's prejudice except from report.

Baboo Prasano Coomar Thakoor acquitted Mr. Derozio of all blame for want of proof to his disadvantage.

Baboo Radhamadhub Banerjea believed him to be an improper person from the report he heard.

Baboo Ramcomul Sen concurred with Baboo Radha Canto Deb in considering him a very improper person as the teacher of youth.

Baboo Srikishen Singh was firmly convinced that he was far fram being an improper person, and Mr. Hare was of opinion that Mr. Derozio was a highly competent teacher and that his instructions have always been beneficial.

The majority of the managers being unable from their own knowledge to pronounce upon Mr. Derozio's disqualifications as a teacher, the Committee proceeded to the consideration of the negative question.

Whether it was expedient in the present state of public feeling amongst the Hindoo Community of Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the College.

Baboos Chundro Coomar Thakoor Radha Canto Deb Ram Comul Sen and Radhamadub Banerjea voted that it was necessary.

Baboo Russomoy Dutt and Prosano Coomar Thakur that it was expedient and Baboo Srikishen Singh that it was unnecessary.

Mr. Wilson and Mr. Hare declined voting on a subject affecting the state of native feeling alone.

Resolved that the measure of Mr. Derozio's removal be carried into effect wlth due consideration for his merits and services.

Proceeded to consider the rest of the proposed rules.

Resolved that rule 2 was unnecessary the Committee having already the power of dismissing any boy from the college by Rule...of the printed Rugulations.

Resolved with regard to rule 3 that the regulation of the

conduct of the boys in this respect is best left to the Parents. themselves who if they have reason to think that the college is the cause of hostility to Hindooism in their children can at any time withdraw them from it.

Resolved that article is unnecessary.

Resolved that rules 5 & 6 be adopted.

Resolved that rule 7 be adopted in the following form.

In future a preference shall be given to qualified European Teachers whenever procurable and after due investigation of their moral and religious character.

Resolved that Rule 9 be adopted with the addition without some satisfactory reason.

Resolved that the managers have not the power nor the right to inforce the prohibition prescribed by rule 10 and that the conduct of the boys in these respects must be left to the regulation of their friends and relations.

Resolved that Rules 11 & 12 be adopted, also Rule 13 with the addition "whose parents are desirous they should learn those languages".

Resolved that Sanscrit and Persian are actually studied by the first class but that little progress has been made or can be expected under the present system of teaching and that the best methods of improving these branches of study remain for further consideration.

Resolved that the provisions of rule 15 are already in force and that it is not in the competency of the Committee of Instruction for proficiency in English.

Resolved that Rule 17 be in future adopted in concurrence with Mr. Hare.

Resolved that Rule 18 be left for further consideration and that rule 19 be adopted.

পরিশিষ্ট—২

উইলসনকে লেখা দ্যরোজিওর চিঠি ঃ জীবন-জিজ্ঞাসার এক দলিল।

H. H. Wilson, Esq. **20th April, 1831**

My Dear Sir,

Your letter, which I received last evening, should have been answered earlier but for the interference of other matters which required my attention. I beg your acceptance of this apology for the delay, and thank you for the interest which your communication proves that you continue to take in me. I am sorry, however, that the questions you have put to me will impose upon you the disagreeable necessity of reading this long justification of my conduct and opinions. But I must congratulate myself that this opportunity has afforded me of addressing so influential and distinguished an individual as yourself upon matters which, if true, might seriously affect my character My friends need not, however, be under any apprehension for me ; for myself the concious-ness of sight is my safeguard and my consolation.

I. I have never denied the existence of God in the hearing of any human being If it be wrong to speak at all upon such a subject, I am guilty ; but I am neither afraid, nor ashamed to confess having stated the doubts of philo-sophers upon this head, because I have also stated the solution of these doubts. Is it forbidden anywhere to argue upon such a question ? If so, it must be equally wrong to adduce an argument upon either side. Or is it consistent with an enlightend nation of truth to wed ourselves to only one view of so important a subject, resolving to close our eyes and ears against all impressions that oppose themselves to it ?

How is any opinion to be strengthened but by completely comprehending the objections that are offered to it, and exposing their futility ? And what have I done more than

this ? Entrusted as I was for sometime with the education of youth peculiarly circumstanced, was it for me to have made them part and ignorant dogmatists, by permitting them to know what could be said upon only one side of grave questions ? Setting aside the narrowness of mind which such a course might have been evinced, it would have been injurious to the mental energies and acquirements of the youngmen themselves. And (whatever may be said to the contrary) I can vindicate my procedure by quoting no less orthodox authority than Lord Bacon : "If a man," says this philosopher (and no one ever had a better right to pronounce an opinion upon such matters than Lord Bacon) "will begin certainties he shall end in doubt". "This, I need scarcely observe, is always the case with contented ignorance when it is roused too late to thought. One doubt suggests another, and universal scepticism is the consequence. I therefore thought it my duty to acquaint several of the College students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes and Philo, in which the most subtle and refined arguments against Theism are adduced.

But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more astute replies to Hume,—replies which to this day continue unrefuted. "This is the head and front of my attending." If the religious opinions of the students having become unhinged in consequence of the course I have pursued, the fault is not mine. To produce convictions was not within my power ; and if I am to be condemned for the Atheism of some, let me receive credit for the Theism of others. Believe me, my dear sir, I am too thoroughly imbued with a deep sense of human ignorance, and of the perpetual vicissitudes of opinion, to speak with confidence even of the most unimportant matters. Doubt and uncertainty besiege us too closely to admit the boldness of dogmatism to enter an enquiring mind ; and far be it from me to say "this is", and "this is not", when after the most extensive acquaintance with the researches of science, and after the most daring flights of

genius, we must confess with sorrow and disappointment that humility becomes the highest wisdom, for the highest wisdom assures man of his ignorance.

II. Your next question is, "Do you think respect and obedience to parents no part of moral duty ?" For the first time in my life did I learn from your letter that I am charged with inculcating so hideous, so unnatural, so abominable a principle. The authors of such infamous fabrications are too degraded for my contempt. Had my father been alive, he would have repelled the slander by telling my calumniators, that a son who had endeavoured to discharge every filial duty as I have done, could never have entertained such a sentiment ; but my mother can testify how utterly inconsistent it is with my conduct, and upon her testimony, I might risk my vindication. However, I will not stop there, so far from having ever maintained or taught such an opinion, I have always insisted upon respect and obedience to parents. I have indeed condemned that feigned respect which some children evince as being hypocritical and injurious to the moral character ; but I have always endeavoured to cherish the sentient feelings of the heart, and to direct them into proper channels. Instances, however, in which I have insisted upon respect and obediences to parents, are not wanting. I shall quote two important ones for your satisfaction : and as the parties are always at hand, you may at any time substantiate what I say. About two or three months ago Dukhinanundun Mookerjee (who has made so great a noise lately) informed me that his father's treatment of him had become utterly insupporatable, and that his only chance of escaping it was by leaving his father's home. Although I was aware of the truth of what he had said, I dissuaded him from taking such a course, telling him that much should be endured from a parent, and that the world would not justify his conduct if he left his home without being actually turned out of it. He took my advice, though I regret to say only for a short time. A few weeks ago he left his father's house,

and to my great surprise engaged another in my neighbourhood. After he had completed his arrangements with his landlord, he informed me for the first time of what he has done ; and when I asked him why he had not consulted me before he took such a step : "Because", replied he, "I knew you would have prevented it."

The other instance relates to Mohesh Chunder Sing, having recently behaved rudely to his father and offended some of his other relatives, he called upon me at my house with his uncle Umachurn Bose and his cousin Nondolall Sing. I reproached him severely and told him that, until he sought forgiveness from his father, I would not speak to him. I might mention other cases, but these may suffice

III. "Do you think marriages of brothers and sisters innocent and allowable ?" This is your third question. "No" is my distinct reply ; and I never taught such an absurdity. But I am at a loss to find out how such misrepresentations as those to which I have been exposed have become current. No person who has ever heard me speak upon such subjects could have circulated these untruths ; at least, I can hardly bring myself to think that one of the college students with whom I have been connected could be either such a fool as to mistake everything I ever said, or such a knave, as wilfully to misstate my opinions. I am rather disposed to believe that weak people who are determined upon being alarmed, finding nothing to be frightened at, have imputed these follies to me. That I should be called a sceptic and an infidel is not surprising, as these names are always given to persons who think for themselves in religion ; but I assure you, that the imputations which you say are alleged against me, I have learned for the first time from your letter, never having dreamed that sentiments so opposed to my own, could have been ascribed to me. I must trust, therefore, to your generosity to give the most unqualified contradiction to these ridiculous stories. I am not a greater monster than most people, though I certainly should not know myself were I to credit all that is said of me. I am aware that for some weeks, some busy bodies have been manufacturing the most

absurd and groundless stories about me, and even about my family some fools went so far as to say my sister, while others said my daughter (though I have not one) was to have been married a Hindu young man ! ! ! I traced the report to a person called Brindabone Ghoshal, a poor Brahmin, who lives by going from house to house to entertain the inmates with the news of the day, which he invariably invents. However, it is a satisfaction to reflect that scandal, though often noisy, is not everlasting.

Now that I have replied to your questions, allow me to ask you, my dear Sir, whether the expediency of yielding to popular clamour can be offered in justification of the measures adopted by the Native Managers of the college towards me ? Their proceedings certainly do not record any condemnation of a man's conduct and character to dismiss him from office when popular clamour is against him ? Vague reports and unfounded rumours went abroad concerning me ; the Native Managers confirm them by acting towards me as they have done. Excuse my saying it, but I believe there was a determination on their part to get rid of me, not to satisfy popular clamour, but their own bigotry. Had my religion and morals been investigated by them, they could have had no grounds to proceed against me. They therefore thought it most expedient to make no enquiry, but with anger and precepitation to remove me from the institution. The slovenly manner in which they have done so, is a sufficient indication of the spirit by which they were moved ; for in their rage they have forgotten what was due even to common decency. Every person who has heard of the way in which they have acted is indignant, but to complain of their injustice would be paying them a greater compliment than they deserve.

In concluding this letter allow me to apologise for its inordinate length ; and to repeat my thanks for all that you have done for me in the unpleasant affair by which it has been occassion.

I remain &c.
H. L. V. Derozio.

[হিন্দু কলেজের হস্তলিখিত বিবরণী থেকে ।]

পরিশিষ্ট—৩

ইংরেজি ভাষায় লেখা দেশীয়দের কবিতার স্বরূপ

The following anthology has its greatest interest in being a self-recording evidence of the earliest response that Bengal gave to the touch of the West. I think we can safely assert that she is the only country in the Orient which has shown any distinct indication of being thrilled by the voice of Europe as it came to her through literature. We are not concerned with a critical estimate of Bengal's earliest literary adventures in the perilous fields of a foreign tongue. But the important fact is this, that while there are other eastern countries captivated by the sight of the immense power and prosperity which Europe presented to us, Bengal has been stirred by the force of new ideas breaking upon her from the western horizon. **One of its earliest effects upon our students was to rouse them into an aggressive antagonism against all orthodox conventions, irrespective of their merits. It was a sudden self-assertion of life after its repression for ages.** This shock, which roused Bengal, mainly came through literature, and a great part of her energy followed the same channel of literature for its expression.

The most memorable instance of the working of ideas in Bengal in the time of her early contact of mind with Europe, has been Rammohan Roy's message of life to India,—a life centering in the spiritural idea of the all-pervading oneness of God, as inculcated in the Upanishads, and comprehending in its circumference all varieties of human activities from the moral down to the political. It was a call to move and fully to live, not from a blind love of movement, but as directed by an inner guidance coming from the heart of India's own wisdom.

Though the above instance does not directly touch the literary side of our life, yet I cite it to show that it was through her sensitiveness to ideas that Bengal has been deeply

moved from the time of her first acquaintance with Europe. And ever since, the same formation of ideals has been going on through various stages of action and reaction. Those who have the talent and love for constructive work can show their productions in a palpable form and with a rapidity of results. But Idea works in the depth of life, bringing about fundamental changes in the very soil and seeds, and sprouts forth from the unseen in its own time in a living creative form. Its early energies are engaged and seem wasted in work of destruction, in explosions of discontent, in constant vacillation in choice, thus easily lending itself to the charge of volatility and indecision. But life has its side which is vigorously destructive and full of uncertainties and contradictions. The signs of perturbation so evident in Bengal, in her social and religious life, in her intellectual adjustments, only show that creative ideas are at work in the centre of her being. I trust I do not merely prove my patriotic bias by saying that, of all countries in the East, Bengal is most earnestly engaged in the exploration of life's ideal. All the great personalities she has produced in the modern time have presented to us according to their light, some ideal solution of life's inner problem. We are fully aware that this is not all that humanity requires, that there are other questions more immediately importunate which have to be answered if we must live ; and there are signs that we are beginning actively to recognise this important fact. But all the same we must confess, that whatever it may have cost us, we have dealt more with the ideas that move our soul by kindling our imagination than with acquiring and arranging materials to help us in our struggle for existence. This has led to an active conflict in Bengal between the Old and the New, a constant shifting of her outlooks upon life and an unrest owing to her groping for something positive, by which she can win for good her own true place in the world.

Our present age of renaissance began its career with an exaggerated faith in the foreign and the external, to find out at last that life is a process of constant self-unfolding, whose

POEMS,

BY

H. L. V. DEROZIO.

If the pulse of the patriot, soldier, or lover
Have throbbed at our lay, 'twas thy glory alone;
I was but as the wind passing heedlessly over,
And all the wild sweetness I waked was thy own.
MOORE TO THE HARP OF ERIN.

Calcutta;

PRINTED FOR THE AUTHOR, AT THE BAPTIST MISSION PRESS;
AND SOLD BY
MESSRS. S. SMITH AND CO. HURKARU LIBRARY

1827.

দ্যাবোজিযোর প্রথম কাব্য 'পোযেমস'-এর প্রচ্ছদপটের প্রতিলিপি

My country! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou:
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery!—
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country! one kind wish for thee!

'দ্য ফকির অব জাঙ্গিরা এণ্ড আদার পোয়েমস্'-এর নান্দীমুখ

POEMS,

BY

H. L. V. DEROZIO.

If the pulse of the patriot, soldier, or lover
Have throbbed at our lay, 'twas thy glory alone;
I was but as the wind passing heedlessly over,
And all the wild sweetness I waked was thy own.
MOORE, TO THE HARP OF ERIN.

Calcutta:

PRINTED FOR THE AUTHOR, AT THE BAPTIST MISSION PRESS;
AND SOLD BY
MESSRS. S. SMITH AND CO. HURKARU LIBRARY.

1827.

দ্যারোজিয়োর প্রথম কাব্য 'পোয়েমস্' -এর প্রচ্ছদপটের প্রতিলিপি

My country! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou:
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery!—
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country! one kind wish for thee!

'দ্য ফকির অব জাঙ্গিরা এণ্ড আদার পোয়েমস্'-এর নান্দীমুখ

impulse comes from the centre of its own being. In Bengal we meet with all the different stages of this development, and therefore, more than in other parts of India, it is here that love of imitation of the West runs to excess, pompously proud of its tawdriness and incongruity. On the other hand in Bengal have been originated all the recent movements for the seeking of truth that is our national heritage. The West, which at first drew us on to itself, has forcibly flung us back upon an intense consciousness of our personality. The breath of inspiration, coming from the West, has kindled the original spark in us into a flame that lay smothered in the ashes of dead habits and rigidity of traditional forms. This has been illustrated by the course our literature has taken, almost completely abandoning its earlier foreign bed, finding its natural channel in the mother tongue. The following collection of English poems written by Bengali authors also proves it, in which the earlier writings are timorously imitative, while the later ones boldly burn with their own fire, daring to challenge time's judgment with their claim of immortality. I believe foreign readers, while reading this book, will find much to think of in the fact that Bengal's response through literature to the call of the West is something unique in the history of the modern East. It has a future, for it is quickened with life, and it carries within itself a hope that one day it will become a great channel for communication of ideas between the adventurous West and the East of the immemorial tranquillity.

RABINDRANATH TAGORE

[T O. D. Dunn সংকলিত 'The Bengali Book of English Verse' (1918) গ্রন্থের ভূমিকা পুনর্মুদ্রিত হোল। এই সময়ে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কবিরা আর বাঙালী বা ভারতীয় বলে বিবেচিত হচ্ছেন না। তাই সংকলনে দ্যারোজিয়োর কোন কবিতা নেই।]

নির্ঘণ্ট